প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 405
1 March 2015
USPS No. 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৬ ফাল্গুন ১৪২১ | ১ মার্চ ২০১৫

মমতায় ভরসা দুই কেন্দ্রে

টক্কর দিতে ব্যর্থ বিজেপিও, সিপিএম ক্রমশ সাইনবোর্ড

সমালোচকের মুখে কার্যত ছিপি হয়ে বনগাঁ লোকসভা ও কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল শাসকদল তৃণমূল। একদিকে সারদা কেলেঙ্কারি বা ঘাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডসহ নানা প্রতিষ্ঠান বিরোধী ইস্যু, অন্যদিকে মুকুল রায়কে নিয়ে দলের অন্দরের গোলমাল সামাল দিয়ে যেভাবে 'কাণ্ডারী' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন, তা এককথায় রাজ্য রাজনীতিতে বিরলই বলা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে এই উপনির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে মমতা শুধু তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদেরই নয়, দলের ভিতরে থেকে তৃণমূলের ক্ষতিসাধনকারী কালিদাস'দেরও উপযুক্ত বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। আগামী পুরভোট ও বিধানসভা নির্বাচনেও এই বিপুল জয়ের ধারা বজায় রাখাই এখন তৃণমূল শিবিরের একমাত্র লক্ষ্য। সেই অর্থে আগামী এপ্রিলে কলকাতাসহ রাজ্যের প্রায় ১০০টি পুরসভার নির্বাচনের ফলের উপরই নিশ্চিত করে বলা যাবে আগামী ২০১৬ সালে রাজ্য রাজনীতিতে কের জোড়াফুলের রমরমা হবে কি না।

দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচন রাজ্য বা

এরপর ২১ পাতায়

IMPORTANT NOTICE FOR ALL CAB MEMBERS

WE NEED TO UPDATE YOUR INFORMATION SO THAT WE CAN CONTACT YOU FOR FUTURE CAB ACTIVITIES.

PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION AS SOON AS POSSIBLE TO :
chittasaha@hotmail.com

FULL NAME :

FULL ADDRESS :

PHONE NO :

E-MAIL ADDRESS :

মুক্তচিন্তার বধ্যভূমিতে অভিজিৎকে খুন করল জামায়াত জঙ্গিরা

বাসুদেব ধর

ঢাকা—ঠিক এগারো বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহসী সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদের ওপর মৌলবাদী জঙ্গিরা যেখানে হামলা চালিয়েছিল, প্রায় একই স্থানে একুশের বইমেলার কাছে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ন'টা নাগাদ হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে আমেরিকা প্রবাসী বিশিষ্ট প্রগতিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক লেখক অভিজিত রায়কে। জঙ্গিরা চাপাতি দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে রায়কে, গুরুতর আহত হন রায়ের স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা। অভিজিত রায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের ছেলে। অজয় রায় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, বর্তমানে জামায়াত-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা। অভিজিত রায় 'মুক্তমনা' ব্লগের সম্পাদক পেশায় প্রকৌশলী। একুশের বইমেলায় নতুন দুটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি সস্ত্রীক ঢাকা এসেছিলেন। পুলিশ দাবি করেছে, আনসার বাংলা—৭ নামে একটি জঙ্গিগোষ্ঠী হত্যার দায় স্বীকার করেছে। অধ্যাপক অজয় রায় বলেছেন, জামায়াত জঙ্গিগোষ্ঠী তাঁর ছেলেকে হত্যা করেছে। এই জঙ্গিগোষ্ঠীই বাসে আগুন দেয়, পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে। তিনি আরও বলেন, অভিজিতের ওপর হামলা কারা করেছে, পুলিশ সবই জানে। সব তথ্য তাদের কাছে আছে। প্রয়োজন শুধু সরকারের সহযোগিতার।

রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে অভিজিত রায় পাশে প্রতিবাদী স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা

১৯৯৯ সালে কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে জঙ্গিরা হামলা চালাতে গিয়েছিল। অলৌকিকভাবে বেঁচে যান কবি। সেই হামলার বিচার হয়নি। ২০০৪ সালের ২৭

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের নতুন আয়ের পথ নেই কিন্তু ঢালাও খরচের প্রস্তাব

ভোটমুখী জনমোহিনী বাজেট রাজ্যের

সামনেই পুরভোট। তারপর বছর কাটলেই কড়া নাড়বে বিধানসভার নির্বাচন। তাই ভোটের দিকে তাকিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় 'জনমোহিনী' বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। বাজেটে নতুন কোনও কর প্রস্তাব তো নেই-ই। পাশাপাশি শহর ও গ্রামের আমজনতার জন্য নানা সুবিধা ও ছাড়ের ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এর জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে, তা কোথা থেকে আসবে তার কোনও পরিষ্কার দিশা বাজেটে নেই বলে বিরোধী বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি একসুরে অভিযোগ করেছে। এটি 'আদিভৌতিক' বাজেট বলে বিরোধীরা মন্তব্য করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, এটা 'মা-মাটি-মানুষের' বাজেট। চলতি ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হবে বলে ধরা হয়েছিল, প্রকৃত আয় তার থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা কম হয়েছে। ফলে মোট রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ও ঋণের ভরসাতেই ভোটের বছরে জনপ্রিয় বাজেট তৈরি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বাজেট বক্তৃতায় ঋণ সংক্রান্ত দাবি না মানা ও একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বরাদ্দ কমানোর জন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। তাবগে অবশ্য চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় করের ৪২ শতাংশ অর্থ রাজ্যগুলির পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৩ সালের বাজেটে ঘোষিত কন্যাশ্রী প্রকল্প তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটব্যাংককে যে সমৃদ্ধ করেছে, সেটা বিরোধীরাও স্বীকার করেন। এই প্রকল্পে ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বছরে ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা করা হয়েছে। প্রায় ২১ লক্ষ ছাত্রী এখন কন্যাশ্রী প্রকল্পে অনুদান পায়। আগামী দু'বছরের মধ্যে রাজ্যে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৪০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছে বাজেটে। এখন মূলত সংখ্যালঘু ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রীদের সরকার সাইকেল দেয়। গত দুই বছরে প্রায় ৫ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হয়েছে। চাষিদের খুশি করতে গাম্প বসানোর জন্য ১০ হাজার টাকা করে অনুদানের ঘোষণা আছে বাজেটে। ১০ লক্ষ পাম্পের জন্য এই সুবিধা দেওয়া হবে।

শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে খুশি করার জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে স্ট্যাম্প ডিউটিতে। এখন থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করলে ৬ শতাংশ হারে ডিউটি দিতে হবে। ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করার ঘোষণা রয়েছে বাজেটে। বছরে ১০

এরপর ১৭ পাতায়

কলকাতা ও আলি

নবতিপর সুব্রহ্মণ্যমকে নগরীর শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা

শান্তিনিকেতনই দিশা দেখিয়েছিল শিল্পী কল্পতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যমকে। জন্ম ১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারি, কেরালাতে। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার সময় তিনি গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন, ফলে সরকারি কলেজ থেকে ওঁর নাম কাটা যায়। পরে শিল্পশিক্ষা করতে ভর্তি হন বিশ্বভারতীর কলাভবনে। সে সময় বিশ্বভারতীর আচার্য ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে। ১৯৫৬-এ ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে চলে যান লন্ডনে, দ্বিতীয় বার রকফেলার ফেলো হয়ে তিনি নিউইয়র্কে ছিলেন ১৯৬৬ থেকে দু'বছর। দেশে ফিরে যোগ দেন হ্যান্ডলুম বোর্ড-এর পরামর্শদাতা হিসেবে। ১৯৮০-তে তিনি চলে আসেন শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক হয়ে। সুব্রহ্মণ্যমের আগ্রহ কেবল প্রথাগত শিল্পেই নয়, তিনি কাজ করেছেন প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়েও। যেমন কাজ করেছেন পুতুল অথবা বয়নশিল্প নিয়েও বা ক্যানভাসের ওপরে, তৈরি করেছেন পোড়ামাটির মুরালচিত্র। চিত্রকলা, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, ভিত্তিচিত্র, প্রভৃতি নানা মাধ্যমেই ওঁর অনায়াস যাতায়াত। ছোটোদের প্রতি ওঁর অসীম ভালোবাসা রয়েছে বলেই তিনি তুলির সঙ্গে কলমও ধরেছেন ছোটোদের জন্য, লিখেছেন শিল্পকলা বিষয়ে অন্যান্য লেখা। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রকর' বইটি তিনিই অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া রয়েছে ওঁর লেখা অন্যান্য শিল্প সংক্রান্ত বই। নিজে জড়িয়ে রয়েছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। পেয়েছেন দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার। যার মধ্যে পদ্মশ্রী-ভূষণ-বিভূষণ, দেশিকোত্তম এবং কালিদাস সম্মান উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন ছাড়াও ওঁর মুরাল এবং শিল্পকলা ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন স্থানে। শিল্পের প্রতি ভালোবাসার টানে তিনি আজ সকলের কাছেই শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় 'মানিদা'। পায়ে পায়ে তিনি পেরিয়ে এলেন নব্বই বছর, তবু এখনও তিনি তরুণ নিজের কাছে। একানব্বই-এর জন্মদিনে ওঁকে নিয়ে একটি আয়োজন এই শহরে। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি হ্যারিংটন স্ট্রিট আর্ট গ্যালারিতে সন্ধে ছ'টায় শুরু হচ্ছে শিল্পীর নতুন কাজ নিয়ে একটি প্রদর্শনী, এখানে উপস্থিত থাকবেন শিল্পী নিজে। ২০ তারিখ দুপুরে এখানে থিঙ্ক আর্ট-এর রুচিরা দাস ১৩-১৫ বছর বয়সি ছোটোদের কাছে তুলে ধরবেন এই শিল্পীর কাজকে। ২৫-এর সন্ধে ছ'টায় থাকছে 'দি ম্যাজিক অফ মেকিং' শিরোনামে শিল্পীকে নিয়ে গৌতম ঘোষের তথ্যচিত্র প্রদর্শন। সিগাল ফাউন্ডেশন ফর দি আর্টস-এর সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, ১-৮টা। সঙ্গের ছবি প্রদর্শনী থেকে।

লেখা—কৃষ্ণ দেবসরকার

কলিকাতা থেকে কলকাতা।

পৃথিবীর প্রাচীন শহরগুলির তুলনায় কলকাতা নেহাতই নবীন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কুঠিয়াল জোব চার্নক মুঘল বাহিনীর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে নেহাতই আত্মরক্ষার তাগিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন খালি তীরবর্তী সুতানুটি গ্রামে। পরে তিনি ফিরে যান, আবার আসেন এবং কিছু দিন পর মারাও যান সেখানে। কেউ কেউ বলেন, সেখান থেকেই নাকি সূচনা এই শহরের! আবার অনেকে বলেন, পলাশির যুদ্ধে পর কলকাতা ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকেই নগরায়ণের সূচনা। সেই সব বিষয় ও বিতর্ক নিয়ে আলোচনার জন্যে 'টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি' ও 'রিফ্লেক্সন অফ অ্যানালার ডে'র যৌথ উদ্যোগে আজ ও আগামীকাল সকাল ১১টা থেকে 'ফ্রম কলিকাতা টু কলকাতা, এ জার্নি' শীর্ষক দু'দিনের এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে সল্টলেকে করুণাময়ীর কাছে টেকনো ইন্ডিয়া ক্যাম্পাসে। এই শহরের অতীত-বর্তমান নিয়ে বলবেন দেবাশিস বসু, পিটি নায়ার, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, হরিপদ ভৌমিক প্রমুখ। সকলেই স্বাগত, জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

সুরেলা স্যাক্সো-ফোনোলজি

স্টেজ, অর্কেস্ট্রাল, চেম্বার, ইনস্ট্রুমেন্টাল মিলিয়ে রাশিয়ান কম্পোজার আলেকজান্ডার গ্লোজানভের অপার আর্কাইভ। অবশ্য বাদ্যই করে তার মধ্যেকার সেরার তালিকা খুঁজতে বসলে, রেমন্ডা, দ্য সিসন, স্যাক্সোফোনা কন্সার্ট, দ্য গোল্ডেন ককারেল বা সিম্ফনি এক দুই পাঁচ আসবে বইকি। স্যাক্সোফোন

সিনাকোপটিরস গ্লোভাকিয়ার চার সদস্যের তিনি বরাবরেরই ফেভারিট। ভারত সফরের শেষ ট্যুরে কলকাতায়ও তাই আগিয়ে রাখলেন গ্লোজানভকেই। স্যাক্সোফোন আর পিয়ানোয় অর্লি নাইনটিন্থে সনাতনী রাগপ্রধানের সঙ্গে হট্ জ্যাজে ভরল শহরের কালামন্দির। পাভুল জনা, গ্রান গ্যাপ্পারেক, ফ্রেডারিকা বাবুলিয়ানোভা, ল্যাডিস্লাভ স্যাক্সোহিতজদের যা একটি একত্র পেশকশ। সঙ্গে সিক্স ব্রাউন ব্রাদার, কলম্বিয়া স্যাক্সোফোন সেক্সটেট কিংবা, দ্য মিসৌরির মতন স্যাক্সোফোনের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে ছুঁয়ে দেখা। যন্ত্রানুসঙ্গে উনিশ শতকের গুরুকে ধরলেও মাকে শোনালেন ও সময়ের আমেরিকান কম্পোজার ক্যাথরিন মাইকেলের করা সুরও। উনিশ দশকের প্রায় শুরুতে মিউজিকে গ্লোভাক মারেস্থদের সঙ্গে অন্যদের ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা থেকেই তাদের এ বারের এ দেশ সফর। আরবারে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ফিউশন নিয়ে কাজের কথাটা তাই এ সফরেই সেরে রাখলেন ল্যাডিস্লাভ স্যাক্সোহিতজ।

বাংলার শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা।

আর এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন অধিকাংশ বাঙালি গবেষক। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বাংলার শিল্পচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রেই এমন অনন্যতার নজির। তবে এখন সময় এসেছে সেই গবেষণার কাজগুলি একত্রিত করার। সে সব নিয়ে আলোচনা হল সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর হলে আয়োজিত আলোচনাচক্র 'বাঙালির শিল্পকলা চর্চা : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার' এই শিরোনামে। ছিলেন সৌরভ জানা, দিপঙ্কর ঘোষ, রঙ্গনকান্তি জনা, নন্দিনী ঘোষ, মধুপর্ণা রায়চৌধুরী, ঘোকনকুমার নাথ এবং মৃণাল ঘোষ। আলোচিত হল বাংলাদেশের মূর্তি ভাবনা, লৌকিক ও আদিবাসী শিল্পকলা, স্থাপত্য ভাবনা ও ঐতিহ্য, চিত্রকলার বিবর্তন, সংগ্রহশালার ভূমিকা, বাঙালির বেশভূষা এবং একুশ শতকে বাঙালিরা শিল্পকলা চর্চার অধিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। সঞ্চালনা করেন প্রণব রায় এবং চিন্ত পণ্ডা।

চিত্রকলা মনের জগত।

ছবির আনন্দ দেখা যায় না, পরিণামের আভাস পাওয়া যায় মাত্র। শিল্পীর প্রেরণা আর ধ্রুপদী মনের প্রাবল্যের আঁচড়ে অনুভবের বিস্তৃতি রূপারোজে ভিড় জমায়। অব্যক্ত রেখার অন্তহীন বৈচিত্রে চিত্র হয়ে ওঠে জীবন্ত। 'রামকিঙ্কর' ছিলেন চিত্রলীলার সেই দিগন্তহীন মহাকাশ। এলোমেলো আঁকিবুকি-হেলেরা-জলরঙের প্রথাগত আগল ভেঙে সেজান, পিকাসো অথবা ব্রুগেলিসের ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভঙ্গিকে একাত্ম করলেন সাবলীল ভাবে। সৌন্দর্যবোধের মজ্জাগত সাধনায় ভারতীয় শিল্পকলাকে নিয়ে গেলেন আন্তর্জাতিক স্তরে। এরই প্রেক্ষিতে আজ, ১৪ ফেব্রুয়ারি অবনীন্দ্র সভাগৃহে প্রকাশ দাস সম্পাদিত 'রামকিঙ্কর-অন্তরে বাহিরে' শীর্ষক বইটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশে উপস্থিত থাকবেন গণেশ হালুই, যোগেন চৌধুরী, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মণ্ডল, অরুণ সেন প্রমুখ। থাকবে আলোচনা সভা। রামকিঙ্করের ছাত্র ও অনুরাগীদের স্মৃতিচারণায় উঠে আসবে বহু অজানা তথ্য। শিল্পীর জীবনদর্শন ও অন্তরঙ্গ মুহূর্তের আলোকচিত্র সহ শিল্পকলার সাল কালো রঙিন ছবিই বইটির আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রকবিতায় বিদেশি সুর।

পাশ্চাত্যের মিউজিক কম্পোজারদের কাছে বরাবরই পছন্দের শীর্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সে কারণেই বিশ্বব্যাপী কম্পোজাররা সুর বসানোর ক্ষেত্রে কাঠামো হিসেবে বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুচ্ছকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয় মিউজিক কম্পোজাররা এতে সুর বসিয়েছেন, যার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের কোনও মিল নেই। সে রকমই দেশ কিছু রবীন্দ্রনাথের কবিতার ওপরে তৈরি 'ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল আর্ট সং'-কে নিয়ে 'ট্যাগোরিয়ানা : এ ওয়েস্টার্ন ট্রিবিউট টু টেগর' শীর্ষক এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন আমেরিকান মেজো সোপরানো আইদান সোদর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুর বসিয়েই তৈরি যে গানগুলো। এ দিন সোদারের গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ছিল শুধুমাত্র পিয়ানো। বাজান জেনিফার হেমস্ট্রা। এ ছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন মেঘতিথি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তিনিকেতন ও নকশাল আমল।

'সে দিনের শান্তিনিকেতন আর নেই।' এই আক্ষেপ প্রবীণ আশ্রমিক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, "তবে সারা জীবন ধরে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে কিছু কাজ করবার।' সে দিনের আশ্রমের সেই সব সুখস্মৃতি নিয়ে কলম ধরেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক সৌরকুমার বসু। যার ফসলহিসেবে প্রকাশ পেল প্রিটোনিয়া পাবলিকেশনের 'শান্তিনিকেতন ও নকশাল আমল' শিরোনামের বইটি। নিজের কাজের মাঝেই তিনি সময় বার করে লিখে ছিলেন এবং স্মৃতিচারণের কথাগুলি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে এসেছে নিজের ছেলেবেলা, সেলাপাড়া, পাঠভবন, প্রতিবেশী প্রসঙ্গ, বিশিষ্ট মানুষজন এবং অনিবার্য ভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গও। সম্প্রতি অবনীন্দ্র সভাঘরে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বইটি উন্মোচন করেন সে দিনের প্রবীণ আশ্রমিক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন আধিকারিক প্রদীপ ঘোষ।

গান্ধীজির স্বপ্ন নিয়েই পথ চলা।

ওরা মানে গান্ধী পিস মিশন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর গান্ধীয়ান স্টাডিজ বা কস্তুরবা ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর মতো সংগঠনগুলি। এদেরই যৌথ উদ্যোগে গত ২-৩ ফেব্রুয়ারি বেলেঘাটার গান্ধীভবনে হয়ে গেল দু'দিনের একটি আন্তর্জাতিক শান্তি বৈঠক। উপলক্ষ্য ছিল গান্ধীর আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষ এবং ওঁর নোয়াখালি যাত্রার সত্তর বছর পূর্তি। গান্ধীর অহিংস বার্তা আজকের সমাজের কাছে কাছে ধরতেই এই আয়োজন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনশতাধিক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন এই শান্তি বৈঠকে। ছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর গান্ধীয়ান স্টাডিজ-এর অধিকর্তা এন বাসুদেবন, অধ্যাপক এন রাধাকৃষ্ণান, কস্তুরবা ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্টের তারাগান্ধী ভট্টাচার্য, হরিজন সেবক সংঘের শঙ্কর কুমার সান্যাল, কানাডার প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিবিদ বিল ভানোজা এবং ব্যারাকপুর সংগ্রহালয়ের নির্দেশক সুপ্রিয় মুন্সি প্রমুখ। কার্যক্রম শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি।

গবেষক

ইতিহাসের উপাদান সব সময়েই তাঁর মন টানে। কখনও আলোকচিত্র থেকে মুসলিম নারীদের বিষয়ে খোঁজ তো আবার কখনও এই বঙ্গের পটুয়া মহিলাদের নিয়ে অনুসন্ধান। ইতিহাসবিদ জেরালডাইন ফোর্বস বর্তমানে রয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক পদে। এডমন্টনের ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্তা থেকে বিএড করবার পর তিনি ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়া শুরু করেন এবং পিএইচডি করেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে। ১৯৭৫-তে তিনি পড়ানো শুরু করেন কানাডার জোসেফ ওলিনস্কি কলেজে। ২০১১-তে তিনি ফুলব্রাইট পেয়ে নেহরু অধ্যাপক হিসেবে চলে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বঙ্গের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মূলত সেই সময় থেকেই। সারা বিশ্বে বর্তমানে তাঁর কাজ ইতিহাসবিদদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জড়িয়ে রয়েছেন নানাবিধ সংস্থার সঙ্গে। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে নারীশক্তি। ভারতের স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তী সময়ে এখানে নারীদের উত্থানের মতো বিষয় ছাড়াও উনিশ শতকে মহিলা ডাক্তারের মতো বিষয়েও আগ্রহ অপরিসীম। তিনি কাজ করেছেন তপন রায়চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের সঙ্গেও। তাঁর লেখা বই 'পজিটিভিজম ইন বেঙ্গল, এ কেস স্টাডি ইন দি ট্রান্সমিশন অ্যান্ড অ্যাসিমিলেশন অফ অ্যান ইডিওলজি' ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এ ছাড়াও তিনি সারা বিশ্ব থেকে পেয়েছেন অন্যান্য বহু পুরস্কার। এখন তিনি রয়েছেন তাঁর এই প্রিয় শহরে। দক্ষিণ কলকাতার বিড়লা আকাডেমি হলে সম্প্রতি বললেন 'বিয়ন্ড কুইনস অ্যান্ড রেবেলস : হাউ উম্যান্স হিস্ট্রি চেঞ্জেস দি হিস্টরিকাল পারস্পেক্টিভ' শিরোনামে। ও দিকে গত ৯ জানুয়ারি আইসিসিআর-এ বইমেলার উদ্বোধন করে পর দিন তিনি বলেন উমেন্স হিস্ট্রি নিয়ে। গত ৯ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুল বক্তৃতায় তিনি বললেন ইতিহাস ও আলোকচিত্রে নারীদের স্থান নিয়ে। রয়েছে আরও কয়েকটি বক্তৃতা। বিদ্যাসাগর কলেজে ১৬ ফেব্রুয়ারি যাদু বিন্দু - র অনুষ্ঠানেও উনি থাকছেন। তার পর ঘরে ফেরা। এই শহরে এলে যেন মায়া কাটতেই চায় না।

বইমেলায় মানচিত্র বিতর্কে বন্ধ হল বাংলাদেশের একটি স্টল

মধুছন্দা চক্রবর্তী

মানচিত্র বিতর্কে সম্প্রতিকালের ঘটনা ঘটল বইমেলায় বাংলাদেশের একটি স্টলে। শেষ পর্যন্ত স্টল বন্ধ করে মান বাঁচল।

শনিবার বিকেলের দিক থেকেই বইমেলায় জনস্রোতের ঢল নেমেছিল। হঠাৎই বাংলাদেশের একটি স্টল—বাংলাদেশ পর্যন্ত করপোরেশনের একটি মানচিত্রে চোখ পড়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে বেশ কিছু বইপ্রেমী মানুষ। যে কাশ্মীরের দখলদারি নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এখনও হানাহানি চলছে, সেই কাশ্মীরকে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত করা হয়েছে ওই স্টলের মানচিত্রে। ঘটনাটি নজরে আসতেই তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বিজেপি'র কিছু সমর্থক গিয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে। ঘটনাটি নজরে আনা হয় গিল্ড কর্তৃপক্ষের। বেশ কিছু সাধারণ মানুষ এবং বিজেপি সমর্থক এসে ডেপুটেশন দিয়ে যায়। গিল্ডের পক্ষ থেকে সুধাংশু দে, রিদিব চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ ভাল্লা প্রমুখ ওই স্টলে যান। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক গোলমাল চলতে থাকে। ইতিমধ্যে যোগাযোগ করা হয় বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে মইনুল কবির ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা স্বীকার করে নেন ওই মানচিত্রে ভুল থাকার কথা। তৎক্ষণাৎ ওই মানচিত্র বিক্রিই শুধু নয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন নামে ওই স্টলটিই বন্ধ করে দেওয়া হয়। কীভাবে ওই মানচিত্র বাংলাদেশে মুদ্রিত হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্য বিশদে জানা যায়নি।

এবারের বইমেলায় বাংলাদেশের তেত্রিশটি স্টল রয়েছে। তার মধ্যে কোন স্টলে কী বিক্রি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হবে, তা নিয়ে ওয়াকিবহাল ছিল না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তাঁরা ভারতের সঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোনও বিবাদে যেতে চায় না। কাশ্মীরের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এই ধরনের ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়েছে বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ কলকাতার এই আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশ নিচ্ছে। এ রাজ্যের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। এই পরিস্থিতিতে মানচিত্রে ভুল থাকলেও সে ভুলস্বীকার করে তা শুধরে নিয়ে পেরি করেনি তারা। তবে এই মানচিত্র কীভাবে মুদ্রিত হল এবং আগামীদিনে বাংলাদেশে এই মানচিত্র পুনরায় বিক্রি হবে কিনা, এ বিষয়ে কোনও আশ্বাস অবশ্য পাওয়া যায়নি।

মুক্তচিন্তার বধ্যভূমিতে অভিজিৎকে খুন করল জামায়াত জঙ্গিরা

প্রথম পাতার পর

ফেব্রুয়ারি রাতে বইমেলা থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়েছিলেন হুমায়ুন আজাদ। বলতে গেলে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসেন। তাঁকেও চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছিল জঙ্গিরা। সেই হামলাকারীদের আজও বিচার হয়নি। ২০১৩ সালে জামায়াতের বিরুদ্ধে শাহবাগে গণ জাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের সময় একইভাবে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় মঞ্চের অন্যতম নেতা ব্লগার রাজীবকে। সেই হত্যাকাণ্ডেরও বিচার হয়নি। ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অমর একুশের বইমেলা থেকে ফেরার পথে একইভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিলেন অভিজিৎ। পুলিশও বলছে, হামলার ধরন একই রকম। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকেরা বলেছেন, অভিজিতের মাথার পেছনে ডান পাশে অত্যন্ত দক্ষ হাতে হিংস্রভাবে ধারালো অস্ত্রের তিনটি কোপ দিয়েছে খুনিরা, যার ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের মৃত্যু হয়। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম ব্যবসার বিরুদ্ধে সোচ্চার এই লেখকের। চিকিৎসকরা আরও বলেছেন, জঙ্গি হামলায় আক্রান্তদের আঘাতের চিহ্ন একইরকম। তারা গলা থেকে দেহের উর্ধ্বভাগ অর্থাৎ মাথা লক্ষ্য করেই হামলা চালায়। অভিজিতের স্ত্রীও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন। তিনি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। তাঁরাও মাথায় আঘাত করা হয়। অভিজিতের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর মরদেহ ঢাকা ম্যাডিকেল কলেজে গবেষণার জন্য দান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও গণ জাগরণ মঞ্চ আগামী রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অভিজিতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবে। আজ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে প্রতিবাদী ছাত্র, শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের এক ঊঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, হামলাকারীদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা না হলে পুরো দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। বক্তারা প্রশ্ন করেন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উল্টোদিকে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের প্রবেশপথে ফুটপাতে চা-পানের জন্য অভিজিত ও তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় হামলা হয়। অদূরেই পুলিশ ছিল। বইমেলা উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অংশটা নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঢাকা। তার মধ্যে কিভাবে হামলা হয়? সাংবাদিক কামাল লোহানি অভিযোগ করেন, যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদী শক্তির বিচার অসমাপ্ত থাকায় অস্থিরতা বাড়ছে। পুলিশ এখানে দুই তিন স্তরের নিরাপত্তার কথা বলে। কিন্তু জঙ্গি হামলাকারীরা কোন স্তর থাকে জানে না।

বিশ্বজয়ী স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম হয়েছিল স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নের কিছু পরেই। ১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর। তাঁর নামের মধ্যেই স্বাদেশিকতার চিহ্নাঙ্কন করেছিলেন তাঁর পিতা। জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে, দশ বোন, তিন ভাই এবং বহু জ্ঞাতি-আত্মীয়ে ভরা যৌথ সংসারে। বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং পরবর্তী সময়ে সোনামুখী পৌরসভার চেয়ারম্যান। তিনিই বোধ হয় স্বদেশকে শিখিয়েছিলেন, এ ভাবেও উঠে আসা যায়, অখ্যাতের তুচ্ছতাকে অগ্রাহ্য করে জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে, শুধু প্রয়োজন সাহস ও পরিশ্রম, যা পরবর্তী জীবনে স্বয়ং স্বদেশ প্রমাণ করবেন তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

স্বদেশ পঠনপাঠনেও ছিলেন মেধাবী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে যোগ দিলেন ওড়িশায় হিন্দুস্থান স্টিল কর্পোরেশন-এ। সেটিই তাঁর প্রথম কর্মস্থল, কিন্তু খুবই অল্প সময়ের জন্য। অতি শীঘ্রই ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে উড়াল দিলেন পশ্চিমের আকাশে। ১৯৭৮ সালে স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে নিয়ে পা রাখলেন অভিবাসীদের স্বপ্নভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পকেটে তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার। অচেনা দেশে অচেনা আবহে যা কিছু প্রাপ্তি, প্রাথমিক পর্যায়ে সেটুকু অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম। দিনের বেলা চাকরি এবং রাতে নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ ডিগ্রির জন্য পঠনপাঠন। কায়ক্লেশে ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট-এ দিনগুজরান ডালে-ভাতে। উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু অল্পে থেমে থাকার কোনও সমার্থক শব্দ ছিল না তাঁর অভিধানে। স্থাপন করলেন নিজস্ব সংস্থা এবং ঠিক এই সময় থেকেই তাঁর জড়িয়ে পড়া মার্কিন রাজনীতিতে।

নয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ফোরাম ফর পলিটিক্যাল এডুকেশন-এর সভাপতি রূপে তার শুভারম্ভ। এই সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে নর্থ ক্যারোলাইনার সেনেটর জেসি হেমস-এর সঙ্গে। জেসি হেমস ভারতবিরোধী হিসেবে তখন সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের এক বছরের মধ্যেই জেসি হেমস-কে দেখা গেল অভিবাসী ভারতীয়দের সম্মেলনে, ভারতবিরোধীতার সুর গেল পাল্টে। স্বদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। কিন্তু জেসি হেমস নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নন। নয়ের দশকের সেই সময়টিতে মার্কিন রাজনীতিতে ভারতের হয়ে কথা বলার লোক মুষ্টিমেয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও উষ্ণতার অভাব প্রকট। তার সঙ্গে যোগ হল ১৯৯৮ সালে পোখরানে পারমাণবিক পরীক্ষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জারি করল অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। এই ঘটনাক্রমে তখন অভিবাসী ভারতীয়রা গভীর ভাবে আহত। সমস্যা মেটাতে একত্রিত হলেন তাঁরা, শুরু হল মার্কিন কংগ্রেসের সঙ্গে দৌত্যপর্ব। ফলে উঠল নিষেধাজ্ঞা, স্বদেশের মুকুটে যুক্ত হল আর একটি উজ্জ্বল পালক। সম্পর্কের শীতলতার নিগড় ভেঙে ২০০০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন এলেন ভারত সফরে। ১৯৭৮ সালে জিমি কার্টার-এর ভারত সফরের পর প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখলেন একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে রাজি করাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান আমেরিকান ফোরাম ফর পলিটিক্যাল এডুকেশন। এই আয়াসসাধ্য সাধনের স্বীকৃতি দিল স্বদেশের জন্মভূমি, ২০০১ সালে পদ্মভূষণে সম্মানিত করে।

আরব্ধ কাজটিকে স্বদেশ পূর্ণতা করে তুললেন পরের বছরগুলিতে। ডেমোক্র্যাট প্রশাসনের বিদায়ের পর মার্কিন মসনদে আসীন জর্জ বুশ এবং তাঁর রিপাবলিকান প্রশাসন। অক্লান্ত ভাবে স্বদেশ ও তাঁর সহযোগীরা গড়ে তুললেন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি। সেই কাজের সুফল ফলল ২০০৮ সালে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল ঐতিহাসিক অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি। বারাক ওবামার সাম্প্রতিক সফরেও তাঁর প্রতিনিধি দলের অচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বদেশ চট্টোপাধ্যায়, কারণ তাঁকে ছাড়া ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নির্মাণের কাহিনিটিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Purna Bhattacharya
President Elect
Milan Awon
Vice-Presidents
Dilip Chakrabarti
Debi Prosad Palit
Treasurer
Ranadeb Sarkar
Secretary
Arunava Sinha
Assistant Secretary
Tapas Sanyal
Members
Dhriti Bagchi
Pinaki DasGupta
Sankha Ghosh

BOARD OF TRUSTEES
Chairman
Asok Motayed
Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Rahul Roy
Kali P. Chaudhuri
Kajal sarkar
Asish Sengupta
Asoke De Sarkar
Samprakash Majumdar
Mrinal Chaudhuri

বাংলাদেশে নাশকতায় সরাসরি মদত দিচ্ছে পাকিস্তান

বাসুদেব ধর

ঢাকা—ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরি আজ সরাসরি অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশে চলমান সহিংসতায় পাকিস্তানি দূতাবাস জড়িত। এদিকে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে নাশকতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পাকিস্তানি দূতাবাসের এক কূটনীতিক। ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনের সহকারী ভিসা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাযহার খান দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ও অর্থায়ন করেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএস-এর অন্যতম সংগঠকও এই পাকিস্তানি। পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরির, আনসারউল্লাহ বাংলা টিম ও জামায়াত-শিবিরকে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাযহার খান নামে ওই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশবিরোধী ভয়ঙ্কর সব তৎপরতার তথ্যপ্রমাণ পেয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে তোলপাড় হচ্ছে।

সরকারি সূত্রগুলো বলছে, জঙ্গি তৎপরতাই শুধু নয়, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ মুদ্রাবাজার ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও তিনি করেন। এ জন্য পরিচালনা করেন ভারতীয় জাল রুপির এক বিশাল নেটওয়ার্ক। ধরাও পড়েছিলেন গোয়েন্দা সংস্থার হাতে। কিন্তু কূটনৈতিক সুবিধা নিয়েতাকে ছাড়িয়ে নেয় ঢাকার পাকিস্তানি দূতাবাস। বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতায় জড়িত এই কর্মকর্তাকে ইতোমধ্যে গোপনে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের উল্লেখ করে সংবাদপত্রে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানি দূতাবাস কর্মকর্তার সহযোগী মজিবুর রহমান নামে বাংলাদেশি এক নাগরিক গ্রেফতার হওয়ার পর ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। তাতে জিজ্ঞাসাবাদ ও ধারাবাহিক তদন্তের সূত্র ধরেই বেরিয়ে এসেছে জঙ্গি তৎপরতায় ও জাল রুপি নেটওয়ার্কে থাকা ব্যক্তিদের কার্যক্রমের রূপরেখা। পাওয়া গেছে তাদের তালিকা ও কথোপকথনের সারাংশ। ওই প্রতিবেদনে তিনটি সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে কড়া ভাষায় পাকিস্তান হাইকমিশনের শিষ্টাচারবহির্ভূত কার্যক্রমের নিন্দা জানানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ভিসা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাযহার খানকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার ও পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসা ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজরদারির সুপারিশ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাশকতার সঙ্গে পাকিস্তান দূতাবাসের সহকারী ভিসা কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় দীর্ঘ অনুসন্ধান চালায় বাংলাদেশের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। এরপরই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মাযহার খান ভারতীয় জাল রুপি তৈরি ও সংগ্রহ করে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিকের মাধ্যম ভারতে পাচার করেন। এতে তিনি প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। গোয়েন্দারা অনুসন্ধানে নিশ্চিত হন যে, মাযহার খানের সঙ্গে জলিল আখতার ও মোহম্মদ মজিবুর রহমানসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলের লোকজনের যোগাযোগ রয়েছে।

এরমধ্যে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুলিশের কর্মকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স-এর কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত বিশেষ করে লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, যশোর, বেনাপোল এলাকার বাংলাদেশি নাগরিকরা রয়েছেন। এটা নিশ্চিত হওয়ার পর গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন গত ১২ জানুয়ারি রাতে বনানীর মৈত্রী মার্কেট এলাকায় মুজিবুর রহমান ও পাকিস্তান দূতাবাসের ভিসা কর্মকর্তা মাযহার খানকে গোপনে বৈঠকের সময় আটক করে। ওই সময় মাযহার তার সঙ্গে থাকা বেশ কিছু কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলেন।

সৌজন্যে—দৈনিক স্টেটসম্যান

মেডিক্যালের জন্মদিনে সম্বল 'অতীত গৌরব'

অনির্বাণ ঘোষ

অন্ত্রের ক্যান্সার অপারেশনটা খুব জরুরি ছিল রমেশ সমাদ্দারের। কিন্তু অঙ্কো-সার্জন বুকেই উঠতে পারছিলেন না, কোন ওটি-তে তিনি অস্ত্রোপচার করবেন। ক্যান্সারের শল্যচিকিৎসার জন্য গালভরা এক বিভাগ রয়েছে বটে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে, কিন্তু আলাদা ওটি-র বালাই নেই! ফলে ক্যান্সার শল্যচিকিৎসককে অপেক্ষা করতে হয়, কখন কোন ওটি তিনি খালি পাবেন, তবে হবে অস্ত্রোপচার।

এমারজেন্সিতে আসা রোগীর ছোটখাটো অস্ত্রোপচার দরকার হলেও হয় তা স্থগিত বা অথবা বিলম্বিত হওয়াই দস্তুর। কারণ 'মাইনর ওটি'ও যে নেই জরুরি বিভাগে!

এর সঙ্গে যদি এমন দু'জন রোগীর জরুরি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়, যার একটি হবে নিউরো-সার্জারি এবং অন্যটি অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞের অধীনে? এমন পরিস্থিতিতে অ্যানেস্থেটিস্টকে নিয়ে দড়ি টানাটানিই রেওয়াজ। কারণ, অধিকাংশ সময়ে অ্যানাস্থেটিস্ট মোটে এক জনই!

বুধবার নেতা-মন্ত্রী-আমলা- স্বাস্থ্যকর্তারা ১৮১ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গৌরবগাথায় যতই মুখর হোক না কেন, অসংখ্য বুনিয়াদি সমস্যায় জর্জরিত এই প্রতিষ্ঠান যথাযথ চিকিৎসা থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত হয়ে চলেছেন হাজারও রোগী। অথচ, শুধু দেশের নয়, ডাক্তারি শিক্ষায় এশিয়ারও প্রথম পাঠশালা এই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, যার যাত্রা শুরু ১৮৩৫-এর ২৮ জানুয়ারি। মেডিক্যালের অধ্যক্ষ তপনকুমার লাহিড়ি থেকে শুরু করে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান নির্মল মাজি, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ভাষণে এ দিন ফিরে ফিরে এল পুরোনো গৌরবগাথারই চর্বিতচর্বন। বর্তমানের মলিন ছবিটা নিয়ে মন্ত্রী-আমলারা রা কড়েননি। কিন্তু রোগী-পরিজনেরা জানেন হাঁড়ির হাল।

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্রমেই নেমে চলেছে মহাদেশের প্রাচীনতম ডাক্তারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৭-এর প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যসুরক্ষা যোজনায় মানোন্নয়নের কাজ শুরু হলেও এখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন যে পাঁচটি শাখা (মেডিক্যাল অঙ্কোলজি, অঙ্কো-সার্জারি, রেডিয়োথেরাপি, অঙ্কো-প্যাথলজি ও নিউক্লিয়ার মেডিসিন), তার সবক'টিই রয়েছে মেডিক্যাল। কিন্তু বাস্তবে এই পাঁচটি শাখা কবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে, তা মনে করতে পারেন না মেডিক্যালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরাই। তাঁরা বরং বিস্মিত, অধ্যক্ষ এ দিন কেন আক্কেলে ঘোষণা করে দিলেন, শিগগিরই চালু হবে শিশুদের জন্য পৃথক ক্যান্সার বিভাগ!

কলকাতা মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠার পাঁচ দিনের মাথায়, ১৮৩৫-এর ২ ফেব্রুয়ারি গোড়াপত্তন হয়েছিল চেন্নাই মেডিক্যালের। উন্নয়নের নিরিখে শুধু উৎকর্ষ ছোঁয়াই নয়, সেই স্থান লাগাতার ধরেও রেখেছে দেশের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ওই মেডিক্যাল কলেজ। একটি সর্বভারতীয় ম্যাগাজিনের সমীক্ষায় ২০১৩-য় দেশের সপ্তম সেরা স্থান এবং ২০১৪-য় একটি শিক্ষা বিষয়ক ওয়েবসাইটের সমীক্ষায় সেরার তালিকায় চেন্নাই মেডিক্যালের স্থান ষষ্ঠ। অন্য দিকে, গত চার বছর ক্রমাগত অবনমন হয়েছে কলকাতা মেডিক্যালের। এখনও দেশের প্রথম ২৫টি মেডিক্যাল কলেজের তালিকায় এশিয়ার প্রাচীনতম মেডিক্যালে কলেজটি রয়েছে বটে। তবে চিকিৎসক মহলের আশঙ্কা, যে কোনও বছরই তালিকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সর্বভারতীয় ম্যাগাজিনটির সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, দেশের সেরা মেডিক্যাল কলেজের তালিকায় কলকাতা মেডিক্যালের স্থান ২০১১-য় ১৩ ২০১২-য় ১৭, ২০১৩-য় ২২ এবং ২০১৪-য় নেমে এসেছে ২৪-এ! অর্থাৎ পরিবর্তনের জমানায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে এই হাসপাতাল। মেডিক্যালের এক চিকিৎসকের বক্তব্য, 'ঢের পরে যাত্রা শুরু করেও কলকাতা মেডিক্যালকে হেলায় টপকে গিয়েছে দিল্লির এইমস (১৯৫৬) বা ভেলোরের ক্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজের (১৯৪২) মতো ডাক্তারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলি সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে সাধারণত প্রথম পাঁচে স্থান পেয়ে আসছে লাগাতার।' প্রবীণ ওই শিক্ষক-চিকিৎসকের আক্ষেপ, 'প্রায় একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেও চেন্নাই মেডিক্যাল ২৫০ এমবিবিএস আসনের পাশাপাশি ৪২৫টি স্নাতকোত্তর আসন নিয়ে চলছে সুনামের সঙ্গেই। আর কলকাতা মেডিক্যাল গত দু'বছর ধরে শুধু হোঁচটই খেয়ে চলেছে এমসিআইয়ের মাপকাঠি ছুঁতে।'

এমসিআই (মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া) প্রসঙ্গে অবশ্য আত্মসমালোচনার সুর শোনা গিয়েছে অধ্যক্ষের গলাতেও। গবেষণার ক্ষেত্রে যে এখনও ঢের উন্নতি প্রয়োজন, তা কবুল করেছেন নির্মল মাজিও। স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্যের উঠে এসেছে, সিটি স্ক্যান, এমআরআইয়ের মতো পরিষেবার উন্নতি, ম্যাগাজিলোফেসিয়াল সার্জারির মতো বিভাগ চালু করার কাজ এখনও বাকি।

ছ'মাসেও হাল ফেরেনি শিল্পে, অ্যাসোচ্যামের সমীক্ষা রিপোর্ট

বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়া! শিল্প বিনিয়োগে জোয়ার আনার চেষ্টায় ক্ষমতায় এসে নরেন্দ্র মোদীর সরকার একের পর এক অর্ডিন্যান্স পাস করলেও, তৃণমূলে পরিস্থিতি যে কে সেই রয়ে গিয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে বণিকসভা অ্যাসোচ্যামের এক সমীক্ষা রিপোর্ট। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, শিল্পস্থাপনের নিরিখে গত ছ'মাসে বাস্তব পরিস্থিতি খুব একটা বদল হয়নি বলেই মনে করছেন শিল্পমহলের শীর্ষকর্তারা। এমনকী চলতি ত্রৈমাসিকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুব একটা রদবদল হবে বলেও তাঁরা মনে করছেন না। তবে, নতুন বছরের প্রথম ছ'মাসে পরিস্থিতি বদলের ব্যাপারে আশাবাদী শিল্পমহল।

নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে গত বছর মে মাসে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে 'শিল্পবান্ধব' নরেন্দ্র মোদীর সরকার। কিন্তু আট মাসে যথেষ্ট সাড়া ফেলেই সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে। এই প্রেক্ষিতে শিল্পের বাস্তব পরিস্থিতি জানতেই গত ডিসেম্বরে 'দ্য বিজনেস কনফিডেন্স সার্ভে' করেছে বণিকসভা অ্যাসোচ্যাম। সেই সূচক উল্লেখ করে অ্যাসোচ্যাম জানিয়েছে, 'গত ছ'মাসে দেশে শিল্প পরিবেশের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।' তবে, আগামী ছ' মাসে ব্যবসা বাড়বে ধরে নিয়ে শিল্পসংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই কর্মসংস্থান বাড়ানোয় উদ্যোগী হতে শুরু করেছে। এ থেকে মনে করা হচ্ছে, ২০১৫ সালের প্রথমার্ধেই পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

অ্যাসোচ্যাম জানিয়েছে, 'সমীক্ষায় ৫৪.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, কার্যক্ষেত্রে গত ছ'মাসে সত্যিকারের পরিবর্তন কিছু হয়নি। জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকেও দেশের মধ্যে বিনিয়োগের ভাবনার কোনও বদল হবে না বলেই মনে করছেন ৪৫.৮ শতাংশ উত্তরদাতা। রপ্তানির বাজারও শ্লথ থাকবে বলেই তাঁদের ধারণা।'

তবে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬২.৫ শতাংশ মত প্রকাশ করছেন, আগামী ছ'মাসে তাঁদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বাড়বে।

বেশিরভাগই (৫৮.৩ শতাংশ) আশা করছেন যে অর্ডার বাড়বে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে কোনও কোনও জায়গায় চাহিদা বাড়ার ইঙ্গিত তাঁরা দেখছেন।

আগামী দিনে পরিস্থিতির উন্নতি প্রসঙ্গে অনেক বেশি সংখ্যায় শিল্পপতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। চলতি ত্রৈমাসিক ও পরবর্তী মাসগুলোয় নিয়োগের ব্যাপারে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন ৪১.৭ শতাংশ।

তবে, গত জুলাই থেকে ষ্লথভাবের মধ্যে রপ্তানির বৃদ্ধি সদর্থক হলেও এ ক্ষেত্রে নজর দেওয়া দরকার বলে মনে করছে বণিকসভা। কারণ, ভারতের শিল্পক্ষেত্রের উপরে বিদেশের বাজারেও প্রভাব রয়েছে, আমদানি ও রপ্তানি, দু'ক্ষেত্রেই।

সৌজন্যে—এই সময়

রাজ্যের ২০টি জায়গায় জঙ্গি তালিম শিবির চালাচ্ছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন

বনগাঁ ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃতদের জেরা করে মিলেছে তথ্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ● বারাসত

শুধু জামাত-উল-মুজাহিদিন নয়, বাংলাদেশের আরও কিছু বেশি জঙ্গি সংগঠন এই রাজ্যে তাদের ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। একই সঙ্গে এই রাজ্যকে যাতায়াত করিডর হিসাবে ব্যবহার করে তারা দেশের অন্যান্য প্রান্তেও জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করছে। কয়েকদিন আগে বনগাঁর পেট্রোপোল থেকে ধৃত বরকতুল্লা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃত মহম্মদ আজিজকে জেরা করে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছেন পুলিশ ও গোয়েন্দারা।

প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, এই রাজ্যে অন্তত ২০টি জায়গায় স্থানীয় যুবকদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির চালাচ্ছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আইএম)। তবে এই মুহূর্তে কোথাও অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির চালানো হচ্ছে কি না তা এখনও গোয়েন্দারা জানতে পারেননি।

বরকতুল্লার কাছ থেকে পাওয়া ল্যাপটপেও বেশ কিছু তথ্য আছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ওই তথ্য পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যেই হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরই এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে বলেই পুলিশ কর্তারা মনে করছেন। তবে এই রাজ্য ও উত্তরপ্রদেশে যে অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় এই জঙ্গি শিবির চালানো হচ্ছে, তা পুলিশ কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, মাসখানেক আগে বনগাঁর পেট্রোপোল দিয়ে ঢোকার সময় অভিবাসন বিভাগের হাতে ধরা পড়ে কুখ্যাত আইএম জঙ্গি বরকতুল্লা। বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও তার গতিবিধি অফিসারদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তারপরই তাকে আটক করে অফিসাররা জেরা করেন। তারপরই তাকে বনগাঁ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। দফায় দফায় জেরা করে পুলিশ নিশ্চিত হয় ওই ব্যক্তি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য। তার কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ ও বেশ কিছু জেহাদি পুস্তিকা উদ্ধার হয়।

তাকে জেরা করে উত্তরপ্রদেশের মহম্মদ আজিজ নামে এক ব্যক্তির নাম পুলিশ জানতে পারে। ওই রাতেই বরকতুল্লাকে দিল্লি হয়ে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে আজিজকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জেরার মুখে বরকতুল্লা জানিয়েছে, আজিজকে ওই ল্যাপটপ দেওয়ার জন্য সে ভারতে এসেছিল। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। তাঁরা এর মধ্যে কয়েকবার উত্তরপ্রদেশে আজিজের ডেরায় তল্লাশিও চালিয়েছেন। সেখান থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি গোয়েন্দারা উদ্ধার করেছেন।

পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, এই রাজ্য ও উত্তরপ্রদেশে বেশ কিছু অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির চালাচ্ছে আইএম। মূলত এই রাজ্যে ২০টি এই রকম প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। তবে কোথায় কোথায় এই শিবিরগুলি চলছে—সেই ব্যাপারে পুলিশ কর্তারা বা গোয়েন্দারা এখনই মুখ খুলতে রাজি হচ্ছেন না। জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিসাররা এই নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করছে। মহম্মদ আজিজ ও বরকতুল্লার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই জায়গায় তল্লাশিও চালানো হচ্ছে। তাই এই ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে পুলিশ সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ, বসিরহাট, স্বরূপনগর, মালদহের কালিয়াচক, নদীয়ার করিমপুর, তেহট্ট, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা, জলঙ্গি থানা এলাকায় এই শিবিরগুলি চলছে। ওই এলাকায় এই শিবিরগুলি চলছে। এই এলাকার গরিব ছেলের প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেও বেশ কয়েকজন জঙ্গি নেতা নিয়মিত ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে আসছে। তবে ওই জঙ্গি নেতারা যে শুধুমাত্র চোরাপথে এই দেশে ঢুকছে তা নয়, বেশ কয়েকজন জঙ্গি নেতা বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে এদেশে এসে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফের বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছে।

এই রকম বেশ কয়েকজন জঙ্গি নেতার নামও বরকতুল্লা জানিয়েছে। তাদের মধ্যে আনসার নামে এক জঙ্গি নেতা এই রাজ্যের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির দায়িত্বে আছে বলেই গোয়েন্দরা জানতে পেরেছেন। ওই আনসার এখন ভারতে আছে না বাংলাদেশে আছে সেই ব্যাপারে গোয়েন্দাদের কাছে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। বরকতুল্লার কাছ থেকেও এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। তবে বরকতুল্লা যে শুধুমাত্র ল্যাপটপ পৌঁছাতেই ভারতে এসেছিল তা মানতে চাইছেন না পুলিশ কর্তারা। তাই তাকে আরও জেরা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডের সঙ্গেও এদের কোনও যোগসূত্র এখনও পুলিশ পায়নি। সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এই সংগঠন এখানে জঙ্গি শিবির চালাচ্ছিল বলেই পুলিশ মনে করছে।

সৌজন্যে—বর্তমান

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন উপনিষদের ভূমিতে। দুজনেই একটি কথাই বলেছেন। সেই কথাটি হল, আমরা সবাই আনন্দের খাসতালুকের প্রজা। দু'জনেই জীবনপথে চলার শক্তি ও মন্ত্র গ্রহণ করেছেন বেদান্ত থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী। রবীন্দ্রনাথ আলখাল্লাধারী শুক্লসন্যাসী। দু'জনেরই সংসার ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের যেমন বেলুড় মঠ, রবীন্দ্রনাথের সেইরকম শান্তিনিকেতন। উভয় প্রান্তেই বেদমন্ত্রে আবাসিকদের ঘুম ভাঙে। সারাটি দিন চলে এমন কর্ম-অনুষ্ঠান যেখানে ভোগের নামগন্ধ নেই। দু'টি দিকেই ধর্ম হয়ে উঠেছে সেবা। রবীন্দ্রনাথ একবার বলালেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। সঙ্গে সঙ্গে এইরকম একটা ধারণা হল, তিনি বুঝি ভোগবাদ প্রচার করছেন। আসলে তা নয়, বৈরাগ্যের দু'টি ধরন। একটি হল বাইরের টান, অর্থাৎ গেরুয়া ইউনিফর্ম পরলেই সে ত্যাগী। আসলে কিন্তু তা নয়, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কথাই বলতেন, বাইরের ত্যাগ নয়, ভেতরের ত্যাগ। তোমার যদি আসক্তি থেকেই থাকে, তাহলে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে কী লাভ? তুমি যদি আসক্তি জয় করে থাকতে পারো, তাহলে বাইরের পোশাক-আশাকের কথা আর চিন্তা করো না। বৈরাগ্যকে ভেতরে রাখো। এটি উপনিষদেরই কথা, অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকো। তখন ভোগের মধ্যে থাকলেও, তুমি ভোগাক্রান্ত হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই কথাটাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর একটি গানের লাইন আছে—"'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে...' এই সুর বেসুর নয়, এই সুর হল জগৎ কাণ্ডের স্বর, সৃষ্টির সুর অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ওঁ তৎসৎ। রবীন্দ্রনাথ আর একটি কথা বলছেন, 'অজানা সাধনে'। আমি তোমাকে পাব অজানা সাধনে। এই 'অজানা সাধনে' শব্দটিকে আমরা একটু আলাদা করে নিই। এটি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা। তিনি বলেছেন, আমার কোনও গুরু ছিল না, আমি সরাসরি দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে একদিন বলালুম আমি কিছু জানি না। শাস্ত্র, মন্ত্র, বিধান, পদ্ধতি কোনওকিছুই আমার জানা নেই। আমার শুধু আছে একটি আবেগ, আমি জানতে চাই, তোমাকে কি জানা যায়? এইবার যদি আমরা স্বামীজির দিকে ঘুরে দাঁড়াই, তাহলে দেখতে পাব, তিনি প্রথাগত, প্রচলিত গন্ডা-নাড়া ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। গভীর রাতে কাশীর গঙ্গার তীরে বসে আছেন, সেদিনেই দেখে এসেছেন সারনাথের গৌতম বুদ্ধের ধর্মের উদ্ভবভূমিক ধ্বংসাবশেষ। গভীর রাতে গঙ্গার স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছেন, তাঁর অন্যতম প্রিয় প্রাণপুরুষ গৌতম বুদ্ধ ওই সারনাথেই তাঁর সুবিখ্যাত ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রমণদের বলেছিলেন, একজায়গায় নাক টিপে বসে থাকলেই ধর্মের কল্যাণ প্রয়াস পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারবে না। শান্তি ও অহিংসার প্রণবমন্ত্রে যুদ্ধক্লান্ত, রক্তাক্ত পৃথিবীকে মুড়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। ভিক্ষাপাত্র হাতে বেরিয়ে পড়ো জনজীবনের পথে পথে, জাতপাতের ব্যবধান চুরমার করে দা। পাপপুণ্যের উন্নাসিকতা দূর করে দাও। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ দু'জনেরই এক কথা। কাশীর গঙ্গাতীরে বসে স্বামীজি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথাগত ধর্মসংঘ নয়, বুদ্ধদেবের মতো ধর্মচক্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বেলুড়মঠের রামকৃষ্ণ সংঘের আদর্শ হবে ঠাকুরের রেখে-যাওয়া সেই বাণী—যত মত, তত পথ। আর ঠাকুরের সেই সাবধানবাণী—খালি পেটে ধর্ম হয় না। অর্থাৎ ইকনমিক্স, সোশ্যাল সায়েন্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাস্ট্রোলজি, অ্যানথ্রোপলজি, হিস্ট্রি—সব এক জায়গায় সুসমন্বিত হয়ে একটি নতুন ধর্ম জেগে উঠবে। স্বামীজি একেই বলছেন—এবার নতুন অবতার, নতুন বেদ, নতুন ধর্ম। এই ধর্মের বাতাবরণে একটি মানুষও আজ অশিক্ষিত, বঞ্চিত, পরাধীন দাস থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এমনই এক মহান কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, সেখানে শিক্ষার ধরন হবে ভারত-সংস্কৃতি-আধারিত। সেখানেই বর্তমানের ওপর ছায়া ফেলবে আমাদের বিশাল অতীত। রবীন্দ্রনাথও গৌতম বুদ্ধকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের ওই ধীর-শান্ত চলন, ওই ক্ষমাসুন্দর বোধি উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল আর ওই আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ। আধুনিক ধর্মে এই সবই হয়ে উঠেছে বড় কথা।

রবীন্দ্রনাথের একটি গান—'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।।' এই তো ব্রহ্মের কথা, একের কথা। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে শুরু করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের ব্রহ্মসমাজে। সেখানে এই এক ও অনন্তের কথাই হত। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে ভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটালেন। শুধু গান নয়, জ্ঞাননিঃসৃত ভক্তির কথা বললেন। সেখান থেকে দু'টি ধারা বেরিয়ে এল। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ আর একদিকে ঋষি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে ঋষি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। তার কারণ তাঁর সমস্ত রচনাতেই উপনিষদেরই ছায়া। স্বামীজি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে যে বিরাট কাণ্ড করালেন তার উৎসমূলেও এই একটি কথাই আছে, এই একটি দর্শনই আছে—অন্যের জন্য বাঁচো, প্রয়োজনে জীবন দান করে দাও। শুধু দিয়ে যাও, ফিরে নাহি চাও। আমরা যদি দু'টি জীবনকে পাশাপাশি রাখি তাহলে দেখব একজন অক্ষরমালায় আমাদের জীবন ও সংস্কৃতি সাজালেন, আর একজন পৃথিবীর মাটি থেকে মুঠো মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে বললেন, এই দেখো, আমি সব সোনা করে দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথও বললেন, দাও হে, হৃদয় ভরে দাও। তরঙ্গ উঠে উথলিয়া, সুধার সাগরে। এই 'সুধার সাগর' শব্দটি ভয়ংকর তাৎপর্যপূর্ণ। একবারই সমুদ্রমন্থন করা হয়েছিল। উঠেছিল অমৃত আর হলাহল। শিব সেই হলাহল পান করে হলেন নীলকণ্ঠ। সমুদ্র হল সুধাসাগর। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই যেন নীলকণ্ঠ শিব। দু'জনের জীবনযাপন পদ্ধতি আলাদা হলেও, দু'জনেরই চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। দু'জনেই বিশ্বভাবনায় কাতর হয়েছেন। মানুষের নির্যাতনে দু'জনেই অশ্রুমোচন করেছেন।

Kolkata Flat in Salt Lake Sec V for $110K

3 bdrm 2 baths large kitchen balcony -- 1320 sq ft with Garage in gated complex G+3 in a G+4 building. Great location across Technopolis next to Salt Lake-Rajarhat connector.
Phone: 781-863-5418 in USA till Dec 6, 2014
Email: totamonb@yahoo.com after Dec 10, 2014
Call at 011-91-801-722-1450 in Kolkata

সম্পর্ক ব্যক্তিগত নয়

ভারত-মার্কিন সম্পর্কে নতুন উড়ান। নতুন সমীকরণ বিশ্ব-রাজনীতিতে।
কূটনীতির হেঁসেলে ঢুকলেন **পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য**

বারাক ওবামার দ্বিতীয় ভারত সফর ইতিহাসে থেকে যাবে। এই প্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর কার্যকালে দুবার ভারতে এলেন কিংবা এই প্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হলেন—সে সব কারণ নয়। ইতিহাসে থেকে যাবে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে।

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের শেষ দিকে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক প্রায় তলানিতে ঠেকেছিল। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন প্রশাসনের ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছে। মার্কিন প্রশাসন এখন ভারতকে দেখছে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে। সংসদে বর্তমান এনডিএ সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তা ছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। বর্তমান সরকার বেশ কিছু অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলেছে এবং ইতিমধ্যেই তা চালুও করে দিয়েছে। ফলে, ভারতে মার্কিন বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে মার্কিন সফরে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তখন থেকেই ওবামার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সখ্য তৈরি হয়েছে। তিন দিনের সফরে সেই সখ্যের কথা বলছেন দু'দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁদের ভঙ্গিতেও কূটনীতি-রাজনীতির বাইরে হৃদ্যতা চোখে পড়েছে।

ঐতিহাসিক সমাঝোতা

ওবামার সফরের আগে বহু বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছিলেন, এই সফর থেকে গঠনমূলক বিশেষ কিছু বেরিয়ে আসবে না। বিষয়টি প্রধানত বাক্‌চাতুর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, ওবামার ভারত সফরের ফলে এমন অনেক কিছু পাওয়া গেল, যা আশাও করা যায়নি।

যেমন, ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি। ২০০৮ সালে স্বাক্ষরিত হলেও এই চুক্তি ঘিরে জটিলতা ছিল। ওবামা-মোদী খুব সহজেই সেই সমস্যার সমাধান করেছেন। এই চুক্তির মূল অন্তরায় ছিল পরমাণু চুল্লির কাঁচামাল সরবরাহকারী সংস্থাগুলির দুর্ঘটনাজনিত দায়িত্ব। এই আইনটি ভারতীয় সংসদে কয়েকবছর আগেই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। যার ফলে পরমাণু চুল্লিতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার বিপুল ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সরবরাহকারী বিদেশি সংস্থার উপর চাপানো হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে সমঝোতাসূত্র পাওয়া গিয়েছে। আশা করা যায়, অগ্যামীদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় সংস্থা ভারতে তাদের কারখানা স্থাপন করবে। তবে এ প্রসঙ্গে অন্য একটি বিতর্ক রয়েছে। বিতর্কটি একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, পরমাণু শক্তিই আগামীদিনে জ্বালানির অন্যতম মাধ্যম। অন্যদের মতো, পরমাণু শক্তিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাঁদের মতে, বিপদের কথা মাথায় রেখেই পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে, বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলিতে পরমাণু চুল্লি ক্রমশ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক দুর্ঘটনা যে ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং, ভারতে জ্বালানি হিসেবে পরমাণু শক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানো উচিত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক চলবেই।

ওবামার এই সফর থেকে আরও বেশ কিছু প্রাপ্তি ভারতের হয়েছে। বিশেষ করে সামরিক ক্ষেত্রে। ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ প্রথম ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তির মেয়াদ ছিল দশ বছর। ২০১৫ সালে এর কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ওবামা-মোদী এই চুক্তিটি আরও দশ বছরের জন্য নবীকরণ করলেন। এর ফলে সামরিক ক্ষেত্রে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দশ বছর ধরে যে সহযোগিতা করে আসছিল, তা শুধু বজায়ই রইল না, আরও উন্নত হল। যার ফলে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার যৌথভাবে সমরাস্ত্র উৎপাদন করবে।

আধুনিক অস্ত্র

সামরিক ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার নতুন দিগন্তের উন্মোচন আরও একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত ভারত আর সমরাস্ত্রের জন্য প্রধানত রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। এর মূল কারণ ঠান্ডাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরবর্তী সময়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি। যে কারণে আমেরিকা ভারতকে কোনও ধরনের উন্নত প্রযুক্তির সমরাস্ত্র সরবরাহ করেনি। ওবামার সফরের ফলে আমরা হয়তো এই বিষয়ে একটা পটপরিবর্তন লক্ষ করতে চলেছি। ভবিষ্যতে আমেরিকার কাছ থেকে ভারত উন্নত প্রযুক্তির সমরাস্ত্র কিনতে পারবে। যার ফলে রাশিয়ার উপর নির্ভরতা কমবে। যদিও কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ এই মার্কিন-নির্ভরতাকে ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁদের মতে, সমরাস্ত্র সরবরাহকারী দেশ হিসেবে আমেরিকা খুব নির্ভরযোগ্য নয়।

এবং রাজনীতি

আমেরিকা হঠাৎ ভারতকে এত সুনজরে দেখতে শুরু করল কেন? কারণ, এশিয়াকে আমেরিকা এখন তার বিদেশ এবং সামরিকনীতির প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য করছে। কিন্তু আমেরিকার এই নীতি চিন সুনজরে দেখছে না। এশিয়াতে চিন একটি প্রধান রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে। মার্কিন প্রশাসনের অনেকেই মনে করেন, এশিয়ার প্রাধান্য বজায় রাখতে গেলে চিনকে প্রতিহত করা দরকার। তার জন্য আমেরিকার ভারতকে বিশেষ প্রয়োজন। জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মাধ্যমে আমেরিকা চিনের গুরুত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করছে।

তবু কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মত, এভাবে আমেরিকার সঙ্গে চিনের বিরুদ্ধে গাঁটছড়া বাঁধা ভারতের পক্ষে কাম্য নয়। কারণ চিন ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অনুকূল। সীমান্ত শান্ত রাখা ভারতের একান্ত কর্তব্য।

এইসব মত এবং পাল্টা-মত রয়েছে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, ওবামা-মোদী সমঝোতা বিশ্ব-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করল। সে সমীকরণ কূটনীতির।

সৌজন্যে—একেলা

হাইকোর্টে কর্মবিরতি পালনের প্রবণতায় লাগাম টানতে উদ্যোগী প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি বা আইনজীবীদের মৃত্যুতে কলকাতা হাইকোর্টে কর্মবিরতি পালনের প্রবণতায় লাগাম টানতে উদ্যোগী হয়েছেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর। ১৯৯০ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি পি ডি দেশাই বা পরবর্তীকালে অশোক মাথুর, মোহিত জে শাহের মতো প্রধান বিচারপতিরাও একইরকম উদ্যোগ নিলেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। আবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে? এমন প্রশ্নের জবাব সময় দেবে। কিন্তু, বিষয়টি নিয়ে গত এক মাসে প্রচুর চর্চা হলেও, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

১৯৯০ সালে কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এবং বিদ্যুৎকিরণ মুখোপাধ্যায়। সেই সময় এমন বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে টানা ৪৬ দিন কর্মবিরতি পালন করেছিলেন আইনজীবীরা। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে আইনজীবীদের তিনটি সংগঠন বার অ্যাসোসিয়েশন, বার লাইব্রেরি ও ইনকর্পোরেট ল সোসাইটির সঙ্গে হাইকোর্ট প্রশাসনের একটি চুক্তি হয় বলে বর্ষীয়ান আইনজীবীরা জানিয়েছেন। সেখানে ঠিক ছিল, দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা মুখ্যমন্ত্রীর মতো ব্যক্তিত্ব মারা গেলে সকাল সাড়ে দশটা থেকেই আদালত বন্ধ হয়ে যাবে। বাকিদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিকাল সাড়ে তিনটে থেকে আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করবেন।

কিন্তু, সময় যত গড়িয়েছে, এই নিয়মের বাঁধন ততই আলগা হয়েছে। ফলে বছরে ২১০ দিন আদালত চালু রাখার প্রচেষ্টা প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই প্রধান বিচারপতি চেল্লুর সম্প্রতি চার বিচারপতিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তাতে রয়েছে বিচারপতি প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি নিশীথা মাত্রে। এই কমিটি কর্মবিরতি পালনের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইনজীবীদের সংগঠনগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সমাধানসূত্র খুঁজবে। এই কমিটি আইনজীবী সংগঠনগুলিকে প্রস্তাব দেয়, বিকাল সাড়ে তিনটের সময়সীমা কি আরও পিছানো যায়? প্রয়াতদের স্মৃতিতে শোকজ্ঞাপন সভা সপ্তাহে একদিন বা মাসে একদিন কি করা যায় না? যদি আচমকা কোনও একদিন কর্মবিরতি পালন করতেই হয়, সেক্ষেত্রে কি শনিবার আদালত চালু রাখা যেতে পারে? এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনজীবীরা বুধবার পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বার অ্যাসোসিয়েশন এ নিয়ে সভা ডাকলেও তা হয়নি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ফের সভা ডাকা হয়েছে। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যই বেশি। অন্য দুটি সংগঠনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

বর্ষীয়ান আইনজীবী উত্তর মজুমদার বলেছেন, হাইকোর্টে কর্মবিরতির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণও রয়েছে। প্রথমত, দেশাই-এর আমলে অ্যাসোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্ত আইনজীবীর সংখ্যাই ছিল বড়জোর হাজার তিনেক। এখন সংখ্যাটি তার দ্বিগুণেরও বেশি। স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুর সংখ্যা তার সঙ্গে আনুপাতিক হারে বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, তখন ২১০ দিন কাজের ব্যাপারে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু, হাইকোর্টে আজও উপযুক্ত সংখ্যক বিচারপতি নেই। অন্তত ৫৮ জন বিচারপতি যেখানে থাকার কথা, সেখানে রয়েছেন ৩৯ জন। ফেব্রুয়ারি মাসে দুজন অবসরগ্রহণ করবেন। ফলে কাজের দিন ও কাজের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা ব্যর্থ হচ্ছে। তৃতীয়ত, সব বিচারপতিও সময়মতো আসন গ্রহণ করেন না। সব বিচারপতি সমান দ্রুততায় মামলায় নিষ্পত্তি করে উঠতে পারেন না। এই সব বিষয়ও সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে কর্মবিরতি পালনে একই নীতি পালন করা হয় না বলে তিনি পাল্টা অনুযোগ করেছেন। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে অতি সম্প্রতি প্রয়াত বিশ্বনাথ বাজপেয়ির উদাহরণ তিনি উল্লেখ করেছেন। এই আইনজীবী হাইকোর্টে বার অ্যাসোসিয়েশনে দুবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ছিলেন এখানকার লিগাল এইড সংস্থার চেয়ারম্যান। এমনকী, অল ইন্ডিয়া বার কাউন্সিলে দুবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তাঁর সময়েই সর্বভারতীয় ওই কাউন্সিলের দিল্লিতে নিজস্ব অফিসবাড়ি তৈরি হয়।

কলকাতা হাইকোর্টে প্রায় ৬৫ বছর তিনি কাজ করে গিয়েছেন। অথচ তাঁর প্রয়াণে বিকাল সাড়ে তিনটে থেকে কর্মবিরতি পালন করা হল। যেখানে স্বল্প পরিচিত আইনজীবী বা বিচারপতির মৃত্যুতে হামেশাই সকাল সাড়ে দশটা বা বেলা বারোটা থেকে কর্মবিরতি পালন করা হচ্ছে। এই দুঃখজনক বৈষম্য দূর হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। এদিকে, একান্ত আলাপচারিতায় অধিকাংশ আইনজীবীই বলেছেন, আর যাই হোক, শনিবার আদালত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এমন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যাবে না। এই অবস্থায় অ্যাসোসিয়েশন গণভোট করার কথা ভাবছে। কিন্তু, আদৌ প্রচলিত এই ব্যবস্থায় লাগাম পরানো যাবে তো? তার উত্তর আপাতত জানার উপায় নেই। তাই ২৩ ফেব্রুয়ারির দিকেই আপাতত সকলের নজর।

ধর্মনিরপেক্ষ নয় হিন্দু রাষ্ট্রের যুক্তিতে সওয়াল শিবসেনার

সরকারি বিজ্ঞাপনে সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে শব্দ বাদ পড়া নিয়ে জোরদার হল বিতর্ক। স্থায়ী ভাবে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক কথা দুটি বাদ দেওয়ার দাবি জানাল শিবসেনা। অন্য দিকে বিজেপি তথা এনডিএ-র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অন্যতম মুখ্য উপদেষ্টা সুধীন্দ্র কুলকার্নি।

প্রজাতন্ত্র দিবসে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, সেখানে সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে বাদ পড়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দ দুটি। বিরোধীরা সরকারের এই ভুল ইচ্ছাকৃত বলে অভিযোগ করায় শুরু হয় বিতর্ক। বুধবার বিতর্ক আরও উস্কে দিয়ে শিবসেনার দাবি, এ বার ভুল হলেও সংবিধান থেকে ভবিষ্যতে শব্দ দুটি নিশ্চিত ভাবেই বাদ দেওয়া উচিত। দলের নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'হয়তো এ বারে বিষয়টা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা দেশের মানুষের আবেগকে মর্যাদা দেওয়ার সামিল।' তাঁদের মতে, ভারত কখনও ধর্মনিরপেক্ষ নয়। বরং হিন্দু রাষ্ট্র। তাই সংবিধান থেকেও ওই শব্দ দুটি বাদ পড়া উচিত।

অন্য দিকে এই প্রসঙ্গে সরকারি মনোভাবের কড়া সমালোচনা করলেন সুধীন্দ্র কুলকর্নি। যিনি বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় তাঁর অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন এবং ২০০৯ সালে দল ছাড়লেও এখনও লালকৃষ্ণ আদবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সরকারি বিজ্ঞাপনে প্রস্তাবনা থেকে দু'টি শব্দ বাদ দেওয়ার কড়া নিন্দা করে তিনি বলেছেন, এর অর্থ বাজপেয়ীকে অস্বীকার করা। কারণ বাজপেয়ী শুধু যে দেশ শাসনের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি মেনে চলতেন তাই নয়, দলীয় সংবিধানেও তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দগুলি রাখতে চেয়েছিলেন। বিজেপি তথা এনডিএ সরকারকে কুলকর্নির চ্যালেঞ্জ, 'সংবিধান থেকে এই শব্দ দু'টি বাদ দিতে চাইলে সংশোধনী জারি করার সাহস দেখাক তারা। নিজের ইচ্ছেমতো এ ভাবে শব্দ বললে দেওয়া যায় না।'

প্রজাতন্ত্র দিবসের বিজ্ঞাপন নিয়ে মঙ্গলবার কংগ্রেস, এনসিপি সহ বিভিন্ন বিরোধী দল সরকারের সমালোচনা করেছিল। কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার দাবি করেন, সংবিধানকে খাটো করার চেষ্টা করছে সরকার। তার পর কুলকর্নিও এ দিন মুখ খোলায় বিতর্কের আঁচ আরও বাড়ল।

সরকার অবশ্য অবস্থানে অনড়। প্রবল বিতর্কেও মুখে অবস্থা সামাল দিতে মঙ্গলবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌর পাল্টা দাবি করেছিলেন, বিজ্ঞাপনে কোনও ভুল ছিল না। ভারতীয় সংবিধানের মূল যে প্রস্তাবনা প্রথম গৃহীত হয়েছিল, তারই প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দ দুটি ছিল না। ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধনীতে তা যুক্ত হয়। যদিও নিয়ম মাফিক সংবিধানের কোনও সংশোধনী একবার কার্যকরী হলে তার আগের বয়ানটি বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা।

একসময় মুক্তিযোদ্ধারা এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখন আসে জঙ্গিরা : অশোক

যে পশ্চিমবঙ্গে একসময় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে এখন সেখানকার জামাতের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা এসে থাকে। এই রাজ্য তাদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। বুধবার প্রেস ক্লাবে এক আলোচনাসভায় এই মন্তব্য করে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অবশ্য এই জঙ্গি অনুপ্রবেশের জন্য রাজ্য সরকার বা শাসক দলকে সরাসরি দায়ী করেননি অশোকবাবু। ধর্মান্ধতার কারণে জামাতদের এই রমরমা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন, অর্থের প্রলোভন ও রাজনৈতিক মদত এই রমরমার অন্যতম কারণ। আলোচনাসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে চালু হওয়া 'স্বচ্ছ ভারত অভিযানে'র সমালোচনা করেন অশোকবাবু। তাঁর কথায়, ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার চেয়ে গরিব মানুষের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করা বেশি জরুরি।

কমিটি ফর আপহোল্ডিং সেকুলারিজম নামে একটি সংগঠন এদিনের আলোচনাসভার উদ্যোক্তা ছিল। 'এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের পথ' নিয়ে আলোচনায় যোগ দেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক ও চলচ্চিত্র পরিচালক শাহরিয়ার কবীর। কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার জাকি আহাদও বক্তব্য রাখেন।

এই উপমহাদেশে সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শাহরিয়ার কবীর। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ প্রসারের জন্য তিনি জামাত-বিএনপি জোটকে দায়ী করেন। ভারত ও বাংলাদেশে কোনও ঘটনার জেরে কেন সেখানকার সংখ্যালঘু মানুষকে দেশ ছাড়া হতে হবে, সেই প্রশ্ন তোলেন শাহরিয়ার কবীর। ২০০১ সালে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক গোলমালের জন্য সেখান থেকে তিন লক্ষ মানুষ পালিয়ে এপারে চলে আসতে বাধ্য হন। শাহরিয়ারের বক্তব্য অনুযায়ী, এর মধ্যে আড়াই লক্ষ মানুষ ফের বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু ৫০ হাজার মানুষ এখন রাষ্ট্রহীন অবস্থায় ভারতে রয়ে গিয়েছেন। এই মানুষদের সমস্যা মেটানোর জন্য তিনি ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। শাহরিয়ার চাইছেন, এই রাষ্ট্রহীন মানুষদের মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশে ফিরতে চান, তাঁদের জন্য তার ব্যবস্থা করা হোক। দেশে ফিরে তাঁরা যাতে নিজেদের সম্পত্তি ফিরে পান, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে, যাঁরা ভারতে থেকে যেতে চান, তাঁদের এখানকার নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার অবশ্য দাবি করেন, তাঁদের দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই।

পর্যটন পরিকাঠামো এখনও সেই তিমিরেই, অভিযোগ বিদেশিদের

রাজ্য সরকার চায়, আরও দেশি-বিদেশি ভ্রমণকারী পা রাখুক পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু তাঁদের যাত্রাপথ ও পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো যে-এখনও অনেকটাই দুর্বল তা ফুটে উঠল সিআইআই-এর শিল্প সম্মেলনেই।

বিদেশি পর্যটক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের কথায়, দার্জিলিং বা ঘরের কাছে শান্তিনিকেতন কিংবা সুন্দরবন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে যথেষ্টই যোগ্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পথটা বেশ ক্লান্তিকর। দূরের যাত্রায় নেই মাঝপথে বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থাও। সেই খামতি দূর করতে না-পারলে রাজ্য পর্যটন শিল্প প্রসারের পক্ষে তা অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।

রাজ্যে দেশি-বিদেশি পর্যটক টানতে গত চার ব ছর ধরে 'ডেস্টিনেশন ইস্ট' নামে একটি শিল্প সম্মেলন শুরু করেছে বণিকসভা সিআইআই। বৃহস্পতিবার থেকে টাউন হলে শুরু হয়েছে সেই সম্মেলন। যেখ ানে বিদেশি পর্যটন সংস্থাগুলি মুখোমুখি বসছে এ রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সঙ্গে। এ রাজ্যের পর্যটন সম্ভারের স্বাদ দিতে সেখানে আমন্ত্রিত বিদেশি সংস্থার প্রতিনিধিদের দার্জিলিং, শান্তিনিকেতন, সিকিম, সুন্দরবন ইত্যাদি সফর করাচ্ছে সিআইআই। কেউ কেউ আগামী দিনে যাবেন। আর যাঁরা ইতিমধ্যেই গিয়েছেন, সভার ফাঁকে তাঁদের অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া হলে ওই সব সমস্যার কথাও ফুটে ওঠে।

যেমন, তাইল্যান্ডের ফুকেত-এ পর্যটন ব্যবসায় যুক্ত আদপে ডাচ রবার্ট ডি গ্রাফ বাগডোগরা থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন গ্যাংটক। অভিযোগ করলেন, পর্যটকদের ওই রাস্তায় যেতে বললে ব্যবসা মার খ াবে। তাঁর যুক্তি, যাত্রা শুরুর পরে এক-দু'ঘণ্টার রাস্তা অন্তত অ্যাসফল্টের হোক। বাকিটা তেমন ভাল না-হলেও অনেকের হয়তো সমস্যা হবে না। কিন্তু পাঁচ ঘণ্টার পথের পুরোটাই তেমন হলে পর্যটকদের হাল কী হবে? জানালেন, তাঁদের আট জনের দলের তিনজন শারীরিক অসুস্থতার কারণেই আর গ্যাংটক থেকে পেলিং যেতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট মহলে তাই প্রশ্ন উঠছে, পর্যটক সংস্থার প্রতিনিধিরাই যদি এই হাল হয়, তা হলে তাঁরা ব্যবসা আনবেন কি করে?

সিঙ্গাপুরের সিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিনিধি সিয়ান লিম-এর এ বারই প্রথম এ রাজ্যে আসা। নতুন অভিজ্ঞতা। দার্জিলিং গিয়ে সেখানকার নৈসর্গিক প্রকৃতি, কলকাতার ঐতিহ্য দেখে তিনি খুশি। কিন্তু দার্জিলিং যাওয়ার পথে ক্লান্ত হলেও মাঝে বিশ্রাম নেওয়ার তেমন একটা ব্যবস্থা ছিল না। অথচ সিঙ্গাপুরে তাঁদের অভিজ্ঞতা, বেশ কিছু দূরত্ব অন্তর এমন ব্যবস্থা রয়েছে।

একই অভিজ্ঞতা শান্তিনিকেতনে যাওয়া বাংলাদেশের হাসান সৈয়দেরও। বললেন, তাঁর দেশে পথের ধারের তেল বা গ্যাসের পাম্পের শৌচালয় এর চেয়ে অনেকটাই ভালো। শৌচালয়ের অভাবের কথা বলেছেন, ইউক্রেন থেকে আসা ল্যারিসা বুরিয়াশোভস্কা-ও। কোথাও কোথাও পাইপে জল বা শৌচালয়ে পরিচ্ছন্নতার অভাবও চোখ এড়ায়নি রবার্টের।

রবার্ট-কে আরও অবাক করেছে, মেট্রো শহর কলকাতায় রবিবার ভোরে মেট্রো রেল না চলা। ভোরে রাজারহাটের হোটেল থেকে বেরিয়ে চেয়েছিলেন কলকাতা ঘুরে বেড়াবেন মেট্রো চড়ে। তাঁর মতে, ২৪ ঘণ্টাই মেট্রো চলা উচিত।

এর আগে অবশ্য রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সচিব অজিত বর্ধন রাজ্যের নানা উদ্যোগের কথা জানান বিদেশি প্রতিনিধিদের কাছে। যেমন নতুন নীতি প্রণয়ন, হোম-স্টে ব্যবস্থার প্রসার, আর্থিক সহায়তা প্রকল্প, বিলাস কর বিলোপ করার ভাবনা, পরিকাঠামো নির্মাণে জোর ইত্যাদি। তেমনই যাত্রাপথের দু'ধারে ১০০টি বিশ্রামাগার তৈরি করছে রাজ্যের পূর্ত দফতর। এমন ৩০টি কেন্দ্র শীঘ্রই পর্যটন দফতরকে হস্তান্তর করবে তারা।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street,
Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues,
Please Contact :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street, Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 2418A 2ND STREET, FORT LEE, NJ 07024 and additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to
Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

পাকা ব্যবসায়ীর মতো কূটনীতি সামলাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

ওবামা ভারত ছাড়ার পরই সুষমার চীন সফরের ঘোষণা মোদি সরকারের

অতনু ভট্টাচার্য ● নয়াদিল্লি

গতকালই একজন কমিউনিস্ট নেতা একান্ত আলাপচারিতায় বলছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হলেন 'পাক্কা গুজরাতি'। ব্যবসা তাঁর রক্তে রয়েছে; সেটাই গুজরাতিদের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই আমরা যারা আজ প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতকে আমেরিকার কাছে বিকিয়ে দিলেন বলে সোচ্চার হচ্ছি, তার অতি সরলীকরণের দোষে কালকেই ঠকে যেতে পারি। সহজাত ব্যবসায়ী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি একইসঙ্গে চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা-বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির চার শক্তিধর রাষ্ট্রকেই নানাভাবে ব্যবহার করার কৌশল নিতে পারেন। তখন কিন্তু আমাদের বাম দলগুলোর এই 'আমেরিকার কাছে ভারতকে বেচে দেওয়ার' চিরাচরিত একঘেয়ে প্রচারের ধার ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। আমরা সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী মোদিকে 'আন্ডারএস্টিমেট' করেছি, ঘাটো করে দেখছি।

যদি নরেন্দ্র মোদির গত কয়েক মাসের কূটনৈতিক উদ্যোগের দিকে তাকানো যায়, তাহলে ওই কমিউনিস্ট নেতার কথাগুলো খুব একটা ফেলনা নয় বলেই মনে হতে পারে। গত আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে চলতি জানুয়ারি মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধারে চীন, জাপান, রাশিয়া এবং আমেরিকার শীর্ষ রাষ্ট্রনেতৃত্বের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠক করেছেন। একবার নয়, একাধিক বার। এ ব্যাপারে তিনি পুঁজিবাদী আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তি জাপান, কিংবা কমিউনিস্ট চীন এবং আমেরিকার ঘোর বিরোধী রাশিয়ার মধ্যে কোনও ভেদাভেদ বা বাছবিচার করেননি। প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রথম যান চীনের 'শত্রু' জাপানে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে'র সঙ্গে বৈঠক করতে। তারপরে মোদির আমন্ত্রণে চীনের প্রেসিডেন্ট তথা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিং ভারতে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য গুজরাত থেকেই ভারত সফর শুরু করেন। এরপরে মোদির সঙ্গে বৈঠক করতে মস্কো থেকে এখানে আসেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পয়লা নম্বর চক্ষুশূল বলেই পরিচিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই উচ্চগ্রামের কূটনৈতিক স্টাইলের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এখানে বিদেশ মন্ত্রকের এক ঘোষণায় ওই কমিউনিস্ট নেতার কথাগুলো হুবহু মিলে যেতে বসেছে বলেই মনে হচ্ছে। তা হল, মোদি সরকারের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের আসন্ন চীন সফরের সরকারি ঘোষণা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারত ছেড়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ কাটার আগেই বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ কমিউনিস্ট চীন সফরে যাচ্ছেন। আগামী রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনের এই সফরে সুষমা স্বরাজ বেজিংয়ে কমিউনিস্ট চীনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই'র সঙ্গে তো বৈঠক করবেনই। একইসঙ্গে সুষমা স্বরাজ এই মুহূর্তে বিশ্ব রাজনীতির বারাক ওবামার আমেরিকার পয়লা নম্বর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গেও চীনের রাজধানী বেজিংয়ের মাটিতেই পৃথকভাবে বৈঠক করবেন। তাছাড়া, সুষমা স্বরাজের এই চীন সফরকালে বেজিংয়ে ভারত, চীন ও রাশিয়ার তিন বিদেশমন্ত্রী একযোগে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও বসবেন। যা হবে তিন দেশের বিদেশমন্ত্রীর তেরো নম্বর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক। চলতি বছরটাকে চীনাদের 'ভারত সফরের বছর বা ভিজিট ইন্ডিয়া ইয়ার' উৎসবের উদ্বোধনেও সুষমা স্বরাজ অংশ নেবেন।

বস্তুত, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গতকাল, মঙ্গলবার ভারত ছেড়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নরেন্দ্র মোদি সরকার আজ এখানে

১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন দিনের এই সফরে সুষমা স্বরাজ বেজিংয়ে কমিউনিস্ট চীনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই'র সঙ্গে তো বৈঠক করবেন

এক বিবৃতি দিয়ে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের এই চীন সফরের বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। যদিও আজ এখানে বিদেশ মন্ত্রকের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই'র আমন্ত্রণে সুষমা স্বরাজ এই তিন দিনের বেজিং সফরে যাচ্ছেন। কিন্তু ইদানিং কালে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির একাধিক ঘটনার নিরিখে ওবামার ভারত সফর শেষ হতে না হতেই সুষমা স্বরাজের এই আসন্ন চীন সফর এবং সেখানে চীন ও রাশিয়ার দুই বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাদা আলাদাভাবে ও যৌথ বৈঠকের কর্মসূচিকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তার একাধিক কারণও রয়েছে।

প্রথমত, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চলতি দ্বিতীয় দফার রাজত্বে আমেরিকা তার বিদেশ নীতি ও সামরিক কৌশলের ভরকেন্দ্র হিসেবে এশিয়া, বিশেষত পূর্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে ঘোষণা করেছে। তারই ফল হিসেবে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রশান মহাসাগরীয় এলাকায় কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে আমেরিকা মিত্র শক্তি ফিলিপিন্স ও জাপানের সামরিক রেষারেষি এবং উত্তেজনা প্রবলভাবে বেড়ে গিয়েছে। পূর্ব চীন সমুদ্রে জাপান এবং দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ফিলিপিন্স, ভিয়েতনামের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ্বে তো জড়িয়েই পড়েছেই। এমনকি পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই আঞ্চলিক রেষারেষির রাজনীতিতে চীনের বিরুদ্ধে ভারতকেও জড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। অভিযোগ উঠছে যে আমেরিকা তার পূর্ব এশিয়া-কেন্দ্রিক নতুন সামরিক কৌশলগত নীতিতে কমিউনিস্ট চীনকে রোখার খেলায় ভারতকে অংশীদার করতে চাইছে। তারই নিরিখে ওবামার এই ভারত সফরকে অনেকেই বিচার করছেন। সুতরাং সেদিক থেকে ওবামার ভারত সফরের এক সপ্তাহ কাটার আগেই মোদির বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের চীন সফর অবশ্যই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক লেনদেন থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো নানাবিধ ইস্যুতে তথাকথিত কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে পুঁজিবাদী আমেরিকার স্বার্থের বহু মিল থাকলেও, দুনিয়ার এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ার বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে বিস্তর টক্করও চলছে। সেদিক থেকেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার ভারত সফরের অব্যবহিত পরেই বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের চীন সফরের কূটনৈতিক গুরুত্বকে খানিকটা আঁচ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, গত রবি ও সোমবার প্রেসিডেন্ট ওবামার ভারত সফর চলাকালীনই পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল রাহিল শরিফ চীন সফরে যান এবং ভারত আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে পাকিস্তানে নাশকতা ছড়াচ্ছে বলেও চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছে নালিশ জানান। তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ওবামার সফর নিয়ে ভারতকে খানিকটা কটাক্ষ শোনায়। পাশাপাশি বেজিংয়ে পাক সেনাপ্রধানকে লাল কার্পেট বিছিয়ে স্বাগত জানিয়ে চীনের কমিউনিস্ট শাসকরা গত পরশু, সোমবার ভারতকে বিশেষ বার্তা দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের 'সুখদুঃখের বন্ধুত্ব' (অল ওয়েদার ফ্রেন্ডশিপ) আরও প্রগাঢ় হবে। এরই ৫-৬ দিনের ব্যবধানে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের আগামী রবিবার থেকে চীন সফরের দিকে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল নিশ্চিতভাবেই নজর রাখবে।

চতুর্থত, সাবেক সোভিয়েতের গণরাজ্য ইউক্রেন নিয়ে আমেরিকা সহ পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাত গত এক বছরে তুঙ্গে উঠেছে। ক্রিমিয়াকে তো গত বছর ইউক্রেন থেকে ভাঙিয়েই নিয়েছে রাশিয়া। যাকে অনেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে 'নতুন ঠান্ডা যুদ্ধ'র সূচনা বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওবামা ক্রমাগতই ইউক্রেনের ইস্যুতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে চোখ রাঙাচ্ছেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী বিশ্ব অর্থনৈতিক নিষেধজ্ঞাও জারি করেছে। কিন্তু তাতে না দমে গিয়ে পুতিন সাহেবও পালটা চোখ রাঙাচ্ছেন আমেরিকাকে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা চাইছে ভারত তার পুরনো বন্ধু রাশিয়াকে নানাভাবে চাপ দিক, যাতে মস্কো ইউক্রেন থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি এখনও তাতে কান দেন নি বলেই মনে হয়। বরং সম্প্রতি মাস দুয়েক আগে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনও ভারত সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠকে 'ব্রজভা-দোস্তি' যৌথ বিবৃতি দিয়ে গিয়েছেন। তাই সামনের রবিবার থেকে মোদির বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের চীন সফরে গিয়ে বেজিংয়ের মাটিতে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে আলাদাভাবে মুখোমুখি বৈঠকে বসাটাও দুনিয়ার দরবারে যথাস্থানে যথোচিত কূটনৈতিক সংকেত দেবে বলেই ধরা যেতে পারে।

বছর ঘুরতেই বেলাইন প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার

সুগত বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়ের কাজ সময়ে শেষের লক্ষ্যে এক বছর আগে ঘটা করে প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বছর পর সেই ক্যালেন্ডারই আর সময়ে প্রকাশিত হল না!

২০১৫-র জানুয়ারি শেষ হতে বাকি আর মোটে কয়েকটা দিন কিন্তু আটটি দপ্তরের অসহযোগিতায় এখনও আলো দেখেনি রাজ্য সরকারের বহু চর্চিত সেই প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার। এই আট দপ্তরের মধ্যে তিনটির দায়িত্বে আবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীই! ফলে কর্পোরেট সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্রশাসনের গতি ও স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার গত বছরই যে ব্যবস্থা চালু করেছিল, বছর ঘুরতেই তা হোঁচট খাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী গত ১৪ জানুয়ারি নবান্নে এক অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করবেন বলে আগাম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ক্যালেন্ডার তৈরির কাজই শেষ হয়নি। এ নিয়ে আধিকারিকদের কাছে বিরক্তিও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন কর্মীবর্ষ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের অজুহাতে এমনকি শিল্প দপ্তর পর্যন্ত কোনও তথ্য দেয়নি। ক্যালেন্ডারের কাজও থমকে গিয়েছে। এর পর আর কথা বাড়াননি মুখ্যমন্ত্রী।

গত বার অবশ্য বছরের শুরুতেই, ২ জানুয়ারি ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছিল রাজ্য সরকার। এ বার নানা কারণে ক্যালেন্ডার তৈরির কাজ শুরুতেই বিস্তর দেরি হয়। সারদা-কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত নিয়ে বেকায়দায় রয়েছে শাসকদল। প্রশাসনেও তার প্রভাব পড়েছে। এ ছাড়াও একাধিক দপ্তর গত বছর ক্যালন্ডার মেনে অনেক কাজই করে উঠতে পারেনি। এ বার বিশেষত সেই সব দপ্তরের মধ্যে এ কাজে বেশ কিছুটা গড়িমসি ফাঁক করা যায়। ক্যালেন্ডারের প্রচ্ছদ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পেতেও অনেকটা সময় চলে যায়। বছরের প্রথম দিকে তিনি জঙ্গলমহল সফর ও বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

কর্মীবর্ষ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, প্রত্যেক দপ্তরেরই এই ক্যালেন্ডার তৈরির কর্মযজ্ঞ জানা আছে। তাই বিশেষ দেরি হবে না বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্র রাজ্যের ৬৫টি দপ্তরের সচিবদের জানিয়েও দিয়েছিলেন, যে কাজটুকু সময় মতো করতে পারা যাবে, সে-টুকুই যেন উল্লেখ করা হয়। তারিফ নেওয়ার জন্য লেজার প্রকল্পের কথা বলে শেষে সময় মতো কাজ করতে না পারার কোনও অজুহাত চলবে না। মুখ্যসচিবের এই বার্তায় অতি-সতর্ক হয়ে পড়ে বহু দপ্তর। তার ফলেও বিলম্ব হয়েছে।

আবার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর গ্লোবাল বিজনেস সামিট বা বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের দোহাই দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রবল আস্থাভাজন অমিত মিত্রের হাতে থাকা এই দপ্তরের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্যালেন্ডার তৈরির কাজে হাত দেওয়া যাবে না।

এ ছাড়া বিদ্যুৎ, তথ্য ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সংখ্যালঘু কল্যাণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা, আদিবাসী কল্যাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিও ক্যালেন্ডারের জন্য নির্দিষ্ট তথ্য সময় মতো জমা দেয়নি। তথ্য ও সংস্কৃতি, সংস্থা, সংখ্যালঘু কল্যাণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মাথায় রয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীই! অনেক দপ্তর আবার এক দফা তথ্য পাঠিয়ে বার বার সংশোধনের জন্য নানা তথ্য পাঠাতে থাকে। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর সবে মঙ্গলবার তাদের খসড়া পাঠিয়েছে।

কর্মীবর্ষ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের সচিব মনোজ আগরওয়ালের অবশ্য আশ্বাস, 'ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ক্যালেন্ডার বেরিয়ে যাবে। সরস্বতী প্রেসকে চূড়ান্ত প্রিন্ট অর্ডারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওবামার মন্তব্যের জবাব 'ঐতিহ্য'

ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিয়ে ভারতকে বিঁধেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। শুক্রবার সেই অভিযোগের জবাব দিতেই মাঠে নামলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। কেন্দ্রের দাবি, কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভারতের সহিষ্ণুতার ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে না। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের দাবি, ভারত বরাবরই বিবিধ ধর্ম ও বিবিধ সংস্কৃতির দেশ। সেখানে মুসলিম, ইহুদিরা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন পার্সি ও খ্রিস্টানরাও।

সব দেশে ধর্মীয় সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে বৃহস্পতিবার ওবামা বলেছিলেন, গত কয়েক বছরে ভারত ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে অসহনশীলতার সাক্ষী থেকেছে, তা দেখে লে মহাত্মা গান্ধীও ব্যথিত হতেন। তিন দিনের ভারত সফর শেষে দেশে ফেরার আগে ওবামা যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেখানেও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'ধর্মীয় বিশ্বাসের নিরিখে যত দিন ভারত ভাগ না হচ্ছে, তত দিনই এই দেশ সফল হবে।'

তার জবাব দিতে গিয়ে এ দিন জেটলি বলেন, 'সব সমাজকেই সহনশীল হতে হবে, এই সত্যটা আমাদের সকলকেই মেনে নিতে হবে। সহনশীল হওয়া ভালো। সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে ভারতের বৃহৎ সাংস্কৃতিক ইতিহাস রয়েছে। কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেই ইতিহাসকে বদলে দিতে পারে না।' অন্য দিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ধর্মীয় সহিষ্ণুতার শিকড় আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে। ভারতই বিশ্বের এক মাত্র দেশ, যেখানে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সব গোষ্ঠী যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন পার্সি ও ইহুদিরাও। ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব, এখানে ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতির ভিত্তিতে কখনও ভেদাভেদ করা হয়নি।'

ওবামার বক্তব্য হাতিয়ার করেছেন বিরোধীরাও। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কটাক্ষ, 'মোদিই এর জবাব দেবেন, ওঁরা তো খুব ভালো বন্ধু।' ওবামার এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিশ্ব হিন্দু পরিষদও। এই পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সচিব সুরেন্দ্র জৈনের তোপ, 'ভারতে ধর্মের কথা প্রচারের আগে ওবামার উচিত নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখা। যদি ধর্মের কথা প্রচার করতেই হয়, তবে সেই খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে সে কথা প্রচার করুন, যাঁরা ধর্মান্তকরণ করাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ঐসের একটি শাখা দেশ বিরোধী কার্যকলাপেও যুক্ত।' পরিষদের অভিযোগ, ওবামা নিজে কালো চামড়ার মানুষ হয়েও তাঁর দেশে কালো চামড়ার মানুষের উপর যে ধরনের নৃশংসতা চলতে থাকে, তা বন্ধ করতে পারেননি। সুরেন্দ্র জৈনের কথায়, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনও সন্ত বা বিশপের কাছে শপথ নেনি, যেমনটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে থাকে। এখানে সব ধর্মের জন্য একই নীতি।

সৌজন্যে—এই সময়

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে তৈরী হবে নীতি

পরিকল্পনা নয়। নীতি তৈরি করবে 'নীতি আয়োগ'। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের কথা ভেবে তৈরি সেই নীতি মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক উন্নয়নের প্রকল্প তৈরি করবে। যোজনা কমিশনের বদলে নতুন তৈরি প্রতিষ্ঠান নীতি আয়োগের প্রথম বৈঠকে আজ নরেন্দ্র মোদী এই বার্তাই দিয়েছেন।

যার ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী সরকার কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তুলে দেওয়ার পথে হাঁটছে। যোজনা কমিশনের প্রধান কাজই ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে পাঁচ বছরের জন্য উন্নয়নের লক্ষ্য ও দিশা দেখানো। যোজনা কমিশনের দলে নীতি আয়োগ সেই কাজ করবে না কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তুলে দেওয়া হবে, সেই প্রশ্নের অবশ্য উত্তর মেলেনি। কারণ নীতি আয়োগের দায়িত্ব বা কাজ কী হবে, তাঁর অর্থ বণ্টনের ক্ষমতা থাকবে কি না, নীতি আয়োগের জন্য পৃথক আইন হবে কি না, সে বিষয়ে কোনও নির্দেশিকা এখনও জারি হয়নি।

বৈঠকে জেটলি, মোদী, পনাগড়িয়া

সরকারি সূত্রের খবর, রবিবার নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে নীতি আয়োগের পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক। প্রধানমন্ত্রীই ওই পর্ষদের প্রধান এবং নীতি আয়োগের অধ্যক্ষ। সেই বৈঠকেই নীতি আয়োগের দায়িত্ব ও কাজকর্মের নীতিনিয়মের খসড়া পেশ করা হবে। যে বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত চাওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে তাঁরা যেন লিখিত বক্তব্য পেশ না করে নিজের মুখেই মতামত জানান। মোদী আজকের বৈঠকেও জানিয়েছেন, নীতি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে। যা কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি একসঙ্গে মিলে উন্নয়নের নীতি তৈরি করবে। কিন্তু একইসঙ্গে উন্নয়নশীল রাজ্যগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাও চান তিনি।

আজকের বৈঠকে নীতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ পানাগাড়িয়া, অন্য দুই সদস্য বিবেক দেবরায় ও ভি কে সারস্বত ছাড়াও অর্থনীতিবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বৈঠক থেকে বেরিয়ে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানান, আগামী বাজেটের জন্য অর্থনীতিবিদদের মতামত চাওয়া হয়েছিল। কীভাবে বৃদ্ধির হার বাড়ানো যায় এবং আরও লগ্নি আসে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। অর্থনীতিকে আরও উঁচু বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতেই পরামর্শ দেন অর্থনীতিবিদরা।"

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

সৌদি ভাবধারায় প্রশিক্ষণ দিত লাদেন

গ্রামের লোকেদের সে বলত 'সবার সেরা আরব দেশ।' জেহাদি প্রশিক্ষণেও সেই সৌদি আরবের সময় ও প্রথাই মেনে চলত 'লাদেন' ওরফে মোফাজ্জুল আলম। শুক্রবার কলকাতায় ব্যাঙ্কশাল কোর্টের নগর দায়রা আদালতে এমন দাবিই করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। লাদেন সৌদি আরবের ইসলামিক রীতিনীতি কঠোর ভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী ছিল বলেই মুর্শিদাবাদের মাকিমনগর মাদ্রাসায় সেখানকার যাবতীয় রেওয়াজ মানার উপর জোর দিত সে। এনআইএ সূত্রের দাবি, যে অল্পবয়সি পড়ুয়াদের মধ্যে জেহাদি ভাবধারা প্রচার করা হত, তাদের সৌদির রীতিনীতি মেনে চলার উপর জোর দিতে লাদেন।

গত মঙ্গলবার লালগোলার মকিমনগর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত লাদেনকে। লালবাগের এসিজেএম আদালতের নির্দেশে এ দিন ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে তোলা হয় নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক মহম্মদ মুমতাজ খানের এজলাসে। ধৃতকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এনআইএ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। খাগড়াগড় কাণ্ডে ধৃত বাকি জেলবন্দি অভিযুক্তদের ফের জেলে গিয়ে জেরা করার অনুমতি চেয়েও এ দিন এনআইএ-র তরফে আবেদন করা হয়েছিল। এই মুহূর্তে আলিপুর, দমদম, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে খাগড়াগড় কাণ্ডের ধৃতরা রয়েছে। কোন অভিযুক্তকে কবে, কোথায় জেরা করতে চায়, তা জানিয়ে এনআইএ-কে নির্দিষ্ট ভাবে জানানোর নির্দেশ দেয় আদালত।

এনআইএ তদন্তে এ পর্যন্ত লাদেন সম্পর্কে আরও কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, মাকিমনগর মাদ্রাসায় আগে কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করত মোফাজ্জুল। পরে সে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পেয়ে যায়। গত কয়েক বছরে সে-ই ছিল ওই মাদ্রাসার সর্বেসর্বা। এর আগে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে কাজের নামে কিশোর-কিশোরীদের পাচার ও জালনোটের কারবারের সঙ্গেও তার যোগ ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। তবে বাংলাদেশে জামাত উল মুজাহিদিনের শিবিরে ওই কিশোর-কিশোরীদের জেহাদি প্রশিক্ষণের জন্যই পাঠানো হত কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন তদন্তকারীরা। এমনকি, মাদক পাচারের সঙ্গেও লাদেনের যোগ থাকতে পারে বলে অনুমান এনআইএ-র। এর আগে খাগড়াগড় থেকে ধৃত আলিমা বিবি, রাজেরা বিবি, আবুল হাকিমদের জেরা করেই লাদেন ও মাকিমনগরের মাদ্রাসা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য হাতে আসে তদন্তকারীদের। গত বছর ২ অক্টোবর খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর কওসর, আবুল হাকিম, রেজাউলদের সঙ্গে লাদেনের যোগাযোগ হয়েছিল বলেও ধৃতদের জেরা করে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন।

এনআইএ সূত্রের খবর, কওসর-রেজাউলদের সঙ্গে কথা বলে লালগোলার মকিমনগর থেকে গা ঢাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় লাদেন। সেই সময় ট্রাক্টরে চাপিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক সে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে জেনেছেন গোয়েন্দারা। সেই বিস্ফোরক কোথায় সরানো হয়েছে, তা-ই এখন ধৃতকে জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে। মকিমনগর থেকে পালিয়ে সে প্রথমে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ও পরে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়, সাহেবগঞ্জে বেশ কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দেয়। সব ধামাচাপা পড়ে গেলে ফের সে মাদ্রাসা চালু করবে, এমনই পরিকল্পনা ছিল লাদেনের। তার আগেই অবশ্য গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে যায় সে।

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN
SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA
(WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact : **JAYANTA GUHA**
at **jkguha@yahoo.com** or call at **(818)-610-8926.**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন।
পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা ঃ
email : dcha42@aol.com or
Dilip Chakrabarti - 2418A, 2nd Street,
Fort Lee, NJ-07024
অনিবাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

ক্ষিতি, মরুৎ, তেজ: তিন তারে বাঁধা সফর

ভাস্কর চক্রবর্তী

নরেন্দ্র মোদীর রাজধানীতে বারাক ওবামার সফরে দেখা গেল এক অসাধারণ কোরিয়োগ্রাফি! কূটনীতির কোরিওয়োগ্রাফিকে লঘু করে দেখা যাবে না। এর জোরেই তো সাম্প্রতিক মনান্তর থেকে বেরিয়ে আসা গেল।

প্রজাতন্ত্র দিবসের বৃষ্টিবাওয়াজে রাষ্ট্রীয় অতিথির আসনে তিনিই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট আসনে থাকাকালীন দুই-দুই বার ভারত সফর করলেন, এমন একমাত্র প্রেসিডেন্টও তিনিই। সেই বারাক ওবামার মুখে শোনা গেল বিরাট স্বস্তির শ্বাস : 'আমাকে যে এ বার নাচতে হল না, এ জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ।'

ঘন ঘন উষ্ণ আলিঙ্গন, ক্ষণে ক্ষণে নিজের হিন্দি জ্ঞানের গোপন ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়া : এক অসাধারণ সফরের অসাধারণ কোরিয়োগ্রাফিটা কি তা হলে ওবামা ঠিক দেখতে পেলেন না? প্রতিটি পদক্ষেপ, তার প্রতি ছন্দ যে একেবারে নিখুঁত ভাবে মাপা! প্রেসিডেন্টের কাপে চা ঢেলে দিচ্ছেন চায়েওয়ালার সন্তান। হায়দরাবাদ হাউস ঘিরে দু'জনের মৃদুমন্দ পায়রারি মুহূর্তে বিশ্বে সম্প্রচার। সর্ষে মাছ, গুশতবা, আচারি পনির : জিভে-জল-আনা মেনু। সম্প্রতি কালে সিক্রেট সার্ভিসের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথাটি ঘটিয়ে খোলা রাজপথে দু'ঘণ্টা মার্কিন প্রেসিডেন্টের বসে থাকা। প্যারেড চলাকালীন বৃষ্টিকরা আকাশে রুশ এমআই-৩৫ হেলিকপ্টার আর বৃষ্টিভেজা মাটিতে রুশ টি-৯০ ট্যাঙ্কের দাপট প্রদর্শন। আর সেই প্রদর্শনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই মার্কিন পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতির প্রবাহ, যার অর্থ, ভবিষ্যতে এই প্যারেডে দেখা যাবে মার্কিন ছাপের সাঁজোয়া গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র!

মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যকাল শেষের মুখে, তিনি এখন, যাকে বলে, 'লেম-ডাক'। ওয়াশিংটন ডিসি-তে তাঁর বন্ধু এখন হাতে-গোনা। অন্য দেশের রাজধানীতে বন্ধুর সংখ্যা তো আরও অনেক কম। কিন্তু, তবুও, দিল্লিতে এসে তিনি এক যথার্থ নৃত্যসঙ্গী খুঁজে পেলেন—'ন্যারি' ও 'ন্যারি'-র পরিবেশনা প্রথম থেকে শেষ সুঠাম ছন্দে-বাঁধা। তাল কাটে না এক বারও।

তবে কূটনীতির নৃত্য পরিবেশনকে কিন্তু লঘু করে দেখা অনুচিত। খে বরগাড়ে-কে নিয়ে দুই দেশের যে মনান্তর সাম্প্রতিক অতীতে, এই দিয়েই তো তার থেকে বেরিয়ে আসা গেল। এই নৃত্য-পদক্ষেপের উপর ভর করেই ওবামার সাম্প্রতিক বিদেশনীতির মূল সূত্রগুলিও প্রকাশিত হল—চিন, রাশিয়া, পাকিস্তান, অথ ত্রিমূর্তি বিষয়ে। এই পথেই প্রতিষ্ঠিত হল যে, ভারতের সঙ্গে মিত্রতা আসলে ওবামার কূটনৈতিক হ্যাটট্রিক—এক দানে তিন শত্রু-দেশকে ঘায়েল করার অস্ত্র! শুধু এই জন্যই কিন্তু সফরের সমস্ত চা এবং 'চা-চা-চা' নৃত্যছন্দ সার্থক!

ওবামা নিশ্চয়ই জানেন, ভারতের যে কোনও প্রোডাকশনেই নাচ-গানের ভূমিকাটা কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি বড় বিষয়কে ঘিরে ঘুরে চলল এই জমাটি আসর। প্রথম বিষয়, ক্ষিতি। দ্বিতীয়, মরুৎ। তৃতীয়, তেজ।

'ক্ষিতি'র কথাই প্রথমে। সবাই জানে, পৃথিবী উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে প্রতিদিন। ২০১৪ নাকি মানুষের জাত ইতিহাস-কালের মধ্যে উষ্ণতম বছর। এই বছর শেষ দিকে প্যারিসে পরিবেশ-বৈঠক। ভারতের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে এমনিতেই গুরুতর। পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে ভারতের স্থান তৃতীয়। যে হারে তা বাড়ছে তাতে নাকি কিছু দিনের মধ্যেই চিন ও আমেরিকাকে টপকে সে হবে প্রথম, এবং হারাতে বসবে তার নিজেরই মাথার দুর্মুল্য মণি, অর্থাৎ, হিমালয়ের বরফ যাবে গলে। অন্য দিকে ভাসমান বস্তুকণা ('পার্টিকুলেট ম্যাটার') জনিত বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে পিএম ২.৫ নামক বস্তুকণাটির মাত্রায় দিল্লি এর মধ্যেই বিশ্বের প্রথম শহর। পটনা দ্রুত হতে চলেছে দ্বিতীয়। ডব্লিউএইচও বস্তুকণার সে সহনসীমা ধার্য করে দিয়েছে, দিল্লি ও পটনার বায়ুস্তরে বস্তুকণা তার থেকে অন্তত ছয় গুণ বেশি। পিএম ২.৫ দুনিয়ার যে ২০টি শহরে সর্বাধিক তার অর্ধেকই ভারতে। এই প্রেক্ষিতে, ওবামার সফরে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ারই কথা ছিল। মনে করানোর কথা ছিল যে প্যারিস বৈঠকের আগে ভারত সরকারকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর একটা বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা করতে হবে।

কিন্তু কী হল শেষে? চিনের সঙ্গে আমেরিকার যে ঐতিহাসিক পরিবেশ চুক্তি দেখা গিয়েছে, তার কাছাকাছিও যাওয়া গেল না। দিল্লির আলোচনায় শেষ পর্যন্ত যা হল, সেটা হল ভারতের 'ক্লিন এনার্জি' বা পরিবেশবান্ধব জ্বালানির প্রয়োজনে একটা বিবর্ণ, ম্যাড়মেড়ে সমর্থন। মার্কিন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক থেকে একশো কোটি ডলার যাবে সেই সব মার্কিন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, যারা ভারতে উন্নত মানের যন্ত্রপাতি পাঠাতে রাজি। ভারতে 'ক্লিন এনার্জি' তৈরিতে বেসরকারি পুঁজি আনাতে ঠিক কী কী করণীয়, তা বোঝার জন্য এই গ্রীষ্মকালে এক জন সিনিয়র অফিসারকে পাঠাবে ইউ এস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। প্রসঙ্গত, মার্কিন রফতানির প্রসারের জন্য সে দেশের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক এখন মোট ২৭৯০০ কোটি ডলার বরাদ্দ করতে পারে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, ওবামা যা দাবি করছেন, তার অনেকটা সত্যি। মন্ট্রিয়ল প্রোটোকল মানার ব্যাপারে, এবং হাইড্রো-ফ্লুয়োরোকার্বন আস্তে আস্তে কমানোর ব্যাপারে ভারতকে রাজি করানোর বিষয়ে একটু 'এগোনো' গিয়েছে তা বটেই। তবে কি না, এই 'এগোনো' শব্দটার মধ্যে এক ধরনের ব্যঙ্গ আছে—অর্থাৎ যা-ই ঘটুক না কেন, কোনও না কোনও ভাবে সেটাকে এই শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবেই। অবশ্য তার সঙ্গে কূটনীতির একটা অতি-পরিচিত দুমুখো পনাও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। পরিবেশবাদীরা নেচে ওঠার আগে নিশ্চয়ই মনে রাখছেন সেটা!

এ বার আসা যাক 'মরুৎ' প্রসঙ্গে। প্রেসিডেন্ট এক পাক নেচে নিয়েছেন এই নিয়েও। তাঁর সফরের ঠিক আগেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি গুরুতর ঘোষণা করেছিল। ভূপাল গ্যাস কেলেঙ্কারির ফলে যাঁরা পঙ্গু বা বিপর্যস্ত, তাঁদের প্রতি সুবিচারের প্রস্তাবটা তাই ওবামার মাধ্যমেই এল। প্রথমে ইউনিয়ন কার্বাইড, পরে ডাও কেমিক্যালস নামে যে মার্কিন কোম্পানি দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে দায়িত্ব অস্বীকার করে আসছে, দুর্ঘটনামুক্তির ব্যবস্থা ও বিপর্যয়ে আক্রান্ত মানুষের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করেই বেমালুম পার পেয়ে যাচ্ছে, 'তা এক্ষুনি বন্ধ হওয়া দরকার। ভারতীয় ও মার্কিন পক্ষ ভূপালের মানুষের ন্যায্য পাওনা বহু দিন ফাঁকি দিয়ে আসছে। ভারত সরকার যেন দ্রুত ঠিক পদক্ষেপ নেয়'; অ্যামনেস্টির বার্তাটি স্পষ্টই ছিল।

মোদি ও ওবামা যদি ভূপাল বিষয়ে আর কিছু আদানপ্রদান করে থাকেন, নিশ্চয়ই গোপনে সে সব হয়েছে। সামনে থেকে আর যা দেখা গেল, তাহল অতি গুরুতর, মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া একটা চুক্তি। এখানেও দেখা গেল 'নাচ'-এর বেশ জম্পেশ স্টাইল। দ্বিতীয় বিষয় 'মরুৎ' ও তৃতীয় বিষয় 'তেজ'-এর মধ্যে দূরত্ব রাখার প্রয়াসেই সরকার পড়ল এই স্টাইলটার।

সন্দেহ নেই, এই শেষ বিষয়টি নিয়ে আগামী কিছু কাল অনবরত চর্চা চলবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত বাঁধা পড়ল যে পরমাণু চুক্তির গাঁটছড়ায়, তাতে ভারতের 'নিউক্লিয়ার লায়াবিলিটি' বা পরমাণু দায়বদ্ধতা লাইনগুলি অপরিবর্তিত রইল, তবে নতুন বোঝাপড়া হল দুই দেশের সম্মিলিত বিমা নীতি নিয়ে, এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা নিয়মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে 'মেমোরান্ডম ল' তৈরির আশ্বাসও দিল ভারত।

দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূপাল এর পরও হয়তো ক্ষতস্থান হয়ে রইবে। জাপানিদের ফুকুশিমা দাইইচি পরমাণু শক্তিকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত তো আছেই। মার্কিন-কোম্পানির সিইও-দের কি তবে কোম্পানির উকিলরা ঠেলো ভারতে পাঠাবেন? ভারত কি তাতে একটুও আশ্বস্ত বোধ করবে? সিইও ও উকিলদের শুনতে বেশি ভাল না লাগলেও মার্কিন কোম্পানিগুলির কাছে কিন্তু ইতিমধ্যেই নির্দেশ গিয়েছে, নিজেদের ঝুঁকি মাপার কাজটা সাবধানে করার জন্য। লক্ষণীয়, এই 'ঝুঁকি' কিন্তু কেবল দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। আরও একটা ঝুঁকি আছে। কে জানে, ভারতের কাছে হয়তো পরমাণু শক্তি অর্থনৈতিক ভাবে অতটা লাভজনক দাঁড়াবে না। কয়লা থেকে তৈরি বিদ্যুৎ ভারতে যে দামে পাওয়া যায়, খুব কম দেশেই তা মেলে। পেট্রোলের দামও ঐতিহাসিক নিম্নরেখায় এখন। পরমাণু শক্তি চুক্তির আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত কতখানি নিটোল থাকবে, এখনই কে বলবে!

'শেষ পর্যন্ত কোম্পানিদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে, তারা এগোতে চায় কি না,' বললেন ওবামা। 'এইটুকু বলতে পারি, দুই দেশের সরকার অনেকটা পথ হেঁটে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।'

অনেকটা পথ, সন্দেহ নেই। সম্প্রতি এশিয়া সোসাইটির একটি পুরস্কার কমিটির বিচারক হতে হয়েছিল আমায়। তাতে ২০১৪ সালের সেরা হিসেবে পছন্দ করলাম 'দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম' নামে একটি বই। বইটি ভাল লাগার কারণ হল, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের তলানিতে পৌঁছনোর যুগটাকে বেশ অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়া গেল : হ্যাঁ, সেই নিক্সন-কিসিঞ্জারের যুগ। ওবামা-কেরি যে কত দূর, কত পথ হেঁটে এসেছেন, মনে পড়ে গেল আবার।

সুতরাং, ওবামা তাঁর ছোট্ট ঘটনাবহুল ভারত সফরে ভালই নৃত্য-পারঙ্গমতা দেখালেন। দুরূহ আলোচ্য সব বিষয় : তাই বিষয়গুলি ঘিরে নৃত্যের শৈলী, পদক্ষেপ, ভঙ্গিমা সবই তাঁকে ভাল করে শেখানো হয়েছিল। পরের স্টপ সৌদি আরবেও এই শিক্ষা কাজে লেগেছে নিশ্চয়। আর, ওয়াশিংটন ডিসি-তে যদি এখনও তাঁর কিছু বন্ধু তৈরির আশা থেকে থাকে, তবে সেখানেও এ শিক্ষা কাজে লাগানোর কথা তিনি ভেবে দেখবেন নিশ্চয়ই।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

কীভাবে তৃণমূল বিরাট মার্জিনে জয়ী, বিস্মিত ও হতাশ বিজেপি

সমৃদ্ধ দত্ত ● নয়াদিল্লি

সারদা মামলায় একের পর এক নেতা-মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার ও জেরা করা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তপ্ত ছিল। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা সুবাদে সেই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফায়দা তোলার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু চারদিক থেকে এতটা কোণঠাসা অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও এবং

কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভায় জয়ী সত্যজিত বিশ্বাস

বিজেপি'র টোপে মমতার দল ভাঙার উপক্রম হলেও তৃণমূলের নিজস্ব ভোটব্যাংক প্রায় অটুট থাকায় বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব পর্যন্ত চূড়ান্ত বিস্মিত। একইসঙ্গে তারা হতাশও বটে। আজ বনগাঁ আর কৃষ্ণগঞ্জের উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই বিজেপি নেতৃত্ব উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁরা এতকিছুর পরেও তৃণমূলের ভোটব্যাংকে ভাঙন ধরাতে পারেননি।

বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং হতাশার সুরেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আমাদের একটা আবেদন, এরপর আগামী ভোটগুলিতে সিপিএমকে আর ভোট দেবেন না। কারণ সিপিএমকে ভোট দেওয়ার অর্থ আসলে তৃণমূলকে ভোট দেওয়া। বস্তুত বিরোধী ভোট আড়াআড়ি বিভাজনের ফলেই যে তৃণমূল এরকমভাবে জয়ী হয়েছে, তা বিজেপি নেতার বক্তব্যে পরিষ্কার। যদিও কাগাঁয় কেন এত প্রচার এবং উচ্চ দাবি দাওয়া সত্ত্বেও বিজেপি তৃতীয় স্থানে গিয়ে দাঁড়াল, তা নিয়ে দলীয় নেতৃত্ব যথেষ্ট অস্বস্তিতে। দলের মুখপাত্র শাহনওয়াল হোসেন এবং সিদ্ধার্থনাথ সিং দু'জনেই আজ ভোটের ফলাফলকে হালকা করে দেখানোর চেষ্টায় বলেছেন, যে কোনও উপ-নির্বাচনে শাসক দলই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। কিন্তু আজ একটা বিষয় স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গে আপাতত আমরাই প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু হতাশা কমাতে বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য হচ্ছে, 'মানুষ সিপিএমকে পরিত্যাগ করছে। গেরুয়া দলের ভোট প্রাপ্তির হার বাড়ছে।'

একইসঙ্গে বনগাঁর ফলাফল দেখে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব আশঙ্কা করছেন সিপিএমের থেকে দলে দলে যেভাবে মানুষ তাদের দিকে চলে আসছিল, এবার সেই প্রবণতায়ও কিছুটা ভাটা পড়তে পারে। কারণ সিপিএম যে একেবারে ধুয়েমুছে গিয়েছে, তা বনগাঁর ফলাফল অন্তত বলছে না। বনগাঁ আর কৃষ্ণগঞ্জ দু'টিই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কেন্দ্র। তাই জনসংখ্যার ধর্মীয় চরিত্রগত বিচারে বিজেপি কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। বিশেষ করে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিজেপি যেভাবে সরব হয়েছিল, তা জেরে ভোটে সুফল পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সীমান্ত থেকে দূরের জেলাগুলিতে যখন ভোট হবে তখন এরকমই ভোটপ্রাপ্তির হার থাকবে কি না, তা নিয়ে এখন থেকেই উদ্বেগ শুরু হয়েছে গেরুয়া দলে।

দিল্লির বিজেপি সদর দপ্তর আশোক রোডে আজ দুপুর থেকে বিজেপি নেতৃত্ব বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে এভাবে সারদা, সিবিআই, এনআইএ, মোদি হাওয়া, তীব্র সরকার বিরোধী মুডের মধ্যেও কীভাবে তৃণমূল এই বিরাট মার্জিনে দু'টি কেন্দ্রই জয়ী হল! নিঃসন্দেহে তৃণমূলের এই সাফল্যের রসায়ন এখনও বিজেপি নেতৃত্বের বোধগম্য হচ্ছে না।

সৌজন্যে—বর্তমান

শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেন রজত মজুমদার

রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল রজত মজুমদার সোমবার শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। সারদা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাক্তন ডিজি'কে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে সিবিআই। বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে রজতবাবুর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্য মিত্র, শেখর বসু ও রাজদীপ মজুমদার জামিনের পক্ষে সওয়াল করেন।

অন্যদিকে সিবিআইয়ের আইনজীবী ছিলেন কে রাঘবন। তিনি সওয়ালে বলেন, সিবিআই প্রাথমিক চার্জশিট দিয়েছে। তদন্তকারী অফিসাররা প্রাক্তন আইপিএস'কে জেরা করে অনেক তথ্য পেয়েছেন। রজতবাবুর মতো প্রাক্তন আইপিএস'কে জামিন দিলে সারদা তদন্তের ক্ষতি হবে। কারণ তিনি বেশ ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি পুলিশ অফিসার ছিলেন। জামিনে ছাড়া পেলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তিনি ১৪ মাস সারদায় কাজ করেছেন। চার্জশিট দেওয়া হলেও রজতবাবুর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হবে। সুতরাং জামিন নেওয়া যায় না। রজতবাবুর আইনজীবী বলেন, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ আটক হওয়ার পর থেকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে হয় তাঁর মক্কেলকে। চার্জশিট ১৭ নভেম্বর দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাস তিনি জেলে বন্দি। তিনি সারদার একজন বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন। রজতবাবুকে জামিন দিলে তিনি তদন্তে সহযোগিতা করবেন।

ডিভিশন বেঞ্চ দুই পক্ষের সওয়াল শোনার পর জামিন মঞ্জুর করে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার রজত মজুমদারের। তবে তাঁকে জামিন দেওয়া হয় শর্তসাপেক্ষে। রজতবাবু কলকাতা ও বিধাননগর থানার অন্তর্ভুক্ত এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না। তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। সিবিআই যখনই ডেকে পাঠাবে, তখনই তাঁকে হাজির হতে হবে।

ব্যক্তিগত বন্ডে রজতবাবুকে জামিন দেওয়া হয়। তাছাড়া জামিনের পর বিধাননগর থানায় রজতবাবুকে সপ্তাহে ১ দিন হাজিরা দিতে হবে বলে জানায় আদালত।

আভ্যন্তরিক গৃহসজ্জা (Interior Decoration)-র সুরাহা
সুখবর
UTTAM INDECOR
Home Decoration & Furnishing
সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সাজিয়ে তুলুন আপনার স্বপ্নের নীড়, আমরা আছি আপনার সাথে
UTTAM DEY • KOLKATA, Contact : 9830754567
E-mail : uttam_indecor@yahoo.co.in • Website : www.uttamindecor.com
অনাবাসী ভারতীয় যারা তাদের কলকাতা বা সন্নিকটের বাসস্থানের জন্য (বিদেশে থেকেই) এই সুযোগ নিয়েছেন - তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।
WE OFFER FOLLOWING SERVICES
- Interior Planning & Designing
- Designing and Elevations
- Carpentry Solutions
- Wood Work Solutions
- Furniture Solutions
- Flooring Solutions
- Painting Solutions
- Plumbing Solutions
- False Celling Solutions
- Electrical Solutions
- Lighting Solutions
- Complete Bathroom
- Kitchen Solutions
- Soft Furnishing (including Curtain, Sofa, Bed etc.)

NABC 2015 announces the strongest lineup of artists in recent times. It is hot – Texas hot!

From a fabulous inaugural ceremony directed by the top Bengali director to fantastic medley of eminent and emerging artists to classical maestros, you are in for a tasty treat. Be there to enjoy a memorable experience in the elegance of a top hotel and convention center, amongst the warmth of Texan hospitality.

ARTISTS/ HOST

Shreya Ghosal (Bollywood)

Inaugural Music :Debojyoti Mishra – Director Tanushree Shankar & Troup – Choreograph

Classical/Puratani: Ustad Amjad Ali Khan and sons (Aaman and Ayaan),Ashwini Bhide Deshpande Debojyoti Bose (Sarod),Ronu Mazumdar(Flute),Tanmoy Bose(Tabla),Supriyo Dutta (Classical Vocal) Nibedita Basu(Puratani Gan)

Rabindra Sangeet/Nazrul Geeti: Aditi Mohsin(Rabindra Sangeet) , Sounak Chattopadhyay (Rabindra Sangeet), Saheb Chatterjee (Rabindra Sangeet)

Modern/ Folk/ Fusion: **Modern:** Kinjal Chattopdhyay, Keka Ghoshal, Parnava Banerjee, Saikat Maitra

Folk: Iman Chakraborty, Shwapnil Shojib

Dance : Luna Poddar(Kathak) , Devlina Kumar (Fusion)

Drama/Recitation/MC : Debesh, Debshankar and Drama Group , Biplab Ganguly (MC) Rini Biswas(MC)

NABC 2015 HOUSTON
JULY 10TH -12TH, 2015
AN EVENT YOU JUST CANNOT MISS
Classical Nights
Amjad Ali Khan & Sons
Saturday, July 11th, 2015
Super Shreya
Live in Concert
Sunday, July 12th, 2015
celebrate your heritage,
EMBRACE THE CHANGE
ASWINI
PARNAVA
TANUSHREE
ADITI
TANMOY
MANAMOY
DEBOJYOTI
RONU
IMAN
KINJAL
KEKA
FANTASTIC EVENT AT FABULOUS VENUE
NABC 2015: Houston, TX: July 10-12, 2015: www.nabc2015.org: info@nabc2015.org

বঞ্চিত শিশুদের সৃষ্টিসুখের উল্লাস

অভাবের তাড়নায় স্বাভাবিক হতে পারেনি তাদের শৈশব। তবু দারিদ্র্য নেই তাদের কল্পনায়। এই বই মেলায় বার করে ফেলেছে আস্ত একখানা পত্রিকা। দেখলেন সাগ্নিক রায়চৌধুরী

সন্দীপ কাজ করে একটি চায়ের দোকানে, বিশালের কর্মস্থল স্টেশনারি দোকান, সোনালি আবার কাজ করে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি শুধুমাত্র কতগুলি মানুষের নাম এবং তাদের কিছু সাধারণ পেশা বলেই মনে হয়। কিন্তু শুধুমাত্র তাই নয়। তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ৫ থেকে ১৫-এর মধ্যে। সবাই শিশু এরা এবং সবারই রোজকার লড়াই দারিদ্রের সাথে। অধিকাংশেরই বাস ঝুপড়িতে এবং ফুটপাথের বিভিন্ন কোণে। এই সন্দীপ, বিশাল, সোনালিরা স্কুলে যায়। মাস্টারমশাইদের কাছে পড়াশোনা শেখে। অনেককে অবশ্য পড়াশোনার সাথে সাথে সংসার চালানোর জন্য কাজও করতে হয়। কিন্তু এরা হার মানতে নারাজ। বড়ো হয়ে নিজের মতো করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায় সবাই। ক্লাশ ফোরের সন্দীপ যেমন চায় পুলিশ হতে। এদের প্রত্যেকেরই স্বপ্ন আছে অনেক, ইচ্ছাও আছে।

এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু শৈশব কি কেবলমাত্র স্কুলে যাওয়া দিয়ে তৈরি হয়? স্কুলের পড়াশোনার বাইরেও তো একটা বড়ো জগৎ থাকে। সেটা কল্পনার জগৎ। সেখানেই আসল আনন্দের ঠিকানা। এই ছোটো বয়সে এদের সবাইকেই না চাইতেই দেখতে হয়েছে জীবনের নানা কঠিন রূপ। মুখে মুখি হতে হয়েছে বিভিন্ন সমস্যার, অসুবিধার, ঔদাসীন্যের। কিন্তু তার পরেও এরা স্বপ্ন দেখতে ছাড়েনি। শৈশবের যে সহজাত সারল্য থাকে, সেগুলো এখনও হারায়নি তারা। প্রীতম দে পেশায় সাংবাদিক। কাজের সূত্রেই তাঁর আলাপ হয় বিভিন্ন পথশিশুদের সঙ্গে। আলাপ ক্রমশ পর্যবসিত হয় এক বন্ধুত্বে। এদের সাথে মিশে প্রীতম বুঝতে পারেন যে এদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে কিছু ক্ষমতা, বিশেষ কিছু গুণ। কেউ হয়তো খুব ভালো লেখে, কেউ বা ছবি আঁকে আবার কেউ বা কথা বলে অসম্ভব ভালো। এই গুণগুলি সবই আছে অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরে। এদে দরকার একটু অভিজ্ঞতা আর কিছুটা সাহায্য যা চিনতে সাহায্য করবে তাদের নিজেদের এবং নিজেদের ভেতর লুকিয়ে থাকা এই সমস্ত বিশেষ প্রতিভাকে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রীতম দে'র উদ্যোগে এই বাচ্চাগুলিকে নিয়ে শুরু হয় একটি ম্যাগাজিন, যার নাম 'জয় হো'। এই বইমেলায় উদ্বোধন হল এই ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যার। এটি আপাতত একটি দ্বিমাসিক ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনের সবক'টি লেখাই লিখেছে এই সমস্ত বাচ্চারা। তাদের নিজস্ব ভাবনায়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। যেমন ধরা যাক সন্ন্যাসীর কথা। এই শিশুটির বাবা তাকে খুব ছোটোবেলায় বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন। তার মা তার বাবাকে ছেড়ে চলে যান। সন্ন্যাসী আজকে এই ম্যাগাজিনের জন্য নিজের কলম ধরে। লিখে ফেলে তার নিজের গল্প। অথবা ধরা যাক অস্থিকার কথা। একটি অনাথ আশ্রমের তৃতীয় শ্রেণির এই ছাত্রীটি পেশোয়ারের স্কুলে বাচ্চাদের ওপর জঙ্গিহানার বিষয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে এখানে। সন্দীপ এবং সোনালি আবার সাক্ষাৎকার নিয়ে ফেলে দেব এবং কোয়েলের। প্রীতম জানান, 'এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দেবার চেষ্টা করছি, যার মধ্য দিয়ে তাদের একটু গাইড করা যাবে, যাতে তাদের প্রতিভার একটা বিকাশ ঘটার ব্যবস্থা হতে পারে।' এখানে থাকবে বিভিন্ন ধরনের লেখা। কোনওটা হবে এদের নিজের জীবন থেকে উঠে আসা কথা, কোনওটা আবার চারপাশে ঘটে যাওয়ার বিভিন্ন ঘটনার বিষয়ে তাদের মতামত। কখনও আবার সিনেমা রিভিউ। একটি বাচ্চা কোনও ছবি দেখে এসে লিখবে তার সমালোচনা। প্রীতম জানালেন এই গোটা ম্যাগাজিনটার সমস্তটাই করবে এই বাচ্চারা। পত্রিকার বিক্রি যা হবে তা থেকে এই শিশুদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হবে তাদের পড়াশোনা সংক্রান্ত কোনও জিনিসপত্র। আপাতত এ পত্রিকাটি প্রকাশের খরচ চালাতে হচ্ছে নিজের পকেট থেকেই। তবে প্রীতম আশাবাদী। এবং এই শিশুরাও প্রচণ্ড খুশি। রোজকার এই গতে বাঁধা জীবনের বাইরে তারা করার সুযোগ পাচ্ছে এমন কিছু যা তারা ভালোবাসে। যেখানে তাদের ভাবতে হয় না নিজের জীবনের নানান অসুবিধার কথা। নিজের ইচ্ছেমতো লিখে ফেলতে পারবে, এঁকে ফেলতে পারবে যা ইচ্ছে তাই। তাই তারা চায় এই ম্যাগাজিন যেন নিয়মিত ভাবে বেরোয়। আর নিয়মিত ভাবে তারা নিজেদেরকে নিজের মতো করে প্রকাশ করে যেতে পারে। এখানে বইমেলার কর্তৃপক্ষ স্বাগত জানিয়েছেন এই উদ্যোগকে। দেব এবং কোয়েলের মতো সেলিব্রেটিরাও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এই শিশুদের। আপাতত প্রীতম এবং এই প্রত্যেকটি শিশু তাকিয়ে আছেন সাধারণ মানুষের দিকে। তাদের মনে একটাই চিন্তা। মানুষ আসবেন তো? পড়বেন তো তাদের লেখা, দেখবেন তো তাদের আঁকা ছবি? এত ভালোবাসা দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে যে কাজটি করেছে এই ছোটোরা, তাতে যদি আমরাও একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, একটু বইটা নেড়েচেড়ে দেখি, পড়েও ফেলি, তাতে খুশিই হবে এরা। এমন করতে করতে এদের মধ্যে থেকেই হয়তো উঠে আসতে পারে ভবিষ্যতের কোনও ভালো শিল্পী অথবা সাহিত্যিক অথবা সাংবাদিক। কিন্তু তার জন্য এদের ভেতরের ক্ষমতাগুলির সামনে আসা উচিত। ভবিষ্যৎ যাই হোক, তাদের শৈশব যেন তাদের কাছে চিরটাকাল কিছু আনন্দের ঘটনা নিয়ে হয়ে থাকে স্মরণীয়। সেই চেষ্টাই করছে 'জয় হো'। আর সহ নাগরিক হিসেবে আমরা এই শিশুগুলির পাশে থাকতে পারি যে যেমন করে পারবে সে ভাবে। তাই করে যদি এই সমস্ত ছোটো বাচ্চাদের জীবনে যদি একটু আনন্দ নিয়ে আসা যায়, ক্ষতি কী?

সৌজন্যে—এই সময়

পাকড়াও মাইনে করা চার কর্পোরেট মোবাইল চোর

চোর। তা-ও আবার বেতনভোগী।

বিধাননগর আর হাওড়ার দুটি দল। একদল চুরির চাকরিতে বেতন পেত। অন্যদল বেতন বাঁচাতে চুরি করত। দু'দলের লক্ষ্য দামি মোবাইল। অভিনব এই চোরেরা গত দু'দিনে বিধাননগর এবং হাওড়া সিটি পুলিশের জালে পড়েছে। তাদের চুরির কৌশল জানতে পেরে চোখ কপালে উঠেছে পুলিশকর্তাদের।

এ যেন একেবারে ধোপদুরস্ত 'কর্পোরেট' অফিস! বস আছে। আছে জনা তিনেক কর্মীও। প্রত্যেকেই মাস মাইনে করা। বস তাদের 'মান্থলি' টার্গেট দেন। কর্মীদের কাজ হল, সেই টার্গেট অনুযায়ী মোবাইল চুরি করা। শনিবার বিধাননগর সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জালে পড়া চোরেদের 'বস' মুকেশ মাহাতো (২৬)-র ব্যবসাটা ছিল এরকমই।

ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা মুকেশের চুরির কাজে হাত পাকানো শুরু ১৪ বছরে। পরে বুঝতে পারে, চোরেদের ভাড়া করে কাজে লাগালে পসার বাড়বে। বিস্তার করা যাবে ব্যবসাও। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। আসানসোলের পরেশ মাহাতো (১৮), জলপাইগুড়ির শঙ্কর দাস (৩৬) আর মালদহের বাসিন্দা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কথা বলে সে। তার পর কর্পোরেট ধাঁচে প্রস্তাব দেয়, মাস গেলে মিলবে বেতন, সঙ্গে চুরির 'টার্গেট' পূরণ করতে পারলে উপরি। এমন লোভনীয় 'অফার' ছাড়ার ভুল করেননি এই তিন জন। লেগে পড়ে 'চুরির চাকরি'তে। মূলত শপিং মল, ভিড়ের এলাকাতেই 'অপারেট' করত তিন চোর। একটু এদিক ওদিক হলেই গায়েব করে দিত দামি মোবাইল। তার পর বাক্সবন্দি করে পাচার করে দেওয়া হত মোবাইলগুলি। ভিন রাজ্যে তো বটেই, এমনকি বিদেশেও।

ধারে-ভারে কিঞ্চুটি কম নয় হাওড়া মাসবাগানের রিলায়েন্স ডিজিটালের তিন সেলসম্যানও। কোম্পানির দেওয়া মোবাইল বিক্রির টার্গেট পূরণ করতে অন্য রকম পথ বেছেছিল বালির সুদীপ ঘোষ, শ্রীরামপুরের দেবাশীষ মহাপাত্র, শিবপুরের কুলদীপ সিংরা। অল্প দামে তারা মোবাইল বিক্রি করে দিত দিনের পর দিন। দামি মোবাইল বেশি সংখ্যায় বিক্রি হল বটে, কিন্তু মাসের শেষে ভাঁড়ারে ঘাটতি প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। এত টাকার ঘাটতি মেটাবে কী করে? ভাবতে ভাবতেই নতুন বুদ্ধি ফাঁদে। মুখে কালো কাপড় বেঁধে নিজেরাই দোকানে ঢুকে বেশ কিছু দামি মোবাইল চুরি করে। পরে সেগুলো বিক্রি করে দেয় বাইরে।

কী ভাবে জালে জড়াল এই চোরেরা? প্রথম দলের বিপদ ডেকে এনেছে মোবাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম। গত বছর ২১ অক্টোবর বিধাননগর শিল্পতালুক থানায় দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর মোবাইলের আইএমআই নম্বর ট্র্যাকিংয়ে বসানো হয়। জালে ধরা পড়ে জিয়াউর রহমান। জানা যায়, যাবতীয় চুরির 'মাস্টারমাইন্ড' তার 'বস' পরেশ মাহাতো। এর পরই জাল ফেলে শনিবার সন্তোষপুরের আস্তানায় তার ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় পরেশকে। উদ্ধার করা হয় ৬৬টি মোবাইল ফোনও। বিধাননগরের গোয়েন্দা প্রধান কঙ্করপ্রসাদ বারুই জানান, পরেশ মাহাতো-সহ চার চোরকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি সরস্বতীপুজো থেকে এ পর্যন্ত চুরি করা হয়েছিল। ফোনগুলি গ্রাহকদের কাছে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

হাওড়ার চোরেরা অবশ্য নিজেরাই নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়েছে। নিজেদের দোষ ঢাকতে আগেভাগেই গোলাবাড়ি থানায় স্টোর থেকে মোবাইল চুরি গিয়েছিল বলে অভিযোগ দায়ের করেছিল সুদীপ ঘোষ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার সময় তদন্তকারী অফিসারের খেয়াল করেন, মাত্র চার মিনিটের মধ্যেই চুরি সেরেছে মুখে কালো কাপড়বাঁধা চোরেরা। তাঁরা বুঝতে পারেন, পরিচিত চোর না হলে এটা কখনওই সম্ভব নয়। জেরা করেন সুদীপ ঘোষ-সহ বাকি সেলসম্যানদের। জেরার মুখে একটা সময় ভেঙে পড়ে তারা জানায়, এই প্রথম নয়, এর আগেও স্টোর থেকে মোবাইল সরিয়েছে তারা। ধৃতদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ১৩টি দামি মোবাইল। তাদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে হাওড়া আদালত।

সৌজন্যে—এই সময়

ওবামাকে 'লেকচার' না দেওয়ার পরামর্শ সুব্রহ্মণিয়ম স্বামীর

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা নিয়ে ওবামাকে 'লেকচার' দিতে বারণ করলেন সুব্রহ্মণিয়ম স্বামী। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কটাক্ষ করতে গিয়ে প্রবীণ এই বিজেপি নেতা বলেছেন, আমেরিকা কতটা ধর্মনিরপেক্ষ, সে দেশের প্রতিটি মানুষ কীভাবে ধর্মাচরণ করেন সেটা তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে। মঙ্গলবার ভারতসফরের শেষ দিনে দিল্লির সিরিফোর্ট অডিটোরিয়ামে হাজার দুয়েক শ্রোতার সামনে ভাষণ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বিষয় বৈচিত্র্যে পূর্ণ ছিল তাঁর ভাষণ। ব্যক্তিগত কথাও যেমন বলেছেন, করেছেন নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা। সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দিল্লির আতিথেয়তার। সিরিফোর্টে ভাষণ দিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "তাঁর দেশ বিশ্বাস করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তাঁর দেশ আমেরিকা বিশ্বাস করে ধর্মীয় স্বাধীনতায়। আমেরিকা মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের ধর্মাচরণের অধিকার থাকা প্রয়োজন। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস প্রত্যেকের আলাদা। দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজ নিজ ধর্মমত অনুসারে তাদের আচার-আচরণ পালন করতে পারে সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যেমন সরকারের, সমান দায়িত্ব বর্তায় দেশবাসীর ওপর। সেই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সংযোজন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এশিয়া তথা বিশ্বে ভারত একটি নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। সেই সঙ্গে ভারত বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পা মিলিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে উন্নতিও। কিন্তু এই সাফল্য ততদিন পর্যন্ত ভারত ধরে রাখতে পারবে যতদিন এ দেশে থাকবে পরমতসহিষ্ণুতা, পরধর্মশ্রদ্ধা, সহনশীলতা, সহানুভূতি।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন সুব্রহ্মণিয়ম। তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের চরকায় তেল দিক। আমেরিকায় বাস করে দু'কোটি হিন্দু। কয়েকবছর ধরে তাদের বাস। অথচ, আজ পর্যন্ত তারা সেখানে একটি মন্দিরও তৈরি করে উঠতে পারেনি।

দীপাবলি পালন করতে তাদের দেওয়া হয় না। ওবামার জমানাতেই সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার।'

এই প্রসঙ্গে দেশেও কিভাবে হিন্দুরা আজ অন্য ধর্মের লোকের হাতে নির্যাতিত হয়ে চলেছে সেটাও স্বামী জানিয়েছেন।'

সৌজন্যে—দৈনিক স্টেটসম্যান

কয়েক কোটি টাকা খরচ করে টেলি শিল্পী বরণে তৈরি রাজ্য

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

পানাগড়ে মাটি উৎসবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুধবার তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, "টাকা নেই, সব কেন্দ্র কেটে নিচ্ছে। তাই কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে পারছি না। ডিএ দিতে পারছি না।" আর সে দিন রাতেই দুর্গাপুরের অতিথিশালায় বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিলেন, ২০১৫ সালের টেলি সম্মান ধারে ও ভারে আগের রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ! বাংলা টেলি-সিরিয়ালের কলাকুশলীদের মধ্যে এ বার সরকারি সম্মানের প্রাপক কারা হবেন, রাত জেগে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তাঁদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলেন। গত বৃহস্পতিবার সেই তালিকা আসানসোল থেকে নবান্নে পৌঁছয়। ২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার এক অনুষ্ঠানে টেলি-সিরিয়ালের ১০৫ জন শিল্পীর হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের কর্তাদের একাংশ জনাচ্ছেন, গত তিন বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বহু পুরস্কার দিয়েছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই প্রাপকদের তালিকা এত দীর্ঘ হয়নি। সেই বিচারে টেলি সম্মান ২০১৫ নয়া রেকর্ড গড়তে চলেছে।

দফতর সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাত রকমের পুরস্কার চালু করেছেন। বঙ্গবিভূষণ, বঙ্গভূষণ, সঙ্গীত মহাসম্মান, সঙ্গীত সম্মান, মহানায়ক সম্মান, উত্তম সম্মান এবং টেলি সম্মান। গতবছরই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী টেলি-সিরিয়ালের শিল্পীদের সম্মান জানাতে টেলি সম্মান দেন। সে বার ৮৫ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি তালিকা দেখে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অনেকেই বিস্মিত। কারণ, ওই তালিকায় এমন অনেকের নামই রয়েছে, যাঁরা গত বছরও পুরস্কৃত হয়েছেন। ঠিক যেমন, গত তিন বছরে ছিজেন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রাশিদ খান, পূর্ণদাস বাউল, মাধবী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেন, দীপক অধিকারী (দেব), শ্রীকান্ত মোহতার মতো কিছু নাম বার বার ঘোরেছে বিভিন্ন পুরস্কারের তালিকায়।

এই অবস্থায় সরকারি কর্মীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, যে সরকার কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে না পারার জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করে, তারা কী করে উৎসব আর পুরস্কার দেওয়ার জন্য এত টাকা খরচ করে। সরকারের সমর্থক কিছু ব্যক্তির নাম সব তালিকাতেই ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের এক কর্তা জানান, এ বার ১০৫ জন প্রাপকের জন্য পুরস্কার-মূল্য ধরা হয়েছে কোটি টাকার উপরে। আর মুখ্যমন্ত্রীর অনুগামী তথা ছায়াসঙ্গী এক চলচ্চিত্র প্রযোজক নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য আরও কোটি খানেক টাকা নেবেন। সব মিলিয়ে ককে ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানের জন্য ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

তবে মেলা-খেলা-উৎসবের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারের এই খরচ নগণ্য বলেই মনে করছেন সরকারি কর্তাদের একাংশ। নবান্নের এক শীর্ষ আমলার কথায়, "ইমাম-মোয়াজ্জিমদের ভাতা বাবদ ১৮৪ কোটি, চলচ্চিত্র উৎসবে ৩০ কোটি, বেকার ভাতায় ১৮০ কোটি, বিল ডাউচার না দিয়ে আপৎকালীন খরচ বাবদ ২৮১ কোটি, জঙ্গলমহল-সুন্দরবন ফুটবল কাপের জন্য ৩০ কোটি এবং ৬০০০ ক্লাবকে যেখানে ১২০ কোটি টাকা বিলি করা হয়েছে, সেখানে টেলি পুরস্কারের জন্য ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তো কমই বলতে হবে!"

খরচের থেকেও সরকারি কর্তারা বেশি বিস্মিত পুরস্কার প্রাপকদের নির্বাচন করার পদ্ধতি নিয়ে। কেমন সেই পদ্ধতি?

তথ্য-সংস্কৃতি দফতর সূত্রের খবর, সরকারি কোনও পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করে প্রাপকদের বাছাই করার কথা। কিন্তু এ বারের তালিকায় থাকা সব নামই যে কমিটির বাছাই করা, এমন কথা হলফ করে বলতে পারছেন না দফতরের কর্তারাই। এক কর্তা জানান, প্রস্তাবিত একটি তালিকা গত বুধবারই দুর্গাপুরে পাঠানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সেই তালিকা দেখে কিছু নাম কেটেছেন, আর বেশ কিছু ঢুকিয়েছেন। ফলে তালিকায় ক'টি নাম কমিটির বাছাই করা, আর কতগুলি মুখ্যমন্ত্রী, তা নিয়ে তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের কর্তাদের একাংশের মধ্যে সংশয় রয়েছে। এক কর্তা জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বাংলা সিরিয়ালের নাড়িনক্ষত্র জানেন। প্রায় সব কলাকুশলীর খবর রাখেন। কোন শিল্পী কখন, কোন সিরিয়ালে কাজ করছেন, কোনটার সম্প্রচার কখন হয়—সবই তাঁর নখদর্পণে। সে সব মাথায় রেখে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন বিচারকরা। তার পরেও তাঁদের তৈরি তালিকা রাত জেগে কাঁটাছেঁড়া করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ চূড়ান্ত তালিকা কার্যত মমতারই তৈরি।

সেই তালিকা গত বৃহস্পতিবার আসানসোল থেকে কলকাতা পৌঁছয়। তার পরে কার্ড ছাপানো থেকে অনুষ্ঠানের জন্য কাজের তোড়জোড় শুরু হয়। এ বার টেলি সম্মানে মোট ২৪টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। সেরা অভিনেতা, অভিনেত্রী থেকে সেরা কেশবিন্যাস শিল্পী—সব স্তরেই পুরস্কার রয়েছে। আর যাঁদের কোনও বিভাগেই ফেলা যায়নি, অথচ মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কার দিতে চান, তাঁদের নাম রাখা হয়েছে বিশেষ পুরস্কার প্রাপকের তালিকায়। এ বার এই পুরস্কার পাবেন ২৬ জন। এ ছাড়া মনু মুখোপাধ্যায়, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে-সহ ছ'জনকে 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট' পুরস্কার দেওয়া হতে পারে।

পুরস্কার প্রাপকদের সংখ্যাটা ৮৫ থেকে এ বার এক লাফে ১০৫ হওয়াতেও বিস্মিত অনেকে। কিন্তু টেলিভিশন জগতের একটা অংশের ধারণা, টেলি-সিরিয়ালের কলাকুশলীদের নিজের পাশে রাখতেই এই পদক্ষেপ করেছেন মমতা। তিনি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তৃণমূলের নানা অনুষ্ঠান, মিছিল, সমাবেশে টেলিভিশন তারকাদের উপস্থিতি নিয়মিত ভাবে নজরে আসত। কিন্তু গত কয়েক মাসে সেই পরিস্থিতি কিছুটা হলেও পাল্টেছে। রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জনা বসু, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়-সহ বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট'-এর তালিকায় প্রথমে দেবরাজ রায়ের নাম ছিল। কিন্তু তিনি সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে সেই তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েছে।

তা ছাড়া, বিজেপির বিভিন্ন মিছিলে নিয়মিত দেখা যাচ্ছে টেলি দুনিয়ার আরও কিছু মুখ। বিজেপি দাবি করেছে, বিনোদন জগতের তারকাদের আরও বেশি করে তারা তাদের দলে আনতে চায়। এই অবস্থায় আরও বেশি পুরস্কার দিয়ে টেলি দুনিয়ার লোকজনদের মমতা নিজের পাশে রাখতে চাইছেন বলে মনে করছেন অনেকে।

তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের পাশাপাশি টেলি সম্মান অনুষ্ঠানের দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপরে। এ ছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আর এক প্রযোজকের উপরেও এই অনুষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব রয়েছে। পুরস্কার প্রাপকদের অধিকাংশই আবার এই প্রযোজনা সংস্থার সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত।

মোটা টাকার বিনিময়ে ওই সংস্থাকেই অনুষ্ঠান আয়োজনের ভার দেওয়া হয়েছে। বার বার ফোন করেও ইদানীং মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী ওই প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। আবাসন মন্ত্রীও থেকেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

ন্যাড়া ও ডেসিবেলতলা

আদিকাল থেকে মানুষ শব্দ করে মজা পায়। নইলে শিঙা, দুন্দুভি গসার পেল কেন? দুর্গাপুজোয় দমাস দমাস করে ঢাক পেটানো হয় কেন? আওয়াজ করা যদি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ধুমধাড়াক্কা না-ই হবে, রিপাবলিক ডে-তে রাশি রাশি লোক ড্রাম পেটাতে পেটাতে যায় কেন? প্রেমিকা অবধি প্রেমিকের কানের গোড়ায় জেরসে কু দিয়ে দেয়। আরে বাবা, মুনিঋষিরা বলেন, পৃথিবীতে একটা অনাহত নাদ একনাগাড়ে বেজে চলেছে, থামছে না, থামবেও না। সেটা আমরা শুনতে পাই না। আমাদের কান সেই অলৌকিক ফ্রিকোয়েন্সি ধরতে পারে না বলে, সেই জন্যেই তো আরও "আহত নাদ"-এর ব্যবস্থা দরকার। ভগবানকে চোখে দেখতে পাই না বলেই তার সাতশো রকম মূর্তি গড়ার প্রয়োজন যে রকম, মহাবিশ্বের তন্ত্রীতে কোথায় কোন পিড়িং পিড়িং হচ্ছে তার আন্দাজ পেতেই আমাদের ডেসিবেল চড়িয়ে যেতে হবে।

কালীপুজোয় যে সাংঘাতিক শব্দ করে লোকের পিলে চমকে দেওয়ার মহান ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে, সে তো এমনি এমনি নয়। বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র সব্বাই বলছে, লাখখানেক চকলেট বোম ফাটাও, কালীপটকা হাঁড়ির মধ্যে ভরে বেরিয়ে থাকা সলতেটিতে আগুন দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মিচকি মিচকি হাসতে থাকো। পাড়াসুদ্ধু লোকের হার্ট সমারলাস্ট খেয়ে আঁতকাবে, আর জগজ্জননীর মহিমাকেত্তন হবে। বছরের অন্য দিনগুলোতেও এই পবিত্র শিক্ষা আমাদের ন্যাজে ন্যাজে চলেছে—সুযোগ পেলেই শব্দ করো। অন্যকে ডিসটার্ব করা তোমার জন্মগত অধিকার। নিজে আনন্দ পাও, তাতে অন্যকে ডিসটার্ব করো, সে রেগে গেছে বলে আরও আনন্দ পাও, এই তো ফর্মুলা। বিদেশিরাও তো পয়লা জানুয়ারি বেদম বাজি ফাটায়। যদি শব্দ আমাদের উৎসবের অবশ্যিক উপাদান না হত, তা হলে তো বাজিতে শুধু আলোর কেরদানিই থাকত। আনাড়ি মানুষ ভাবে, তার ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট চোখ, কিন্তু আসলি হ্যাচ্ছে কান। শিশু কি মায়ের চোখে চোখ রেখে ইশারা করে? তিনতলার সমান হাঁ করে চেঁচিয়ে ফাটিয়ে দেয়। তখন মা উঠিপড়ি দৌড়ে আসে, দুধ দেয়। সাদে কি মহাভারতের বিয়েল হিরোর নাম 'কর্ণ'?

ভাসানের সময় আমরা শব্দ করেছিলাম, তাই পার্থ ঘোষ গৌরী ঘোষের খারাপ লেগেছে। তা এত লোকের আব্দিনা খারাপ লাগল, কেউ প্রতিবাদ করতে এলে মেরে বিছিয়ে দিলাম, সত্তর বছরের বুড়ির কোমর ভেঙে দিলাম, তখন তো খবরকাগজের টনক নড়েনি! আজ মিডিয়া এমন করে খবর করছে যেন ওঁদের কানে তালা লাগলে বাংলা সংস্কৃতি তার চাবি খুঁজতে হন্যে হয়ে যাবে! আরে, 'ঘোষ' মানেই তো শব্দ, এঁরা জানেন না? এঁরা কী করেন? না, আবৃত্তি। আবৃত্তি কি এক রকমের শব্দ করা নয়? ওঁরা জোরে জোরে আবৃত্তি করলে যদি আমার ডিসটার্ব হয়, টানা টানা সুরে রবি ঠাকুরের মিনমিনে পদ্যগুলো শুনলে যদি আমার গায়ে বিছুটি লাগে, তবে ওঁরা কি তা বন্ধ করবেন? মানে, যদি ফাংশনের সময় উঠে বলি, মাসিমা-মেসোমশাই হেভি বোর লাগছে, এত স্যাংক্টিট মার্কা শব্দ আর টেবিলের পায়া ঢাকা দেওয়া মার্কা শালীনতা দেখলে আমাদের হাসি পায় বিরক্তি ওঠে, তবে কি তাঁরা বই গুটিয়ে 'সরি' বলে ক্ষামা দেবেন? না কি, তখন আমাদের রুচিহীন লোফার বলে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হবে? তাইলে বাবা, যখন আমরা আমাদের মতো করে আমোদ খুঁজে নেব, তোমার গায়ে ফোসকা পড়লেও তুমি তা চেপেচুপে বসে থাকবে না কেন? পৃথিবীতে মাদামারা ভদ্দরলোকের যেমন নিজের মতো করে আনন্দ পাওয়ার অধিকার আছে, বোদা গামবাট লোকেরও তাদের মতো করে আনন্দ পাওয়ার অধিকার আছে। এ বার তুমি বলবে, বাছা, শ্রুতিনাটিক করলে তো এত শব্দ হয় না, তুমি লিমিট পেরিয়ে যাচ্ছ, আমার কানের পরদা টাটাচ্ছে। মুশকিল, তোমার আনন্দের ফর্মটাই যেমন সোবার, শান্ত, লো-ভলুম, আমার আনন্দের ফর্মটাই যে উচ্চগু, গাঁকগাঁক, হুলুম-হালুম! তুমি তো ক্যাবারে ডান্সকে ভরনাট্যমের কুঠুরিতে ঠুসে দিতে পারো না! সালভাদর দালি-র ছবিকে নন্দলাল বসুর ঘরানায় লাবণ্য-ওপচানো হওয়ার বরাত দেওয়া যায় কি? পৃথিবীতে মিঠেও আছে, কড়াও আছে। এই দুনিয়ার সকল ভাল, চাখতে জানতে হয়। সবার চেয়ে ভাল অবশ্য পাঁউরুটি আর হানি সিং। কিন্তু সে থাক, বিচ্যাক তত্ত্ব বলি।

সমাজের বেক্কা টাইপ লোকেরা সাবঅল্টার্নদের চিরকাল দুচ্ছাই করে। সাবঅল্টার্নরাও তাই মোক্ষম পাটকেল তৈরি করেছে। শব্দব্রহ্ম। গাঁতিয়ে স্পিকার বাজাও। রোজ। আজ তারকেশ্বরের বাঁক ঝোলালুম, কাল পাবলিক ইউরিনাল উদ্বোধন হল, পরশু ট্যাপার হ্যাপি বার্থডে। ছাড়ব কেন? কেউ কখনও সম্মিলিত ভাবে অন্যকে হ্যারাস করার সুযোগ ছাড়তে পারে? অন্যকে ধামসাচ্ছি, কিন্তু সে কিছুটি বলতে পারছে না, এর চেয়ে বড় অর্গ্যাজম হয়? পুলিশ সাধারণ মানুষকে হ্যারাস করছে, নেতারা মিটিং ডেকে মাইল মাইল জ্যামে সব্বার গাড়ি ফাঁসিয়ে মজা মারছে, নার্সিং হোম রোগীকে চুষে ছিবড়ে করে ফুটপাতে ফেলে দিচ্ছে। আমরা তোমাদের কান মুলছি। নবারুণ বেঁচে থাকলে আমাদের সেরা ফ্যাতাড়ু বলে গ্রোরিফাই করে দিতেন। হে মামলেটের ওপর বিপ্লব ছিটিয়ে ব্রেকফাস্ট করা বাঙালি, মনে রেখো, আমাদের ভাসান-মস্তি শুধু মস্তি নয়, তোমাদের আনন্দ-ধারণার গালে রেক্সরিং থাপ্পড়। তোমরা আর্টে সেমিনারে সাবঅল্টার্নদের মাথায় তুলে নাচবে, আর জানালার কাচ ভাঙলে পুলিশ কমপ্লেন করবে, হয়? আমরা দিনে দিনে বাড়ছি, তোমাদের মধ্যে আমাদের জার্ম ঢুকেছে বিস্তর, অলরেডি শেক্সপিয়র থেকে সেক্স-পেয়ারের দিকে দাঁড়িপাল্লা হেলে ঠং, এমন দিন দূরে নয়, যখন ভাসানে টেগোর-কাব্যি মেগা-চিক্কুর ছেড়ে পরিবেসোন, সঙ্গে থাকচাক থাকচাক ডি.জে। কাগজে তখন শব্দজব্দ-র মানেই আলাদা!

লেখাটির সঙ্গে বাস্তব চরিত্র বা ঘটনার মিল থাকলে তা নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত, কাকতালীয়

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চিনকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস বিদেশমন্ত্রীর

বেজিং : 'বন্ধু ওয়াং, কেমন আছেন আপনি?' উষ্ণ করমর্দন এবং সৌহার্দ্য বিনিময়ের এই সহজ সুরেই তার বাঁধা হল বিদেশমন্ত্রী হিসেবে সুষমা স্বরাজের প্রথম চিন সফরের। ফের পরিষ্কার হয়ে গেল, ওবামার সফরের পর ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে অসন্তুষ্ট চিনকে আশ্বস্ত করাই এখন নয়াদিল্লির প্রধান লক্ষ্য। কখনও নাম ধরে সম্বোধন, কখনও ফা-হিয়েন কিংবা কাশ্যপ মাতঙ্গের উল্লেখ করে দু'দেশের পুরোনো বন্ধুত্ব তুলে ধরা, বিদেশমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সফরে চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না সুষমা। শুধু তা-ই নয়, নয়াদিল্লির বার্তা আরও স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে বিদেশমন্ত্রীর চার দিনের সফরের পর এ বছরেই চিন যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

শনিবার বেজিং পৌঁছলেও সুষমার সফর শুরু হল বস্তুত রবিবার থেকেই। এ দিন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং য়ি-র সঙ্গে বৈঠক করেন সুষমা। দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দু'জনের কথা হয়। সেখানেই সুষমা সরকারি ভাবে চিনকে জানান, চলতি বছরের মে মাসেই চিনে যাবেন মোদী। তাঁর এই সফর যে আসলে প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতিপর্বেরই অঙ্গ, সুষমা স্বীকার করেছেন সে-কথাও। আর সে জন্যই মোদী সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগকে তুলে ধরেছেন। অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরির বিষয়েও কথা এগিয়েছে। প্রথমে বেজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে অনাবাসী ভারতীয়দের আহ্বান জানান, 'স্বচ্ছ ভারত' 'নমামি গঙ্গে'র মতো প্রকল্পগুলিতে যোগ দেওয়ার জন্য। তার পর দ্বিতীয় ভারত-চিন মিডিয়া ফোরামের সামনে বলেন, নাটকীয় পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিকতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারত। চিন-ভারত সম্পর্কের নানা ক্ষেত্রে তাঁর সরকার যৌথ

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ভিত্তি বাড়ানো, সীমান্ত সমস্যার সমাধান এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতায়।

ভারতকে উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করতে গত সেপ্টেম্বরেই প্রধানমন্ত্রী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ চালু করেছেন। আর সেই উদ্যোগ সফল করতে চিনা বিনিয়োগ খুবই জরুরি। তাই সুষমা জানিয়েছেন, 'বাণিজ্য এবং উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চিন এখন আমাদের সবচেয়ে বড় অংশীদার। ইতিমধ্যেই দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য আলোচনা শুরু হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে মানের দিক থেকে একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।' তাঁর আশ্বাস, এ দেশে চিনা বিনিয়োগের পথ সুগম করতে সচেষ্ট হবে নয়াদিল্লি। তবে একইসঙ্গে চিনা বাজারে ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আরও বেশি উৎসাহিত করা হবে বলেও আশা করছে নয়াদিল্লি।

সার্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে মানুষে-মানুষে যোগাযোগ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন সুষমা। তার হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরেছেন পর্যটনকে। চলতি বছরকে 'ভিজিট ইন্ডিয়া' বছর হিসেবে পালন করা হবে। চিনেই তার সূচনা করবেন সুষমা। আজ সোমবার চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা সুষমার। আগামী রাশিয়া-চিন-ভারত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও অংশ নেবেন সুষমা।

—পিটিআই

ক্লাবঘরেই তৃণমূল অফিস, বেআব্রু খয়রাতির নিরিখ

সোজা কথাটা বুঝে গিয়েছেন ওঁরা। মানে ক্লাবকর্তারা। ক্লাবের জন্য সরকারি অনুদান পেতে হলে ধরতে হবে শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের। আর সেই নেতাদের সুপারিশেই নয়ছয় হচ্ছে করদাতা জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা।

ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদারের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাজকুমার বেরা। তিনি ডায়মন্ড হারবার-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতিও বটে। তিনি আবার রাধামিলনী সঙ্ঘেরও সভাপতি। সেই সুবাদেই দু'দফায় মোট ৩ লক্ষ টাকা সরকারি অর্থসাহায্য পেয়েছে এই ক্লাব। তৃণমূলেরই অন্য এক স্থানীয় নেতার স্বীকারোক্তি, ২০১৪-য় এলাকার ২০টি ক্লাব টাকা পেয়েছে। এ বছর এখনও পর্যন্ত টাকা পেয়েছে ১০টি ক্লাব। কিন্তু টাকা হাতে পাওয়ার পর এলাকার উন্নয়ন বা সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাদের তেমন কোনও ভূমিকা দেখা যায়নি। খোদ ওই নেতার অভিযোগ, 'নিজের দল ভারী করার জন্য যা করার করছেন বিধায়ক দীপক হালদারই। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে দীপকবাবুর পাল্টা দাবি, 'পাওয়া টাকায় ক্লাবগুলি এলাকায় ভালোই সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।'

একই অভিযোগ মুর্শিদাবাদ জেলাতেও। এখানে আবার মুখ খুলেছেন জেলার দাপুটে তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। তাঁর অভিযোগ, 'গত বছর আমার এলাকার কয়েকটি ক্লাব অনুদান পেলেও এ বছর তালিকা পাঠানো সত্ত্বেও অনুদান দেওয়া হয়নি। রাজ্য স্তরের নেতাদের কাছে অভিযোগও জানিয়েছি।' মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক দাসের আবার অভিযোগ, 'যে সব এলাকায় ওদের (তৃণমূলের) নেতারা রয়েছে, বেছে বেছে সেখানকার ক্লাবগুলিকেই শুধু অনুদান দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের কোনও বিধায়কের কাছে ক্লাবের তালিকা পর্যন্ত চাওয়া হয়নি।'

উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন ক্লাবেও খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, অনুদান পাওয়া বেশির ভাগ ক্লাবেরই সভাপতি স্থানীয় বিধায়ক অথবা কাউন্সিলর। আবার 'সালকিয়া অলাপনী'র মতো প্রতিষ্ঠিত ক্লাব বছরভর নানা সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আবেদন করেও কিছু জোটেনি। এ নিয়ে শাসকদলের বিধায়ক অশোক ঘোষের অবশ্য ব্যাখ্যা, 'এলাকার ৩০টি ক্লাবের মধ্যে ২৬টিই টাকা পেয়েছে। বাকি ক্লাবগুলি আমার কাছে আসেনি। হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি নাম জমা দিয়েছে।'

অনুদান পাওয়া ক্লাবের মধ্যেই তৃণমূলের দলীয় অফিস চলার বিচিত্র নজিরও রয়েছে। গোপীবল্লভপুরে এহেন 'ইন্ডিয়ান স্পোর্টিং ক্লাবে'র সহসভাপতি অশোক দাসের সাফাই, 'আমরা ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ২ লক্ষ টাকায় ক্লাবের আলাদা বিল্ডিং করব। কিন্তু খেলাধুলোতেই সব খরচ হয়ে গিয়েছে।' যদিও স্থানীয় সিপিএম নেতা বিশ্বরঞ্জন খামরির অভিযোগ, 'ওদের ক্লাব বলে আলাদা কিছু নেই। যেটা ক্লাব, সেটাই তৃণমূলের অফিস।'

বিনপুরের 'কুঁই নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব' ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান বাবদ ২ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। ওই প্রতিযোগের সময়ে ক্লাবের সভাপতি ছিলেন ব্লকের যুব তৃণমূল নেতা জলধর পণ্ডা। জলধরবাবুর বক্তব্য, 'রাজনীতি করে ক্লাবে সময় দিতে না-পারায় ক্লাব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি।' আগুইবনি পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য জগদীশ মাহাতোর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য জগদীশ মাহাতোর অবশ্য এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কাড়গ্রামের 'বিরিহাঁড়ির উদীয়মান তরুণ সঙ্ঘে'র সম্পাদক হিসাবে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সূত্রে ক্লাবের জন্য জুটছে সরকারি সাহায্যও।

সৌজন্যে—এই সময়

কর্পোরেট কর্মী পেতেও কালঘাম

কৌশিক প্রধান

শাসকদলের ভোটে সাফল্য যে রাজ্যের অগ্রগতির সূচক নয় মোটেও, প্রমাণিত হচ্ছে বারে বারেই।

এই যেমন কর্পোরেট দুনিয়ার চাকরির ক্ষেত্রে কলকাতা আকর্ষণীয় ডেস্টিনেশন হতে পারছে না কিছুতেই। বরং কলকাতায় কর্পোরেট দুনিয়ায় চাকরির ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে মিড ও সিনিয়র লেভেল উপযুক্ত লোক পেতে কালঘাম ছুটছে বিভিন্ন সংস্থার। কলকাতায় গত মাসে আয়োজিত বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে ২ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই ঘোষণা করুন, চাকরির ক্ষেত্রে কলকাতা নিয়ে একটা নেতিবাচক মনোভাব এখনও বেশির ভাগ ম্যানেজমেন্ট ক্যাডারের ক্ষেত্রেই কাজ করছে। সেই কারণেই মুম্বই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি, হায়দরাবাদ বা গুরগাঁওয়ের মতো শহরে যেখানে মিড বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পদে লোক নিয়োগ করতে একটা দু'ঘণ্টার ইন্টারভিউ সেশনই যথেষ্ট, সেখানে কলকাতার নিয়োগ করতে অনেক বেশি দিন লেগে যাচ্ছে। আবার কখনও কখনও নির্দিষ্ট পদে উপযুক্ত লোকও পাওয়া যাচ্ছে না।

স্পেনসার্সের এইচআর হেড নীহার ঘোষের কথায়, 'কলকাতায় আমাদের কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার্সে মিড ও সিনিয়র লেভেল পোস্টে রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে দক্ষ কর্মী আনতে। ইন্টারভিউয়ের পরেই আমরা ক্যান্ডিডেটদের দিয়ে দিই শহরের প্রথম সারির স্কুলের তালিকা, যেখানে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের পড়াতে পারেন। শহরের নাইট লাইফ কেমন, কাছাকাছি কোথায় বেড়ানোর জায়গা আছে, জানানো হয় তা-ও। এমনকি মাঝে মাঝে মনে হয়, স্পেনসার্স নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এইচআর হেড হিসাবে কাজ করছি।' তবু উপযুক্ত লোক মিলছে না।

কিন্তু, কেন এই অবস্থা? বেসরকারি এইচআর কনসালট্যান্সি সংস্থা জিনিয়াস কনসালট্যান্টের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাদবের জবাব, 'পশ্চিমবঙ্গে তো কোনও নতুন শিল্প হচ্ছে না। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগও কম। তার উপর যাও বা বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থায় শূন্যপদ তৈরি হচ্ছে, তারও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ফাঁকা পড়ে থাকছে। কারণ, কলকাতায় লোকে চাকরি করতে আসতে চাইছে না, যেহেতু এখানে কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট এবং চাকরি-ক্ষেত্রে পরবর্তী সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা অন্য অনেক শহরের থেকেই বহুলাংশে কম।'

আশির দশকেও কলকাতার কিন্তু এই অবস্থা ছিল না। নিক্সে, উইলিয়ামসন মেগর-সহ বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থায় দীর্ঘ দিন এইচআর-এর বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন এস কে পাল। বললেন, ৯০-এর দশক থেকেই কলকাতায় ওয়ার্ক কালচারের ব্যাপারে দেশের অন্যান্য জায়গায় থাকা মানুষদের মনে একটা নেতিবাচক মনোভাব আসতে শুরু করে। তাই ঠেলায় না পড়লে রাজ্যের বাইরে থেকে কলকাতায় কেউ চাকরি করতে আসে না। এমনকি, রাজ্যের বাইরে কাজ করা বাঙালি ছেলেমেয়েরাও নয়।' তাঁরই সুরে এক বেসরকারি এইচআর কনসালট্যান্সি সংস্থার পদস্থ আধিকারিক অতনু মিশ্র বলেন, 'প্রত্যেক তার কেরিয়ার নিয়ে ভাবে। এখন গড়ে এক জনের একটা চাকরি-ক্ষেত্রে মেয়াদ ২ থেকে আড়াই বছর। কলকাতায় মিড বা সিনিয়র লেভেলে চাকরির কী হবে? তাই বহু ক্যান্ডিডেট কলকাতায় চাকরি পেয়েও করতে আসে না।'

বিপক্ষে মতও রয়েছে। সেখুরি প্লাইয়ের ন্যাশনাল এইচআর হেড সুগত হালদারের কথায়, 'দেশের সব শহরেই কম-বেশি সমস্যা। যেমন মুম্বই বা দিল্লির ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগই তাদের শহরের বাইরে চাকরি করতে যেতে চায় না।'

সৌজন্যে—এই সময়

বনগাঁ ও কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফল কি সিপিএমের অগস্ত্য যাত্রার ইঙ্গিত?

জীবনানন্দ বসু ● কলকাতা

বনগাঁ ও কৃষ্ণগঞ্জ কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল নিঃসন্দেহে আরও একবার বেকায়দায় ফেলল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিএমকে। বাংলায় দল তথা বাম শিবিরের রক্তক্ষরণ যে আদৌ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি সেটা ফের স্পষ্ট হয়েছে এই ফলাফলে। জনভিত্তির ক্রমাবনতি এবার রাজনৈতিক মহলে এই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, তাহলে কি সিপিএমের অগস্ত্য যাত্রা শুরু হল? গরিব বা প্রান্তিক মানুষের মন ফিরে পাওয়া কি আর তাদের সম্ভব হবে না কখনও? দুই কেন্দ্রের ফল বিশ্লেষণে অন্তত তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে।

রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারাতে চলা সিপিএম সম্পর্কে এই প্রশ্ন উঠছে সঙ্গত কারণেই। বনগাঁ ও কৃষ্ণগঞ্জ দুটি কেন্দ্রই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। দুটি কেন্দ্রেই তপসিলি ও মুসলিম ভোটারদের সংখ্যাধিক্য প্রশ্নাতীত। আর এই পরিব খেটেখাওয়া মানুষই এক সময় ছিল বামেদের প্রধান ভোট ব্যাংক। ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে এই দুই ভোট ব্যাংকে বড় মাপের থাবা বসিয়ে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে গত চার বছরে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে তাতে দলের একদা দুর্গ বলে পরিচিত এই দুই ভোট ব্যাংকে ধস অব্যাহত থেকেছে সিপিএমের। নিরাপত্তাদাত্রী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য মমতা বামেদের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকে তাঁর থাবা বসানো এখনও বজায় রেখেছেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বসিরহাটের উপনির্বাচনে সিপিএমের জমানত জব্দ করে তৃণমূল সেটা কিছু দিন আগে একবার বুঝিয়েছে। এবার বনগাঁ-কৃষ্ণগঞ্জের ক্ষেত্রেও সেই ছবির প্রতিফলন ঘটেছে। ৬৩ শতাংশ মুসলিম ভোটারসর্বস্ব যে স্বরূপনগর বিধানসভা ক্ষেত্রে ন'মাস আগের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম প্রথম স্থান দখল করেছিল এবার সেখানে ২৫ হাজার ভোটে পিছিয়ে যাওয়ার নজির অন্তত সে কথাই বলছে। এই উপনির্বাচনে মোট যে আটটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হয়েছে সেগুলির সব কটিতেই তপসিলি ভোটারদের সমর্থনও আরও কমেছে লালপার্টির। বনগাঁয় ন'মাসের মধ্যে দলের ভোট কমেছে পাঁচ শতাংশের বেশি। আর কৃষ্ণগঞ্জে দলের ভোট ব্যাংক গোত্তা খেয়ে ১২ শতাংশ। বিগত বিধানসভার নিরিখে এই অবনমন নিঃসন্দেহে আরও মারাত্মক। পাশাপাশি পরিসংখ্যানের নিরিখে বিজেপি'র জনভিত্তির উত্থান যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। মাত্র ন'মাসের ব্যবধানে তাদের জনসমর্থন যে হারে বেড়েছে তা বাম শিবিরের ঘুম ছোটানোর পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে তাদের প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা যে হারাতে হবে, তা ঘরপোড়া গোরুর মতো এখন থেকেই বুঝতে পাচ্ছেন আলিমুদ্দিনের বড় কর্তারা।

ক্ষমতায় থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে শাসক দলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তৈরি হয় নানা কারণে। তৃণমূলের ক্ষেত্রেও যে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জোড়াফুল শিবিরের জনভিত্তির গ্রাফ নীচের দিকে না নামার কারণ খুঁজতে এখন হিমসিম খাচ্ছেন বিমান বসু-সূর্যকান্ত মিশ্র-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা। তাঁরা নির্ঘাৎ আরও অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে, হালে দলের জনসভায় নতুন করে মানুষের ভিড় হওয়া শুরু হলেও কেন এই রক্তক্ষরণ বন্ধ হল না। আসলে একটা বিষয় কিছুতেই সিপিএমের নেতারা মানতে বা বুঝতে চাইছেন না। সেটা হল, মানুষের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা তারা খুইয়েছেন। গরিব মানুষের একটা বড় অংশের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, সিপিএম আর তাদের মনের বা কাছের পার্টি নয়। সমাবেশে এলেও পুরানো কনফিডেন্স খুঁজে পাচ্ছে না তারা দলের মধ্যে। ফলে ভোটমেশিনের সামনে গিয়ে তারা হয় তৃণমূল, নতুবা বিজেপিকে সমর্থন জানাচ্ছে। মূলত জমির ইস্যুতেই গ্রামবাংলার মানুষ সিপিএম সম্পর্কে যে বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল তার জের এখনও রয়েছে। পাশপাশি এলাকাগতভাবে সিপিএম নেতাদের দাদাগিরি বা ফুলেফেঁপে ওঠার ঘটনাও মানুষ এত চট করে ভুলতে চাইছে না। তৃণমূলকে বিকল্প না ভাবলেও তাদের অনেকে কাস্তে-হাতুড়ি-তারায় আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। বরং পদ্মফুল এদের কাছে আস্থা রাখার ব্যাপারে বিকল্প হয়ে উঠেছে।

দলের সংগঠনের যে ভাঁড়ে মা ভবানী দশা হয়েছে সেটা বিমানবাবুরা কিছুতেই মুখে স্বীকার করতে চান না। বারবার ভোটে পর্যুদস্ত হলেও এই চরম সত্যটা মেনে নেওয়ার সাহস তাঁরা কস্মিনকালেও দেখাননি। বরং নানা ধরনের আজগুবি কারণ দেখিয়ে খারাপ ফলের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। এবারও সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত রেখে বিমানবাবু 'সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের নিরাপত্তাহীনতা'র কারণে মানুষের মধ্যে বিভাজনের ফয়দা লুটেছে তৃণমূল ও বিজেপি—এই যুক্তি খাড়া করেছেন। কিন্তু দলের সংগঠন যে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে এবং দলে জিইয়ে থাকা নিচুতলার নেতা-কর্মীরা যে শীর্ষ নেতৃত্বকে ভরসা দিতে মনগড়া রিপোর্ট দিয়ে চলেছেন তা ভোটের ফলে স্পষ্ট হলেও প্রকাশ্যে কবুল করার হিম্মৎ দেখাননি বা কখনও দেখাবেন না তাঁরা। এজন্য ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ সমর্থকদের। এখনও অবশিষ্ট সমর্থকদের কিন্তু বেশি দিন এ জিনিস সহ্য করবে না কালো'কে কালো বা সাদা'কে সাদা বলার ক্ষমতা না থাকা নেতৃত্বে আস্থা রাখতে তারাও দ্বিধাবোধ করবে আগামী দিনে। ফলস্বরূপ সুদূর ভবিষ্যতে রাজ্যে ধীরে ধীরে পার্টি তার প্রাসঙ্গিকতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে জনভিত্তির তলানিতে পড়ে।

তবে এই উপনির্বাচনের ফল আরও একটা বাস্তব সত্যকেও সামনে এনে দিয়েছে সিপিএম রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। তা হল, নেতৃত্ব বদলের প্রশ্ন। একের পর এক ভোটে গোহারা হওয়ার পরও আলিমুদ্দিনের নেতারা এ ব্যাপারে শিক্ষা নেননি কিছুতেই।

প্রথম বৈঠকে বিজলি হাফ দিল্লিতে

বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া নয় বস্তি উচ্ছেদ

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরেও প্রবল জ্বরের কারণে কাবু গত দু'দিন কোনও কাজ করতে পারেননি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাই সোমবার একটু সুস্থ হতেই পুরোদমে প্রতিশ্রুতি পালনের কর্মসূচি শুরু করে দিলেন তিনি। দলের ছ'জন মন্ত্রীকে নিয়ে নয়া ক্যাবিনেটের বৈঠক ডাকলেন। চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে দিল্লি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশের উপর আম আদমি পার্টির (আপ) নতুন সরকারের জারি করা নিষেধাজ্ঞার জেরে সামান্য গন্ডগোলও হল।

রাজধানীতে বিদ্যুতের মাসুল কী ভাবে অর্ধেক করা যায়, সে ব্যাপারে দ্রুত প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য রাজ্যের অর্থ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রককে এ দিন নির্দেশ দেন কেজরিওয়াল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যাঙ্গোক্তি যে তাঁকে প্রভাবিত করেনি, সেটাও বুঝিয়ে দেন। মোদী বলেছিলেন, যে রাজ্যগুলি নিজেদের বিদ্যুৎ তৈরি করে না, তার ক্ষমতায় আসার আগে রাজনৈতিক দলগুলো কেন যে কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তা তিনি বুঝতে পারেন না। কেজরিওয়াল কিন্তু ক্যাগ-কে দিয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার হিসেব পরীক্ষা করানোর নির্দেশও দিয়েছেন। যত দিন এর রিপোর্ট না-আসছে, তত দিন সরকার নিজেদের উদ্যোগে ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুৎ মাসুল অর্ধেক করবে। রিপোর্ট এলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। কোম্পানিগুলি বিদ্যুৎ কত টাকার কিনছে, কত টাকায় বিক্রি করছে, কত লাভ করছে, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন সবকিছু দেখেশুনে দাম কমানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন মুখ্য মন্ত্রী।

কেজরিওয়ালের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল, আপ সরকার সংশ্লিষ্ট সমস্ত নিয়মকানুন খতিয়ে না-দেখা পর্যন্ত আর একটি দিল্লির আর একটিও ঝুপড়ি বা বস্তি ভাঙা হবে না। এ ব্যাপারে মিউনিসিপাল, কভিন্সিল, মিউনিসিপাল কর্পোরেটর, দিল্লি জল বোর্ড, পরিবেশ ও বন দপ্তর, আয়কর দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশ থাকলে কোনও বাধা নেই। এ ব্যাপারে যে সব পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছে, সেগুলি কার্যকর করার আগে রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর আগাম অনুমতি লাগবে। উল্লেখ্য, কেজরিওয়ালের শপথ নেওয়ার দিনই দিল্লি পুলিশ ঝুগ্গি ভাঙে। সেখানকার বাসিন্দারা কেজরির বাড়ির সামনে বিক্ষোভও দেখান। তাই তাঁর নির্দেশ, প্রথমে পাকা বাড়ি করে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে, তারপর তাঁদের বস্তি ভাঙার কথা উঠতে পারে। গরমকালে দিল্লিবাসীর জলের কষ্ট যাতে না-হয়, সে ব্যাপারে জল বোর্ডকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন কেজরি।

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি হল, দিল্লি পরিবহণের বাসে বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য মার্শাল নিয়োগ করা হবে। হোমগার্ডবাহিনী মার্শালের কাজ করবেন। এ জন্য হোমগার্ডের ডিজি-কে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেজরিওয়ালের চতুর্থ নির্দেশ, আপ-এর ৭০ দফা কর্মসূচি কী করে রূপায়ণ করা যাবে, তা নিয়ে প্রতিটি সরকারি দপ্তর একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী সেগুলি দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। সোমবার কাজ শুরুর আগে কেজরিওয়াল অনেকটা মোদীর ধাঁচেই টুইট করেন। লেখেন, 'জ্বর সেরেছে। অনেক সুস্থ বোধ করছি। প্রাতঃভ্রমণ ও যোগব্যায়াম শুরু করেছি, নির্বাচনের জন্য যা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। আজ প্রথম দিন অফিসে বসব। আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।' ঠিক হয়েছে, কেজরিওয়াল নিজে কোনও মন্ত্রক হাতে না-রাখলেও, তাঁর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সিএমও বা মুখ্যমন্ত্রীর অফিস তৈরি হবে। সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। দলের বেশ কয়েকজন মহিলা বিধায়ক ও নেতাও থাকবেন। দিল্লির মন্ত্রিসভায় একজনও মহিলা না-থাকার অভাবটা এ ভাবে খানিকটা পূরণ হতে পারে।

তবে সোমবার কেজরিওয়ালের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, 'বিকল্প ব্যবস্থা না হলে কারও মাথার ওপরের ছাদ কাড়া হবে না।' প্রশ্ন হল, তাঁর শপথের দিনই পুলিশ গরিবদের বাড়ি ভাঙতে গেল কেন? পুলিশের বক্তব্য, সরকারি জমি জবরদখল করা হয়েছিল। দিল্লিতে জমি হল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। পুলিশও তাই। তবে এ দিন দিল্লি পুলিশের 'রেজিং ডে প্যারেড' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ জানিয়েছেন, তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন দিল্লি সরকারের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করে। এই অনুষ্ঠানে দিল্লির আপ সরকারের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত না-থাকলেও, পুলিশ কমিশনার বি এস বসসি বলেন, এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, আগেও এমনটা হয়েছে। সোমবার সকালে কেজরিওয়ালের সঙ্গেও রাজধানীর নিরাপত্তা নিয়ে বসসির কথাও হয়।

তবে এ দিন দিল্লির নয়া সরকারের প্রথম কাজের দিন সামান্য হলেও সুর কাটে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায়। সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। ক্যাবিনেট বৈঠকের পর উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ শিশোদিয়ার ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে এ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, শিশোদিয়া মাঝপথে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রর প্রতিক্রিয়া, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।'

ভোটমুখী জনমোহিনী বাজেট রাজ্যের

প্রথম পাতার পর

লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করেন, এমন ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের আওতার বাইরে আনা হয়েছে। এতদিন এটা পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল। এর ফলে ২০ হাজার ছোট ব্যবসায়ী ভ্যাটের আওতার বাইরে চলে যাবেন। বড় যে ব্যবসায়ীরা ভ্যাটে নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের জন্য 'অ্যামনেস্টি' প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। সংগীত, নৃত্য, ম্যাজিকসহ কিছু বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের ১০০ টাকার টিকিট পর্যন্ত প্রমোদ করে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এতদিন ৬০ টাকা পর্যন্ত টিকিটে ছাড় মিলত। ভোটের দিকে তাকিয়ে বাজেটে নতুন কোনও করের বোঝা চাপানো হয়নি। তা সত্ত্বেও ২০১৫-১৬ আর্থিক ব ছরে কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতে আয় প্রায় সাড়ে ছ' হাজার কোটি টাকা বেড়ে প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছাবে বলে বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে। এই অতিরিক্ত অর্থ কোথা থেকে আসবে, তা পরিষ্কার নয়। অর্থমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেছেন, কর ব্যবস্থার সরলীকরণের মধ্যেই আয় বাড়বে।

আগামী আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে সাড়ে ৪৯ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। বাজেটে নিট ঘাটতি ৭ শতাংশে ধরা হয়েছে।

বাজেট ভাষণের শুরুতে অবশ্য কিছুটা নজিরবিহীনভাবেই রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, "মুখ্য মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্তিশালী নেতৃত্বের উপর বাংলার মা-মাটি-মানুষ বারবার আস্থা রেখেছে। একশ্রেণির সংবাদমাধ্যমে লাগাতার অপপ্রচার ও কুৎসাকে নস্যাৎ করে লোকসভার ৩৪টি আসনে মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।' এছাড়া ৫৮ পাতার বাজেট ভাষণের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ছিল সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান।

যেতে পারি কিন্তু কেন যাব

শুধু কি ট্যাক্সিই প্রত্যাখ্যান করে? বাঙালির জীনবটাই তো রিফিউজালে জড়ানো। দৈনন্দিন পথ এবং ক্রন্দসী পথচারী নিয়ে ভাবলেন **চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল**

পুরভোট সামনে। স্বাভাবিকই যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো ভোলেননি। তাই নজরুল মঞ্চে ট্যাক্সি-অটোচালকদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি উদারহস্ত। কিন্তু উদারহস্ত হতে গিয়ে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের ঝক্কির কথা মনে রাখেননি। বরং ট্যাক্সিওয়ালাদের যাত্রী প্রত্যাখ্যানের অধিকারে সিলমোহর দিয়েছেন! শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের উৎসর্গ করে যাননি বটে! কিন্তু তাঁরা কবির কাছে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকতে চাইবেন জুতসই একটি 'স্লোগান' তাঁর কলম থেকে পাওয়ার জন্য—'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব'।

ট্যাক্সি নং ৪২০

এই নীরব স্লোগানে অবশেষে পড়ল সরকারি সিলমোহর এবং প্রত্যয় বাড়িয়ে দিল ট্যাক্সিচালকদের। এই সিলমোহরের জেরে চিরবিপন্ন নিত্যযাত্রীদের রক্তচাপে কতটা প্রভাব পড়তে পারে, তা অনুসন্ধান করারর জন্য কোনও কমিটি কোনওদিনই গড়া হবে না।

বাসস্টপে হাজারো ফ্যালফেলে দৃষ্টির সামনে দিয়ে নির্বিবাদে বে-তোয়াক্কা সরকারি বাসের দাপুটে দৌড়ে অভ্যস্ত শহরে এ অবশ্য কোনও ঘটনাই নয়। উন্মুখ যাত্রীর কাতর আহ্বান উপেক্ষা করে, তাঁকে দৌড় করিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার যে অপার আত্মরতি, কিংবা যথেচ্ছ 'একস্ট্রা'র দাবি শুনে হকচকিয়ে যাওয়া উদ্বিগ্ন সওয়ারির অসহায়তার তাঁর যে তৃপ্তিসুখ—সবই পরাধীন নাগরিক যাপনচিত্রের অংশবিশেষ। বাস-ট্যাক্সি-অটো এখানে কখনও টাকার কাঙাল, কখনও-বা না-যাওয়ার ঔদ্ধত্যে নবাবের ভূমিকায়। এই দৌরাত্ম্যে এমনিতেই অবসন্ন নিত্যকার অভিভাবকহীন যাত্রীজীবনে।

কলকাতা শহরে ট্যাক্সি ইদানীং দু'টি জাত—রিফিউজাল এবং নো রিফিউজাল। প্রথমটি অঘোষিত, দ্বিতীয়টি ঘোষিত। আবার ঘোষণা করলেই তা যে মেনে চলতে হবে, এমন মাথার দিব্যিও কোথাও নেই। ঘোষণা না-মানার খেসারত ছিল তিন হাজার। এক ঝটকায় তা নেমে গিয়েছে একশোয়! পশ্চিমবঙ্গের মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট (ধারা 'গ', উপধারা ১২০) যাত্রী প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে যতই তর্জনী উঁচিয়ে শাসানি দিক, তাতে বাঁজ বিশেষ থাকার কথা নয়।

প্রত্যাখ্যানের সংস্কৃতি

প্রত্যাখ্যান এ শহরে পথচারী-পরিষেবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রত্যাখ্যান-তত্ত্বের পক্ষে সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক স্তর থেকে যেসব যুক্তি খাড়া করা হয়, তাতে সহানুভূতির ঢল যতটা, সারবত্তা ততটা নেই। ক্লান্তি, খিদে, গভীর রাত—ইত্যাদি নানা অস্ত্র সর্বদাই মজুত প্রত্যাখ্যানবাদীদের তূণে। সেসব যদি যুক্তির খাতিরে মেনে নেওয়াই যায়, তার পরেও কিছু প্রশ্ন অবধারিতভাবেই থেকে যায়। 'একস্ট্রা'র আবদার, গন্তব্যস্থল জেনে নেওয়ার পর যেতে অনীহা প্রকাশ, সার সার দাঁড়িয়ে থেকেও নানা ছলে যাত্রী ফেরানো—এসব আচরণের মধ্যে সহানুভূতির পরিসর কোথায়, তা খুঁজে দেখা জরুরি।

বস্তুত, ট্যাক্সি-রিফিউজালের ব্যাপারটাকে কেন বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়, বোঝা ভার। প্রত্যাখ্যানের সংস্কৃতি তো আমাদের সমাজের মজ্জাগত। একটাও ছাতা না-খুইয়ে গোটা জীবন কাটিয়েছেন, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যেমন দুষ্কর, তেমনই সরকারি, আধা-সরকারি কিংবা বেসরকারি দফতরে প্রয়োজনের তাগিদে হাজিরা দিয়ে একেবারেই প্রয়োজন মিটিয়ে ফিরতে পেরেছেন—এমন ব্যক্তিও তো নিতান্তই দুর্লভ! দায়ে-ঠেকা মানুষকে হয়রানির শিকার হতে বাধ্য করার মধ্যে ক্ষমতার যে বেআব্রু উল্লাস ও উপভোগ্যতা, তা কি সর্বসাধারণের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার অঙ্গ নয়? বীরত্বের চরম প্রকাশ যেমন ধ্বংসেই, গড়ে তোলার নয়, তেমনই ক্ষমতার চরম প্রকাশ তার অপপ্রয়োগে, সহায়তায় নয়। ব্যক্তিগত জীবনের বিবর্ণতা অস্তিত্বকে সংকটের যে কিনারায় ঠেলে দেয়, অধিগত ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মধ্যে দিয়ে সেখান থেকে আত্মোদ্ধারের সহজতম পথ এই ধর্ষকাম।

শুধু অটো-রিক্সাওয়ালা কেন, এ সমাজের প্রতিটি স্তরেই নানাভাবে ভ্রূণত। সৌজন্যের মূল্যে তার বিকৃত প্রকাশ। আর, পারস্পরিক সংযোগের ক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক পরিসরে পৌঁছে গিয়ে ভিন্ন মাত্রা পায়। সেখানে সুবিধাদাতা আর সুবিধাভোগীর লেনাদেন সর্বগ্রাসী ব্যাধিটিকেই আরও উচ্চকিত করে তোলে। তার সঙ্গে প্রায়শই জুড়ে থাকে যে অকারণ অভব্যতা, সে প্রসঙ্গ না-হয় উহ্যই থাক!

'গ্রিন' ট্যাক্সি

সাম্প্রতিক সরকারি পদক্ষেপ এই সমস্যায় আরও কতটা জটিলতা জুগিয়ে দিল, তা নিয়ে বিতর্ক বা জল্পনা চলতেই পারে। চলবেও। তবে আশঙ্কা ঘনিয়ে ওঠে, যখন রাজনীতি সহজবোধ্য কারণেই প্রশাসনের সমার্থক কিংবা তাকে ছাপিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এমনিতেই ভিআইপি যাত্রীযানের ইচ্ছে-সুখ সামলাতে পথ-পুলিশবাহিনী বহু বছর যাবৎ নাজেহাল। তার উপর ট্যাক্সিচালকের দৌরাত্ম্য রুখতে গিয়ে যদি ক্রমাগত কাঠগড়ায় ওঠার ঝক্কি পোয়াতে হয়, তা হলে ট্যাক্সিওয়ালাদের পোয়া আরও বারো হবেই! একেই নামমাত্র জরিমানার প্রতিশ্রুতি, তায় প্রয়োজনে মন্ত্রী-স্তরে অভিযোগ করার সুযোগ ট্যাক্সিওয়ালাদের কতটা বেপরোয়া এবং পুলিশ বিভাগকে কতদূর হতোদ্যম করবে, তা আপাতত বলা কঠিন। তবে বলে দেওয়াই যায় যে, মোটর ভেহিকল আইনের ১৯২(ক) ধারা প্রয়োগ করে জরিমানা করায় পুলিশের বিশেষ আগ্রহ থাকবে না। এমনিতেই নানাভাবে বিপর্যস্ত এবং তলানিতে ঠেকে যাওয়া মনোবল নিয়ে এবং বিশ দুর্যোগ ডেকে আনা তাঁদের পক্ষে নিতান্তই ঝুঁকিবহুল হয়ে দাঁড়াবে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা না-দিয়ে চোখ বুজে থাকলে উপরতলা থেকেও বিপদ নেমে আসারও সমূহ আশঙ্কা।

সৌজন্যে—একলব্য

রাজনীতি তো শেষ কথা বলেই থাকে

সুব্রত মারজিৎ

কিছু দিন আগে দিল্লিতে 'নীতি' (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া) আয়োগ নামক নতুন বৈঠকে রাজ্যের তরফে সদস্য অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। অন্য সব রাজ্যের কর্ণধাররা ছিলেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের অনুপস্থিতি রাজ্যের স্বার্থ অনেকটা ক্ষুণ্ণ করবে, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের জন্য রাজ্যের স্বার্থ বিসর্জিত হবে, ইত্যাদি। এই লেখায় আমি মূলত দু'টি প্রশ্নে নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমত, নীতি আয়োগের মধ্য দিয়ে কী ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হতে চলেছে। দ্বিতীয়ত, প্রথম বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধির উপস্থিত না হওয়ায় রাজ্যের অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে কি না।

নীতি আয়োগে মুখ্যমন্ত্রীদের সদস্য করায় উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনায় আরও বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীয় সাহায্য নির্ধারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারের যোগদান, এই দু'টি ব্যাপারে ঠিক বার্তা দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে, এ বারে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অর্থ কমিশনের উপদেশ মেনে রাজ্যগুলোকে মোট কর আদায়ের আরও বেশি অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং একই সঙ্গে রাজ্যগুলির জন্য যে সব কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাবদ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্তর থেকে টাকা আসে, সেগুলিকে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে রাজ্য স্তর নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ, রাজ্য সরকারেরা এই প্রকল্পগুলি ঠিক মতো চালাতে না পারলে বা সেই বাবদ খরচ অন্য খাতে প্রবাহিত হলে 'প্রকল্পগুলি ভাল চলছে না' বলে কেন্দ্রকে দোষারোপ করতে পারবে না। রাজ্য সরকার করের বেশি অংশ আয় হিসেবে পাবে, সেই আয়কে ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে তাদেরই। এক অর্থে কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব আয়ব্যয়ের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করবে।

অতিরিক্ত আয়ের বণ্টন রাজ্যগুলির মধ্যে কী ভাবে হবে, কী নিয়মে হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে রাজনৈতিক চাপান-উতোরের পথ কিছুটা বন্ধ হতে পারে। অনেক সময় কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ টাকা এক লপ্তে আসে না, কাজ অনুযায়ী ধাপে ধাপে আসে। দিল্লি থেকে টাকা আসতে দেরি হওয়ায় কাজ ব্যাহত হয়।

অন্য দিকে, অধিকাংশ প্রকল্পের ওপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ আখেরে সুফল দেবে কি না, তা রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও রাজনৈতিক উপাদান থাকে, আবার রাজ্যের ওপর চাপও থাকে টাকাপয়সা ঠিক ভাবে খরচ করার। ফলে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও রাজ্যের স্তরে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, সব মিলিয়েই এই সংস্কারের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। এক কথায়, রাজ্য সরকার দক্ষ এবং উন্নয়নমুখী হলে তার এতে সুবিধা হবে।

নীতি আয়োগের কার্যকলাপের সঙ্গে আর্থিক বিকেন্দ্রিকরণ এবং অংশীদারি গণতন্ত্রের একটা প্রলেপ লাগানো হচ্ছে। সেটা কেন্দ্রীয় স্তরে সামগ্রিক নীতি নির্ধারণে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। যোজনা কমিশনের তুলনায় এই আয়োগ অনেক বেশি রাজনীতিনির্ভর। যদিও পুরনো কমিশনের অরাজনৈতিক সদস্য নির্বাচনে রাজনীতির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য, কিন্তু এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যে কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যের জন্য যোজনা ব্যয় বাড়াতে চাইবেন। মুখ্যমন্ত্রী সদস্যপদে বসুন বা না বসুন, রাজ্যের তৈরি যোজনার খসড়ায় পর্যাপ্ত অর্থের দাবি করাই হয়ে থাকে। বিগত যোজনা কমিশনের মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীরা তাঁদের দাবি পেশ করতেন। প্রত্যক্ষ সদস্যপদ নিঃসন্দেহে একটি উন্নততর ব্যবস্থার বার্তাবহ, কিন্তু কেন্দ্রের আপাত বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ খানটি গাইবে বলেই মনে হয়। এটাই স্পষ্ট যে, প্রতিটি রাজ্যের অর্থ মন্ত্রকের গুরুত্ব বাড়বে, বাড়বে সরকারি দায়বদ্ধতা ও আমলাদের দায়িত্ব। পণ্য পরিষেবা কর ব্যবস্থা (জিএসটি) চালু হলে ২০১৬ থেকে পরিষেবা কর আদায়ের অধিকার পাবে রাজ্য সরকার, ফলে অর্থমন্ত্রকের কাজকর্ম আরও বাড়বে। আর্থিক ভাবে রাজ্যগুলি কিছুটা স্বনির্ভর হবে।

এ বার আসি প্রথম বৈঠকে রাজ্যের অনুপস্থিতি সম্পর্কে। কোনও মানুষের যে-কোনও সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তের ফলাফলরূপ লাভক্ষতি দিয়ে নির্ধারিত। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের লাভক্ষতির প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। ব্যাপারটি তাই আর একটি গভীর ভাবে দেখা প্রয়োজন। নীতি আয়োগের অধুনা গঠিত সাব-কমিটিগুলি যে সিদ্ধান্তই নিক, সব রাজ্যের ক্ষেত্রে একই ভাবে যে নীতি প্রবর্তিত হবে। বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গকে ব্রাত্য করার অবকাশ নেই। সংস্কারের ফলে সব রাজ্য সুবিধা পাবে, এ রাজ্যও। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপক্ষেও যাবে, স্বাভাবিক, ঝরণ গোটা দেশে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দুই সরকারে আসীন দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আর কোথাও এতটা প্রকল নয়, তার উপর পশ্চিমবঙ্গে অদূরেই নির্বাচন। কিন্তু সে ধরনের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী গেলেন কি গেলেন না, তার ওপর নির্ভর করে না। বরং সংস্কারের ফলে যদি অন্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও সামগ্রিক রাজস্বের বৃহত্তম অংশ হস্তান্তরিত হয় ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির ওপর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ে, তা হলে কেন্দ্রের মন জুগিয়ে চলার দরকারও খানিকটা কমবে।

পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিক বেগ দেওয়ার চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে বলেই আমার ধারণা। অর্থনীতির পরিভাষায় গেম থিয়োরিতে 'বিশ্বাসযোগ্য ভয়' (ক্রেডিবল থ্রেট) দেখানোর ভূমিকা অপরিসীম। যদি ভয় দেখানো বিশ্বাসযোগ্য না হয়, অর্থাৎ আমি যদি মনে করি, যে এখন ভয় দেখাচ্ছে, সে রকম পরিস্থিতিতে সে আসলে কিছুই করবে না—তা হলে আমি কেন ভয় পাব? পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক স্বার্থ কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ হলে, আগামী নির্বাচনে শাসক দল তাকে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারে, আর যদি নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী না গেলেও রাজ্য সামগ্রিক ভাবে সংস্কারের সমান ভাগীদার হয়, তা হলে সাদা রুমাল হাতে বৈঠকে গেলে বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চনার সম্ভাবনা বেশ কম। তা ছাড়া, একটা ব্যাপারও নিঃসন্দেহে উস্কা জাগায়। যোজনাকমিশন তুলে দিয়ে দেশের হয়তো বিরাট ক্ষতি কিছু হয়নি, নীতি আয়োগ ব্যাপারটিও মন্দ নয়, কিন্তু এত বড় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে গিয়ে যে বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া হয়নি, সেগুলিও চোখে পড়ার মতো:

ক) রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি, কোনও ধরনের ঐকমতের চেষ্টা হয়নি, যা গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

খ) রাজ্য যোজনা পর্ষদের কাঠামোর সঙ্গে নীতি আয়োগের কাঠামোর সম্পর্কটা কী হবে? নীতি আয়োগের নির্ধারিত কার্যকলাপের পরিধি ও ব্যাপ্তি কী হবে?

গ) পাঁচসালা যোজনা কী ভাবে তৈরি হবে?

শেষে বলি, কেন্দ্রের শাসক দল রাজ্যের শাসক দলকে বিভিন্ন ভাবে নাস্তানুবাদ করার চেষ্টা জারি রেখেছেন। রাজনীতিতে সম্মুখ সংগ্রামের যে স্ট্র্যাটেজি, সেটা সব দলই সময় বুঝে গ্রহণ করবে। কারও কারও কাছে বোঝাপড়া সংগ্রামে আপসের সামিল। রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূল জনপ্রিয় নেতারা রাজনীতির ময়দানে লড়াইয়ে নেমে কোনও বোঝাপড়ার বার্তা দিতে চাইবেন না, এটা হতেই পারে। আর উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর কোনও আপাতকুফল না থাকলে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জটাই মূল হয়ে দাঁড়াবে। ভুললে চলবে না, কন্যাশ্রী প্রকল্প, ন্যায্য দামে ওষুধ, পঞ্চায়েত এবং পুরসভার বিভিন্ন প্রকল্প সরকারি ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বাহবা কুড়িয়েছে। ফলে ক্ষতির আশঙ্কা খানিকটা হলেও অমূলক। তাই রাজনীতি শেষ কথা বললে নতুন করে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।

Kichu Bhabna O Galpo – a book written by Mrinal Chaudhuri, was launched in Bangla Academy, Kolkata on December 27, 2014 in presence of literature loving people. The Book has been published by Indic House and can be had through online payment gateway at www.indichouse.com.

Mrinal Chauduri is one of the learned Bengalis those who migrated from West Bengal to USA in the early seventies. This group formed Cultural Association of Bengal (CAB), as association of Non Resident Bengalis in North America. Mrinalda had held various positions including Chairman Board of Trustee in CAB. He is well known for his modesty, generosity and love for art and cult. He is a good captain to lead a team. He is also a successful global entrepreneur, resides in Houston, USA. He is a total positive mind of man whose attitude is "in life, glass is always half full and NOT half empty". He bears a rich heritage of literacy. He is the grandson of Late Dhirendra Nath Dutta, the literature martyr of Bangladesh.

The Book Kichu Bhaabna O Galpo is a collection of small stories and events in his life and narrated those so humorously that you can not afford to put the book down before reading in full. His narration is so lucid that people of all age will relish the language and content. He has narrated some of the memorable moments of his life including a rail journey hanging holding Lengti of a Sadhu outside a crowded train compartment and reaching destination . He has narrated the name of Nobel Laureates in Literature, country and year wise from beginning till the year 2014. The book is also cosmopolitan by nature. It narrates the global eves like Class room on Tagore in Costa Rica and cruising in Alaska. The book narrates the incident love and affection between husband and wife. In all, it is a combination of different attitude in one man – Mrinal Chaudhuri , when he present himself as an author.

RP Chakravarty
Kolkata

Title: 'Kathar rajye gachh: sara prithibir gachheder galpo'
Retold by: Anuradha Roy
Publisher: Bharavi (13/1 Bankim Chatterjee Street, Kolkata, 700 073); the book can be purchased from the publisher or ordered through any bookstore in West Bengal
Description: 312 pages, hard-cover binding; contains 90 beautiful folk-tales from around the world and biographies of 4 famous environmentalists
Price: 150 Indian rupees (less than $3). The author's portion of the royalties will go to help low-income female students at a high school in West Bengal.

TAGORE BEYOND BOUNDARY

Dilip Chakrabarti

Tagore Beyond Boundaries, a nonprofit 503(1)c organization was founded last year in the State of Michigan with a hope to propagate the work of Rabindranath Tagore outside of India. Dr. Rajeeb Chakraborty an internationally famous Sarod Maestro and Dr. Mousumi Banerjee, a professor singer and scholarwere the instrumentals along with Ashish Sarkar and several other Bengali and non-Bengali friendsin 2014. Among some of the noteworthy supporters are Amiya Banerjee of Cleveland, Chandana Sarkar of Ohio, Ashis Sengupta of California and Dilip Mullick of Ann Arbor and several others.

The foundation has raised 35 thousand dollars and already started to workon a project in Kolkata. The groups expects to raise around 300 thousand dollars for converting approximately 500 songs in different languages. They have started earnest fund raising effort now to achieve their goal.

The foundation believes since Dr. Rajeeb Chakraborty is a versatile performer, music composer, and educator his expertise will enhance the foundation's goal to upheld the Tagore's work in the world in different Ethno musical departments in various educational institutions of the world. Dr. Chakraborty believes that this will be the ideal platform to propagate Tagore music to the next generation of non-resident Indians and make this genre accessible to the international audience.

As for Dr. Mousumi Banerjee, Rabindrasangeet singer performer for more than two decades, the foundation hopes that her talent would help the foundation to attract new generations to immerse into the music and philosophy of Tagore all over the globe. The foundation led by Dr. Chakraborty and Dr. Banerjee hopes that peoples from all walks of life would extend their support to help achieve their goal of spreading the music and philosophy of the Nobel Winner, the great Rabindra Nath Tagore.

২০১৫ ভাষানগর পুরস্কার পেলেন নাট্যকার সুদীপ্ত ভৌমিক

রঙ্গিত মিত্র

গত ১৮ই জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতায় জীবনানন্দ সভাঘরে হয়ে গেল "ভাষানগর কবিতা সন্ধ্যা" এবং ভাষানগর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। পঁচিশ বছরে পা দেওয়া এই পত্রিকা প্রতিবছর বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করেন কোনও কবি, সাহিত্যিক বা নাট্যকারকে। এবছর পুরস্কৃত হলেন, নাট্যকার সুদীপ্ত ভৌমিক এবং কবি অলকেশ দস্তরায়।

সুদীপ্ত ভৌমিকের পরিচয় দিতে গিয়ে সম্পাদক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাঙালির কাছে সুদীপ্তর নাটক যেন আমেরিকার বর্ণপরিচয়। তাঁর প্রতিটা নাটকে উঠে আসে আমেরিকার বাঙালির স্বপ্ন ও জীবন। তার বিখ্যাত নাটকগুলির অন্যতম...রণ, ফেরা, পালক ইত্যাদি। অলকেশ সম্পর্কে বলেন, তাঁর দুটি কবিতার বই-এর নাম টি-টোয়েন্টি, নোটস অন ফেসবুক। ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাষায় লেখেন এই প্রতিভাবান কবি।

সুদীপ্তকে পুরস্কার তুলে দেন প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী বিভাস চক্রবর্তী। অলকেশের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্বনামধন্য কবি শ্রী অলকরঞ্জন দাসগুপ্ত।

ভাষানগর বাংলা ভাষার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। যে কাগজটি তার জন্মলগ্নের মুহূর্ত থেকেই আন্তর্জাতিক। তাই সীমানা পেরিয়ে বিশ্বকবিতার সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার এই নিদর্শন হিসেবে অলোকেশের কবিতা, সুদীপ্তর নাটক এবং বাড়তি পাওনা হিসেবে হিন্দি জ্ঞানপিঠ প্রাপ্ত কবি কেদারনাথ সিং-এর উপস্থিতি। এছাড়াও অলোকরঞ্জনবাবু, বিভাসবাবু তাঁদের ভাষানগর ও বাংলা সাহিত্যে-সংস্কৃতির বিবর্তনে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানালেন।

এদিন অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল কৌষিকী দাশগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ—মিয়াঁও। কবিতা পড়লেন, শ্রীজাত, অংশুমান কর, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত দাস, সুদীপ চক্রবর্তী, মনীষা মুখোপাধ্যায়, অভিমন্যু মাহাত, কিশোর ঘোষ, অরিত্র সান্যাল, হিমাল জানা প্রমুখ। শেষে সুদীপ্ত ভৌমিক তার একক নাটক "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী-র" একটি অংশ অভিনয় করে শ্রোতাদের অভিভূত করলেন। অনুষ্ঠানটিকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, বিখ্যাত সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঞ্চালনা মনে রাখার মতো।

জীবনানন্দ সভাঘরে সেদিন প্রচুর মানুষের ভিড়। অনেক মানুষ দরজার বাইরে থেকেও কবিতা ও কবিতা সংক্রান্ত আলোচনা শুনছিলেন। এবং ভালো লাগার বিষয় এই যে, নানা ধরনের মানুষ সেদিন এসেছিলেন ভাষানগরের অনুষ্ঠান শুনতে, তাঁরা এসেছিলেন ভাষানগরের সম্পাদক কবি সুবোধ সরকার কি বলেন, সেটা শুনতে।

এবং সবাইকে অবাক করে, তাঁরা অনুষ্ঠানের শেষপর্যন্ত ছিলেন। যত অনুষ্ঠানের গভীরে সময় ঢুকে যাচ্ছিল, মানুষের ভিড় বাড়ছিল...এতো মানুষের সমাগম বাংলা কবিতাকে নিয়ে এক নৈবমূহুর্তের সূচনা করেছিল।

সেখানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতো বেজে উঠছিল সময়। আর সেই সুরের গভীরতায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো কবিতারা...এই অসাধারণ অনুষ্ঠানটিকে পাঠক ও দর্শকদের কাছে উপহার দেওয়ার জন্যে ভাষানগরের সম্পাদক কবি সুবোধ সরবরের কাছে, বাংলা কবিতা ঋণী হয়ে থাকবে।

Rich & poor

Param Banerjee

When I was poor & lost my temper,
They said I was a bad tempered man
Now when I am rich & I shout.
They say, the fault is of the other one

When I was poor & argued with others,
in a calm & quiet voice.
They said, I am the culprit,
that's why I.m not making noise !

But now when I am guilty
And arguing in a low tone.
They say how nice !
Modesty is his Foundation Stone !

When poor, if I forgot something,
They said, I was irresponsible brat.
now if I forget, they say-It's natural
With so much worries of the Aristocrats.

When poor, if I looked at a girl,
They said , How does he dare !
With not a penny in his pocket,
Looking at the virgin, With lustful stare !

But now if I've affaire with a girl,
They say, "He is really good.
To that young girl, almost orphan,
He is providing shelter & food !

When I was poor & spoke up,
they said, I was mean & vile.
now I am rich & if I speak up.
They say it is "His plain speaking style.

It boils down to the fact that you are nice.
If you have money, to wipe away all vice
If no money, then most will ill-behave.
They will call you a cheat & a Knave.

ভালবাসা কারে কয়?

সীমা ব্যানার্জী-রায়

দক্ষিণ কলকাতার জয়জয়ন্তী এপার্টমেন্টের তিনতলা থেকে কোনও ঝটাপটির আওয়াজ নেই আজ। উল্টে সেখান থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে আসছে, "সখি ভালোবাসা কারে কয়? সে কি কেবলি যাতনাময়..."

সকালে ঘুম থেকে উঠেই চারতলার রিম্পির কান খাড়া হয়ে গেল। পর্দা সরিয়ে চারিদিকে দেখে ঘুমন্ত রিপনের গায়ে ঠেলা মেরে বলল, 'এই শুনছ। কি ব্যাপার বলত!'

'কেন কি হয়েছে?' ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জিজ্ঞেস করল রিপন।

'আজ মনে হয় সূর্য পশ্চিমদিকে উঠেছে। তিনতলা থেকে আজ প্রেমের গান শোনা যাচ্ছে গো।'

'যাক না। তাতে তোমার কি? তোমার কি সাতসকালে কাজ নেই যে পিএনপিসি শুরু করলে?' বলে রিপন পাশবালিশটাকে পায়ের ফাঁকে গুঁজে নিয়ে পাশ ফিরে শুল।

তড়বড়িয়ে রিম্পি বলে উঠল, 'বাজে কথা একেবারে বলবে না। একে...বা...রে না। আমি কিন্তু আজ এই তিনতলার বৌদির মতো চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব তাহলে। তুমি কি তাই চাও? বাইরের লোকের কাছে আমাদের একটা ইমেজ আছে। সবাই বলে আমরা মেড ফর ইচ আদার। সেটা ভেঙে যাক তাহলে।'

'আরে হল কি তোমার?' রিপন স্পষ্ট করে তাকায় রিম্পির দিকে।

'আজ ভ্যালেন্টাইন-ডে মনে আছে তো? তুমি তো আমার একমাত্র ভ্যালেন্টাইন। সারা জীবনের ভ্যালেন্টাইন।' গদগদ স্বরে কথাগুলো বলে রিপনের কপালে আলতো চুমু দিল রিম্পি। কে বলবে একটু আগেই রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরেছিল।

'ওরে বাব্বা। এর মাঝে আবার ভ্যালেন্টাইন ডে?'

'তার মানে?' রিম্পির গদগদ ভাব এক মুহূর্তেই উধাও।

'এই তো সেদিন তোমার জন্মদিন গেল। পরের মাসে আমাদের বিবাহবার্ষিকী। ওসব ভ্যালেন্টাইন ম্যালেন্টাইন জানি না। উ-ফ-ফ-স।' তিতিবিরক্ত হয়ে বলল রিপন।

'দেখো। ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। বিয়ে যখন করেছ তখন এসব করতেই হবে। ডেলি রুটিনের মতো। স্ট্যাটাস একটা মেইনটেইন করে চলতে হবে তোমাকে। ভালো ছেলের মতো উঠে পড় এইবার। আজ আমরা বাইরে খাবো "Kewpie's Kitchen"—এলগিন লেনে। খুব নাম করেছে শুনেছি। চলো না আজ যাই। তারপর আদি মোহিনীমোহন রঞ্জিলাল থেকে একটা শাড়ি কিনে দিও। সোনার দাম বড্ড বেশি তাই গয়নাটা ছেড়ে দিলাম। দেখ, আমি তোমায় কত ভালোবাসি!' রুক্ষ স্বরে শুরু করে আবার সেই গদগদ ভাবে শেষ করল রিম্পি।

রিপন উদাস চোখে ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে আছে। বাথরুমে যাওয়া দরকার কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। রিম্পি বলে উঠল, 'ওহ, হ্যাঁ! আমি স্বর্ণালীর সঙ্গে একটা এপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি। ই-টিভির প্রথমাতে আমার সাথে ওরা একটা ইন্টারভিউও করবে বলেছে। আমার কস্টিউম জুয়েলারি অনেক আছে। সে না হয় ম্যাচ করে পরে নেব। তাছাড়া স্বর্ণালী তো একটা ফ্রী কস্টিউমস জুয়েলারি দেয়।'

'আমার লক্ষীসোনা। প্লিজ উঠে পড়।' বলে রিম্পি রিপনের এলোমেলো চুলগুলো খেঁটে দিল। এটা হল মোক্ষম দাওয়াই। এই 'লক্ষীসোনা' ডাকটা শুনেই রিপন কুপোকাত।

রিম্পি আর রিপনের বিয়ে হয়েছে সাত বছর। 'আমাদের ভালোবাসাই বেস্ট।' সেটা বন্ধুমহলে বিজ্ঞাপনের মতো ছড়িয়ে ফেলতে বদ্ধ পরিকর রিম্পি। ভালোবাসা যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জিনিস নয়, গোপন, গভীরে, লুকিয়ে রাখারর জিনিস তা বোঝাতে পারে না রিপন। তাই প্রতি মুহূর্তে অভিনয় করতে হয় রিপনকে।

রিম্পি বলল, 'বোঝো না কেন। আমার বন্ধুদের অনেকেরই বর একটা লালগোলাপ পর্যন্ত দেয় না গো বৌকে। যত সব ফালতু বর। নামেই বর ওরা। কত বোরিংয় লাইফ ভাব ওদের...'

রিপন শান্তিপ্রিয় মানুষ। উচ্চবাচ্য না করে, ঘোরতর অশান্তি এড়াতে চুপচাপ তৈরি হল। ওর পরনে নীল জিনস আর লাল টি-শার্ট। ওদের বেরোতে বেরোতে বেলা প্রায় এগারোটা। রিঙ্কির সাজ মারকাটারি। লাল রঙের মুর্শিদাবাদী সিল্ক। তার সঙ্গে সব কিছু ম্যাচিং করে। পায়ের জুতো থেকে কপালের টিপ পর্যন্ত। পাড়ার মোড়ের ছেলেরা যখন আড়চোখে রিঙ্কিকে দেখে তখন রিঙ্কির শরীর থেকে একটা অহংকারের হলকা বের হয়। সেটা টের পায় রিপন। আগে ভালো লাগলেও এখন আর ব্যাপারটা তত্টা ভালো লাগে না।

সন্ধে ছটার সময় ওরা যখন ফিরছে ওদের চোখ পড়ল তিনতলার ব্যালকনিতে। তিনতলার দাদা আর তার ঝগড়ুটে বৌ গা ঘেঁষাঘেঁষি বসে কফি খাচ্ছে। আবার খুব হাসিহাসি মুখে কি যেন আলোচনাও করছে।

রিপন মজা করার লোভ সামলাতে পারল না। নীচ থেকেই হাঁক ছাড়ল 'ও দাদাআআ! ও বৌদিইইইই! হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে এ...। কি ব্যাপার আজ? দেবাদেবি একেবারে পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি...'

এক গাল হেসে বৌদি বলল, 'চলে এসো, বলছি।'

হাতে একগাদা প্যাকেট ছিল। সেগুলো দেখিয়ে রিপন বলল, এগুলো রেখে আসছি দাঁড়াও। চা হবে তো?'

'নিশ্চয়ই।' তিনতলার বৌদি আশ্বস্ত করল।

ফ্ল্যাটের চাবি খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রিপন বলে, 'দেখেছ? একে কি বলে জানো? এইসা কি তেইসা...'

রিম্পির জবাবে ঝাঁঝ, 'বক বক করো না তো। জানি না যাও। আজকাল তুমি খুব বেশি কথা বলছ। যত ফালতু প্রশ্ন। খানিক হিন্দী বলে ভাবছ আমি কিছু জানি না। 'এইসা কি তেইসা মানে?' যতসব উৎপটাং কথাবার্তা।'

জিনিসপত্র রেখেই রিপন রিঙ্কিকে এক রকম টেনে নিয়ে এল তিনতলায়। ওর ভেতরে কৌতূহল ঘুরঘুরি কাটছে। যেখানে কেবল ঝটাপটি আর চিল চিৎকার শোনা যায় সেখানে আজ। এও কি সম্ভব? রিপনের মাথায় যেন কিছুই ঢুকছে না।

বৌদি দরজা খুলে হাসিহাসি মুখে স্বাগত জানাল। রিপনকে কোনও প্রশ্ন করতে হল না। বৌদি নিজেই বলতে শুরু করেছে, 'তোমাদের দাদারর কাণ্ড শোনো। সকালে ঘুম চোখে দেখি উনি মাথার কাছে বসে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গুণগুণ করছেন, "সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে..."

বৌদির কথা শেষ হয়নি, ওরা ব্যালকনিতে পা রাখতেই দাদা বলল, 'আর তুমি কি করেছ সেটা বলো?'

'শুনি শুনি।' আহ্লাদে গলায় বলল রিপন।

দাদা বলল, 'তোমার বৌদি চোখ খুলেই সামনে আমাকে দেখে সুরেলা গলায় আবৃত্তি করে উঠল,

"কে তুমি গো ধূলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল-গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার—"

বৌদির মুখে একটা গোধূলিলগ্নের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল সেটা রিপন বা রিঙ্কি কারোর চোখ এড়াল না।

'দাদা আজ তোমাদের দুজনকেই ওই সামনের পলাশ গাছটায় থোকা থোকা লাল ফুলেদের মতোই রঙিন লাগছে। সো হুইশ হুউ দি হ্যাপিয়েস্ট ভ্যালেন্টাইন ডে।' বলে রিপন দাদাকে আলিঙ্গন করল।

বৌদি তখনও লজ্জা লজ্জা মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন নববধূ।

রিপন বলল, 'বৌদি তার মানে আজ দুজনে কুজনে ঝানে ঝানে...। বুঝেছি...। হুম সব বুঝে গেছি আমরা। তা দাদা তোমাকে এই বিশেষ দিনে কি উপহার দিল শুনি?

'ধুস তোমরা সব আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি গো? উপহার আবার কি? পনেরটা বছর সুখে-দুখে সঙ্গে আছে, এটাই তো মস্ত উপহার। আজ আমাদের একটুও ঝগড়া হয়নি। ছেলে মেয়েরা "হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে" বলেছে। আর আমি তোমাদের দাদার প্রিয় খাবার কিমার কচুরি, বেগুনি, আলু-টমেটো-ধনেপাতার রসা, ভেটকি মাছের কবিরাজি আর নলেন গুড়ের সেমাইয়ের পায়েস রান্না করেছি।' বলতে বলতে একটা সুখী সুখী লজ্জা লজ্জা ভাব ফুটে উঠল বৌদির মুখে।

'ভেটকি মাছের কবিরাজি? সেটা কি জিনিস?' রিপনের ন্যাকামি দেখে রিঙ্কির গা জ্বলে গেল।

বৌদি বলল, 'তোমাদের দাদাই একবার খাইয়েছিল পুজোর সময়। পার্ক হোটেল থেকে।'

ভদ্রমহিলা বড্ড কথা বলে ভাবতে ভাবতেই রিঙ্কি শুনল বৌদি সগর্বে রেসিপি আওড়াতে শুরু করে দিয়েছে। 'কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ আর কাঁচালংকা দিয়ে কষে তাতে ভেটকির ফিলে দিতে হবে। তারপর লাল লংকো গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন, চিনি সব দিয়ে রাঁধতে হবে। তারপর নামিয়ে ঠান্ডা করে ধনেপাতা কুচোনো দিয়ে ভালো করে চটকে প্যাটি বানাতে হবে। কর্নফ্লাওয়ের আর ডিমের গোলায় ডুবিয়ে ডিপ ফ্রাই। ব্যাস! হয়ে গেল ভেটকি মাছের কবিরাজি।'

'বাব্বা এ যে দেখি উত্তম-সুচিত্রার বই। সাড়ে-চুয়াত্তর! তোমাদের পেটে পেটে এত।'

'আমাদের সেই তো সাড়ে-চুয়াত্তর মডেলের প্রেম। এর জোরই আলাদা। ওসব তোমাদের আজকালকার ভ্যালেন্টাইন প্রেম নয়।' বলে দাদা উঠে গিয়ে মিউজিক সিস্টেম চালিয়ে দিলেন। সেই সকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে এই সন্ধ্যাবেলাতেও, 'সখী ভাবনা কাহারে বলে...'

চা খেয়ে ফেরার সময় সিঁড়িতেই রিঙ্কির কোমরে একটা চিমটি কাটল রিপন, 'কি বুঝলে?'

উত্তর দিতে রিঙ্কি সময় নিল না। 'বোঝার আবার আছেটা কি? তোমার মতো অত কিছু আমি বুঝতে পারি না।'

"আমার মত সুখী কে আছে আর সখী আছ আমার কাছে..."

এ তো গান নয়। এ যেন বৌদিরই কথা। ভাবতে ভাবতে রিঙ্কি টিভিটা জোরে চালিয়ে দিল।

HELP IN SNOWY WINTER
ABSOLUTELY NO FEE

Anyone who wants about $500.00 cash back for Fuelbill payment during this blasting snow season : free sealing leak in windows and doors, free air duck cleaning; stop rent increase (Must be 55 years or older), free solar energy.
Please contact:dasstatenisland@aol.com.
Phone:718-727-5762

FLAT FOR SALE

Semi furnished two BHK, two full bath 920 SQ FT with a covered Car parking space in Sherwood Estate in Narendrapur/Kolkata, Brand new, not used yet, 3rd fioor/4 stories building. $82,000.00.
(To be paid in US dollar only).
Contact No - 973-632-2857(USA)
E-Mail : dmajumdar87@hotmail.com

Those who have Medicaid or any sort of public assistance will get free Air conditioner and about $ 500 cash assistance for paying off gas and electric bills Contact : HOPE USA. A non -profit organization.
Partha 718 727 5762
Phillip 3475487937.

সারদা-কাণ্ডে জামিন পেয়েই দলত্যাগ সৃঞ্জয়ের, ধাক্কা তৃণমূলে

সারদা-কাণ্ডে জামিন পাওয়ার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা করে দিলেন সৃঞ্জয় বসু। দলের সদস্যপদ ছাড়ার পাশাপাশি রাজ্যসভার সাংসদ-পদে ইস্তফা দেওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তৃণমূল ছেড়ে আপাতত অন্য কোনও দলে সৃঞ্জয় যোগ দেননি ঠিকই। প্রায় সন্ন্যাস নেওয়ার ঢঙে তাঁর উপলব্ধির কথা জানিয়ে বলেছেন, রাজনীতি তাঁর জন্য নয়! কিন্তু সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনের আগে সংসদীয় দলে ভাঙন কোণঠাসা তৃণমূলের বুকে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা।

তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, সৃঞ্জয়ের দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত টিভি দেখে জেনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁকে তিনি হাত ধরে নিয়ে এসে দলের টিকিটে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলেন, তিনি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন দলনেত্রীকে জানালেন না, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার ঘনিষ্ঠ মহলে উষ্মাও প্রকাশ করেছেন মমতা। তবে প্রকাশ্যে এই নিয়ে মুখ খোলেননি। দলের 'যুবরাজ' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য দলের অন্দরে বলেছেন, দলনেত্রী তো বলেই দিয়েছেন, তৃণমূলে থাকতে হলে লড়াই করে যেতে হবে। যাঁরা লড়াই করতে জানবেন না, তাঁদের নিয়ে আর কী করা যাবে! তৃণমূলের একটি সূত্রের ব্যাখ্যা, সৃঞ্জয় যে আসলে রণে ভঙ্গ দিলেন, মমতার এই মনোভাবই দলের অন্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভাইপো অভিষেক।

সৃঞ্জয় অবশ্য দল ছেড়ে দিলেও তৃণমূল বা শাসক দলের নেত্রীর সঙ্গে কোনও তিক্ততায় জড়াতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, এই মুহূর্ত থেকেই তিনি দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করছেন। একই সঙ্গে জানিয়েছেন, রাজ্যসভার সাংসদ-পদও তিনি ছেড়েও দিতে চান। তাঁর জন্য রাজ্যসভার নোটিস পাঠানো হয়েছে। তবে সাংসদ পদ ছাড়তে হলে স্পিকারের কাছে সশরীর হাজির হয়ে পদত্যাগপত্রে সই করতে হয়। ফলে, এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় লাগবে।

বিবৃতি দিয়ে সৃঞ্জয় আরও বলেছেন, "মমতাদি'র কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমার উপরে আস্থা রেখে ছিলেন, সুযোগ দিয়েছিলেন। কিছু দিন ধরে জেলে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে, রাজনীতি আমার জন্য নয়। বিশেষত, আমার মা এবং স্ত্রী বারবার এই ব্যাপারে চাপ দিচ্ছিলেন। তাই এই সিদ্ধান্ত।" সৃঞ্জয়ের এই বক্তব্য কার্যত লুফে নিয়েই কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি-র বিরুদ্ধে তাঁদের সাংসদের পরিবারের উপরে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ এনেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

সারদা রিয়েলিটি মামলায় বুধবারই সৃঞ্জয়ের জামিন হয়েছিল সিবিআইয়ের তরফে কিছু 'গাফিলতি'র জন্য। তখনই জল্পনা শুরু হয়, তা হলে কি সৃঞ্জয়ের জন্য আপাত-স্বস্তির রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হল? সিবিআইয়ের তরফে স্পষ্ট ভাবেই সেই জল্পনা খারিজ করা হয়েছিল। কিন্তু তার পর দিনই সৃঞ্জয়ের দল ছাড়ার ঘোষণা সেই জল্পনাকে আরও জোরালো আকারে ফিরিয়ে এনেছে। তাঁর ছেড়ে-আসা দলও পরপর দু'দিনের ঘটনার যোগসাজশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিচ্ছেদের মুহূর্তে সৃঞ্জয়কে আক্রমণ না-করে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, দল ছাড়ারর সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যক্তিগত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার 'গণতান্ত্রিক অধিকার' তাঁর আছে। তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেছেন, "আমরা কিছু দিন ধরেই বলে আসছিলাম কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল সৃঞ্জয়ের উপরে অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করছিল। গত কাল তিনি জামিন পেয়েছেন। আর আজ দল ছাড়লেন। চাপের ফলেই কি দুই ঘটনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকল?" একই সঙ্গে ডেরেকের মন্তব্য, "তবে আমরা খুশি তিনি মুক্তি (চাপ থেকে) পেলেন!" সৃঞ্জয়ের জায়গায় রাজ্যসভায় নতুন সাংসদ কে হবেন, তাঁর নামও শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে বলে ডেরেক জানিয়েছেন।

তৃণমূল যাকে 'চাপ সৃষ্টি'র ফল বলে অভিযোগ করছে, বিরোধীরা তাতেই আরও এক ধাপ এগিয়ে গড়াপেটার গন্ধ পাচ্ছে! সৃঞ্জয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছেন, "৪০৯ ধারায় মামলা হলে কী করতে হয়, সব জেনা সত্ত্বেও সিবিআই নতুন চার্জশিট দিল না। উনি জামিন পেলেন। আর তার পরেই দল ছেড়ে দিলেন! এর থেকেই তো প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকছে!" সৃঞ্জয়ের তৃণমূল-ত্যাগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এ দিনই বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাহুল সিংহ মন্তব্য করেছেন, "তৃণমূলের ফেরে পড়ে জেল খাটতে হল তাঁকে। যে পরিমাণ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ওঁর নামে, সেই টাকা তিনি অনায়াসে দান-খয়রাত করতে পারেন! তৃণমূলের মতো দলে ছিলেন বলেই ওঁর গায়ে অভিযোগের দাগ লেগেছে। চোরেদের সঙ্গ ছেড়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন সৃঞ্জয়!" বিজেপি নেতার এই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যবাবু। তাঁর কথায়, "বিজেপি নেতাদের মন্তব্য থেকেও গোটা ঘটনাপর্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে!"

রাহুলবাবুরা যে ভাবে সৃঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, সেই পথে যায়নি সিপিএম। সূর্যবাবুর বক্তব্য, সিবিআই তদন্ত হচ্ছে মানেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি—এই কথা তাঁরা বারেবারেই বলেছেন। সৃঞ্জয়-পর্বের পরে নানা রকম সংশয়ের বাতাবরণ তৈরি হল। আর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন, "কেন সৃঞ্জয় রাজনীতিতে এলেন, কেনই বা গেলেন, তা তিনিই ভালো বলতে পারবেন! তবে সৃঞ্জয় নিরপরাধ, এ কথা বিশ্বাস করি না!" তবে তাঁর দাবি, "তৃণমূলে এই দল ছাড়ার মিছিল দীর্ঘতর হবে!"

রাজ্যসভার সাংসদদের সিবিআইয়ের মাধ্যমে কী ভাবে 'নিশানা' করা হচ্ছে, তা নিয়ে অভিযোগ জানাতে আজ, শুক্রবারই উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির কাছে দরবার করতে যাওয়ার কথা তৃণমূলের। তার আগের দিনই সৃঞ্জয়ের দলত্যাগ, অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের শিবির বদল এবং সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার ও দলের তরফে মামলা খারিজ হয়ে যাওয়া—এই তিন ধাক্কায় ফের বেসামাল অবস্থা তৃণমূলের অন্দরে! ঘরোয়া আলাপচারিতায় নানা চর্চা চলছে, শুরু হয়েছে দোষারোপের পালাও। কেন সৃঞ্জয়কে দলে নেওয়া হল এবং তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হল, তা নিয়ে এত দিনের চেপে রাখা উষ্মা দলীয় আলোচনায় এ দিন বার করে এনেছেন অনেকেই। দলের প্রথম সারির এক নেতার কথায়, "আদতে সৃঞ্জয় এক জন ব্যবসায়ী। তাঁকে দিয়ে আমাদের বিরোধী অন্য সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকদের বিরুদ্ধে হয়তো দলনেত্রী লড়াই করবেন ভেবেছিলেন! কিন্তু লাভ হল না!" আবার দলের মধ্যেই অন্য শিবির থেকে বলা হচ্ছে, সারদা-কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার পরে তৃণমূল নেত্রী যে ভাবে মন্ত্রী মদন মিত্রের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সৃঞ্জয়ের ক্ষেত্রে ঠিক সে রকম হয়নি। রাজ্যসভার ওই সাংসদের গ্রেফতারির পরে কলকাতার রাস্তায় 'আমরা সবাই চোর' প্ল্যাকার্ড নিয়ে তৃণমূলের মিছিলে স্বয়ং মমতা হেঁটেছিলেন ঠিকই। কিন্তু সেই মিছিল শেষের সভাতেই আবার বলেছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবে সৃঞ্জয়ের মতো কেউ কিছু করে থাকলে তাঁর কিছু বলার নেই! দলের মুখপাত্র হিসাবে ডেরেকও সেই ঘটনার পরে বলেছিলেন, সৃঞ্জয় গোড়া থেকে তৃণমূলের সৈনিক নন। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ভদ্র পরিবারের সন্তান হিসাবে পরে তাঁর অন্তর্ভুক্তি ('ল্যাটারাল এন্ট্রি') ঘটেছিল। শাসক দলেরই এক সাংসদ বলছেন, "জেলে যাওয়ার পরে দলীয় মুখ পত্রের সম্পাদক পদে সৃঞ্জয়কে সরিয়ে পার্থদা'কে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। দলনেত্রী ধরেই নিয়েছিলেন সৃঞ্জয়ের উপরে আর নির্ভর করা যাবে না!"

প্রথম পাতার পর

মমতায় ভরসা দুই কেন্দ্রে

কেন্দ্রের ক্ষমতার ভারসাম্যের কোনও হেরফের ঘটায়নি। তবুও এই ভোট নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী মানুষের কাছে ছিল অশেষ কৌতূহল। শাসকদলের জয় নিয়ে অবশ্য আগাগোড়া কোনও শিবিরেই বিশেষ আশঙ্কা করছিল না। কিন্তু সেই জয় কতটা অর্জিত হবে, নাকি বিরোধীদের তুড়ি মেরে অনায়াসে তৃণমূল তাদের জমজমাট ওড়াতে পারবে, সেটাই ছিল দেখার। পরিসংখ্যান বলছে, সংখ্যা ও শতাংশের নিরিখে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে মমতার দল তাদের ঝুলিতে ভোট বাড়াতে পেরেছে। তাদের প্রার্থী মমতাবালা ঠাকুর সেখানে ০.৩৮ শতাংশ ভোট বাড়িয়েছেন। তবে কৃষ্ণনগরে তাদের ভোট সংখ্যায় চার হাজার বাড়লেও, শতাংশের হিসাবে তা অল্প (২ শতাংশে) কমেছে। এখানে জয়ী হয়েছেন সত্যজিৎ বিশ্বাস। যে বিরোধী দল নিয়ে ইদানীং রাজ্য রাজনীতি সরগরম হচ্ছে, সেই বিজেপি বনগাঁয় তৃতীয় স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণনগরে তারা অবশ্য দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। বিজেপি অবশ্য দুটি কেন্দ্রেই ভোট অনেকটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। গত লোকসভার তুলনায় বনগাঁয় ৬.১২ শতাংশ এবং কৃষ্ণনগরে ১৫ শতাংশ ভোট বাড়িয়েছে তারা। তবে শাসকদলকে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার মতো জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। আর এই ভোটে প্রায় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে সাইনবোর্ডে পরিণত হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে সিপিএমের। খাতায় কলমে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হলেও, তাদের জনসমর্থন হ্রাস অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাতাবরণের প্রেক্ষিতে লাল শিবিরের রক্তক্ষরণ এই ভোটে বন্ধ হওয়ার আশা করেছিলেন আলিমুদ্দিনের ম্যানেজাররা। তাঁদের মিটিং-মিছিলে হালে কিছুটা ভিড় দেখে তাঁদের মনে এই আশা জেগেছিল। কিন্তু সব আশায় জল ঢেলে দিয়েছে দুই কেন্দ্রের ফল। আগের তুলনায় বনগাঁয় দলের ভোট কমেছে ৫.২ শতাংশ। আর কৃষ্ণনগরে এই রক্তক্ষরণের হার দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে। দুই কেন্দ্রে বামেদের ভোটব্যাঙ্কের ধসের ফায়দা মূলত পেয়েছে বিজেপি। ফলাফলে খুশি হলেও, শাসকদলের কাছে কিন্তু নরেন্দ্র মোদির দলের সমর্থনে এহেন ক্রম উত্থান আগামীদিনে চিন্তার বিষয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজনীতির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই জয় নিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেজায় উচ্ছসিত স্বয়ং মমতা। তিনি এদিন বলেন, দুই কেন্দ্রের জয় গোটা তৃণমূল পরিবারের জয়। জয় মা-মাটি-মানুষের। কুৎসা ও অপপ্রচারকে রুখে দিয়েছে দুই কেন্দ্রের মানুষ। আমি এখন আগামী ১০ বছর কাজ করে যাব। কোনও বাধা আর মানব না। দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলার মানুষ রাজ্য সরকারের উন্নয়নের উপর যে আস্থা রাখছে, ফের তা প্রমাণ হল। আসন্ন পুরভোট ও ২০১৬'র বিধানসভা ভোটে বাংলার মানুষ মোদির দলের উদ্দেশে যে 'ভাগ বিজেপি ভাগ' বলবে, তারও ইঙ্গিত মিলেছে এই ফলে। মুকুলবাবুর জায়গায় যাঁকে সংগঠনের গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন মমতা, সেই যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, যেভাবে দুই কেন্দ্রের মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে আমি নতমস্তক হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয়লাভ সম্ভব নয় বুঝলেও, তাদের রক্তক্ষরণ যে এভাবে অব্যাহত থাকবে, সেটা কল্পনার বাইরে ছিল সিপিএম নেতাদের। দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেন, দুটি কেন্দ্রই সীমান্তবর্তী হওয়ায় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা কাজ করেছে। এই প্রেক্ষিতে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়েই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করায় ভোটে তার প্রভাব পড়েছে। এই ফলাফল কার্যত জোড়াফুল-পদ্মফুল শিবিরের ককটেল চলার ইঙ্গিত দিয়েছে।

বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা এবং ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং যা বলেছেন, তার মোদ্দা অর্থ হল, উপনির্বাচনে সাধারণত শাসকদলই জয়ী হয়। এটাই ট্রাডিশন। তবে রাজ্যে তাঁদের জনসমর্থন দ্রুত বাড়ছে। দুই কেন্দ্রে প্রাপ্ত ভোটের হার বৃদ্ধিই তার প্রমাণ। আসলে বিরোধী ভোটের ভাগাভাগির সুবিধা পেয়েছে তৃণমূল। সিপিএমকে ভোট দেওয়ার মানে যে পরোক্ষে তৃণমূলের সুবিধা করে দেওয়া, এই ফল দেখে সেটা আগামী পুর ও বিধানসভার নির্বাচনে বাংলার মানুষ আর করবে না। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা কংগ্রেসের। তাদের রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরির আক্ষেপ, দুটি কেন্দ্রেই জামানত রাখার চ্যালেঞ্জটুকুই রাখতে পারল না কংগ্রেস।

সৌজন্যে—বর্তমান

ভোটের ফলে মুকুল ভ্যানিশ, স্বস্তিতে মমতা

সঞ্জয় সিংহ ● কলকাতা
অনমিত্র সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

ভোটের বাক্সে ঘাসফুলে বসন্ত। কিন্তু মুকুল ঝরে যাওয়ার দিকে এগোচ্ছেন কি না, জল্পনা সেটাই।

দল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এত দিন যে কোনও ভোটে তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নম্বর টু' হয়ে মুকুল রায় এবং তাঁর বাহিনীকে সক্রিয় দেখা যেত। বনগাঁ লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে এ বার তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। প্রচারের শেষ লগ্নে মুকুল বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে বনগাঁয় গিয়েছেন। তাঁর বাহিনীও ছিল কার্যত অদৃশ্য। দলের অন্দরে আশঙ্কা ছিল, ভোটের দিন মুকুল-বাহিনী মেয়ের (পড়ুন মধ্যগ্রামের দলীয় দফতর) আড়াল থেকে কোনও 'অন্তর্ঘাত' করে বসবে না তো!

ভোটের ফল বেরোনোর পরে অবশ্য দেখা যাচ্ছে, সব আশঙ্কাই অমূলক। ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকলে মুকুলের প্রভাব কতটা বা দলে তাঁর ভূমিকাটি অপরিহার্য কি না, সেই প্রশ্নই বরং উঠতে শুরু করল এ দিনের পর। সোমবার দুপুরে পুরুলিয়া যাওয়ার আগে কলকাতায় তৃণমূলনেত্রী বনগাঁ ও কৃষ্ণগঞ্জে তৃণমূলের জয়কে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করেছেন। উপনির্বাচন মিটলেও দলে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন সুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, "দলে কোনও বিভাজন নেই। ভেদাভেদ নেই। তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ দল।" মুকুল শিবিরও আপাতত এইটুকু দিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ ভোটের ফলে প্রমাণিত হয়নি বলেই এ দিন দাবি করেছেন মুকুল-ঘনিষ্ঠ একাধিক নেতা। উপনির্বাচনে তাঁর গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, তা নিয়ে এ দিন দিল্লিতে মুকুল বলেন, "যে যে ভাবে ব্যাখ্যা করবেন সে ভাবে ব্যাখ্যা হবে। নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, এই উপনির্বাচনেও আমার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকা আমি যথাযথ ভাবে পালন করেছি।"

কিন্তু তিনি যে তাঁর লেফটেন্যান্টকে আর গুরুত্বই দিচ্ছেন না, মমতা এ দিন সেটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টা আগে নিজাম প্যালেসে মুকুল-অনুগামীদের ভিড়ের খবর দলনেত্রীর কানে গিয়েছে। মুকুল যে দলে সমান্তরাল সংগঠন গড়ে তুলেছেন, তা তৃণমূলের নানা স্তরের নেতা-কর্মীদের চর্চার বিষয়। কিন্তু মমতা মনে করেন, "এক জন ব্যক্তিগত ভরে কী করবে, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ দল।" মুকুল তাঁর বিরুদ্ধে দলে কোনও অভ্যুত্থান ঘটাতে পারেন কি? মমতার জবাব, "আমাকে এ সব প্রশ্ন কেন করা হচ্ছে! আমার দলে অনেক ব্লক সভাপতি আছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন।" অর্থাৎ মুকুলকে যে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না, সেটা এ ভাবেই বুঝিয়ে দেন তিনি।

আজ, মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক রয়েছে। তার জন্য এ দিন দিল্লি গিয়েছেন মুকুল। থাকবেন দিন চারেক। তাঁর সম্পর্কে নেত্রীর মন্তব্য শুনে হেসেছেন তিনি। তারপরে প্রতিক্রিয়া, "উনি এ রকম কিছু বলছেন কিনা তা আমার জানা নেই। রাজনীতিতে এর মূল্য আছে বলে মনে হয় না।" দলের প্রতি তিনি অভিমানী হয়ে পড়েছেন কি? মুকুলের দাবি, "প্রশ্নই নেই। এটা তো দল। এখানে মান-অভিমানের কোনও জায়গা নেই। বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে।" তবে যে দলে তাঁকে ক্রমশ সাংগঠনিক ভাবে কোণঠাসা করা হচ্ছে? মুকুলের উত্তর, "আমি আমার মতো আছি। দলের গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক। প্রথম দিন থেকে আছি।"

'গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক' অবশ্য এ দিন ভোট গণনা মিটতে না মিটতেই দিল্লির উড়ানে উঠে যান। যাওয়ার আগে উপনির্বাচনে দলের জয় নিয়ে তাঁর ছোট প্রতিক্রিয়া ছিল, "এটা তো প্রত্যাশিত জয়।" পরে দিল্লিতে ভোটের ফল নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়েও তৃণমূলের সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। মুকুল শুধু বলেন, "তৃণমূল তার ভোট ধরে রাখতে পেরেছে।" কিন্তু আট মাস আগে লোকসভা ভোটে যে বনগাঁয় তৃণমূল জিতেছিল প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ভোটে, এ বার সেই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়িয়েছে, ২ লক্ষ ১১ হাজার ৭৯১। তবু মুকুলের ব্যাখ্যা, "এই ফলকে দলের বড় ব্যবধানে জয় ভাবার কোনও কারণ নেই।" কেন? বামেদের ভোটব্যাঙ্কে ধ্বসই তৃণমূলের ব্যবধান বৃদ্ধির বড় কারণ বলে মনে করছেন মুকুল। তাঁর কথায়, "সিপিএমের ভোট গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। বনগাঁয় সিপিএমের গতবারের ভোট ছিল প্রায় ৩২ শতাংশে। এ বার তা কমে হয়েছে ২৭ শতাংশ-র মতো। তুলনায় বিজেপির ভোট ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৫ শতাংশ হয়েছে। কৃষ্ণগঞ্জেও বিজেপি ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এটা মাথায় রাখতে হবে।"

দলের অন্য শীর্ষ নেতারা অবশ্য মুকুলের এই চুলচেরা হিসেবনিকেশে এ সবে কান দিচ্ছেন না। তাঁদের দাবি, দলনেত্রী ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে 'অপপ্রচার' চলছিল, ভোটের ফলে তার জবাব দেওয়া গিয়েছে। তেমনই মুকুল ও তাঁর অনুগামীরা যে সংগঠনে অপরিহার্য নন, তা-ও বুঝিয়ে দেওয়া গিয়েছে। দলের এক প্রথম সারির নেতা এ দিন বলেন, "মুকুল নাকি সংগঠনকে হাতের তেলোর মতো জানেন। এটা যাঁরা এখনও ভাবছেন, তাঁরা ভুল করছেন। সংগঠনে এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষ কথা।"

এই পরিস্থিতিতে মুকুল কি বিকল্প কিছু ভাবছেন?

রসিকতার সুরে উত্তর আসে, "বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, মাসির গোঁফ হলে মামা হতো। কবে কী হবে তা নিয়ে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।"

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

উপনির্বাচনে শক্তি বাড়ালো গেরুয়া শিবির

যেমনটা আশা ছিল, তেমনটা না হওয়ায় কিছুটা বিমর্ষ গেরুয়া শিবির। ভোটের ফলাফল বেরোনোর আগের দিনই রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহার বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল ফলাফল যাই হোক, বিজেপি তা মেনে নেবে। হিসেবমতো বনগাঁয় তৃতীয় ও কৃষ্ণগঞ্জে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি। তবুও প্রকারান্তরে গেরুয়া শিবির বনগাঁয় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বলে ব্যাখ্যা রাহুলবাবুর। কিন্তু কেন? তাঁর কথায়, মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলেরই। এখানে সিপিএম কোনও ফ্যাক্টর নয়। কারণ, এই উপনির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ভোট কমলেও একমাত্র ভোট বেড়েছে বিজেপির। যাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিজেপি শিবির।

বনগাঁয় দলের হারের কারণ হিসেবে রাহুলবাবুর যুক্তি, তৃণমূলের সঙ্গে তলে তলে আঁতাত করেছে সিপিএম। যার প্রভাব পড়েছে এই কেন্দ্রে। তৃণমূলের অধিকাংশ ভোটার সিপিএম প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় বনগাঁয় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে সিপিএম। বনগাঁর মুসলিম ভোটের পুরোটাই তৃণমূলের থলিতে যাওয়ায় তৃণমূল জিতেছে বলে ব্যাখ্যা রাহুলবাবুর। তাছাড়া সদ্য তৃণমূল ছাড়া মঞ্জুলপুত্র সুব্রত ঠাকুরকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে বিজেপির অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে আসায় রাজনৈতিক মহল যখন মনে করছে, সুব্রতকে দাঁড় করিয়ে এবপ্রকার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি, তখন তরুণ তত্ত্বে ভর দিয়ে রাহুল সিনহার যুক্তি, 'এ বিষয় নিয়ে কিছু বলব না। সুব্রত তরুণ। ওকে দাঁড় করিয়ে দল কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি।'

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিজেপি নেতারা। বনগাঁ ও কৃষ্ণগঞ্জে দলের শক্তি কম হলেও ভোট বাড়ার অক্সিজেন পেয়েছে বিজেপি বলে মনে করছেন তাঁরা। তাছাড়া মাত্র কুড়ি দিন হাতে সময় পেয়েছিল বিজেপি। এর মধ্যে প্রার্থী নির্বাচন, প্রচার করা এসব নিয়ে যথেষ্ট চাপ ছিল বলে সাফাই গেরুয়া শিবিরের। ভবিষ্যতে কেন্দ্রকে জানিয়ে হাতে সময় নিয়েই দল প্রচারে নামবে বলে জানান রাহুলবাবু। যদিও উপনির্বাচনে বিজেপির শক্তি বেড়েছে বলেই মনে করেন দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং।

তবে শুধু বনগাঁই নয়, কৃষ্ণগঞ্জের ক্ষেত্রেও বিজেপির ভোট বেড়েছে বলে দাবি দলের নেতাদের। এক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বিজেপি শিবিরের ব্যাখ্যা, ২০১১ সালে কৃষ্ণগঞ্জে যেখানে বিজেপির ভোট ছিল মাত্র ৫৭০০টি, সেখানে ২০১৪-র নির্বাচনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৯০০০ এবং ২০১৫ তে ৫৮৪৩৬। শতাংশের বিচারে যা ২৯.২৭ শতাংশ। অন্যদিকে বনগাঁয় যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৯.২৭ শতাংশে। কল্যাণীর গয়েশপুরের প্রায় ১০০টি বুথে বিজেপি এজেন্টদের বুথে বসতে না দেওয়া, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঠিকমতো কাজ করতে না দেওয়ার দরুণ বিজেপির ভোট কমতে পারে বলে ভোটের দিনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন রাহুলবাবু। তবে কেন তিনি পুনর্নির্বাচন চাননি এই কেন্দ্রে? এদিন এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এখনই যা পরিস্থিতি তাতে পুনরায় ভোট চাইব কি করে? তাহলে তো ভোটের ফল আরও খারাপ হবে। বিজেপির কর্মীদের মারধর করে ভয় দেখিয়ে ভোট দিতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। তাছাড়া এই প্রথম কমিশনের কোনও পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে বিজেপি অভিযোগ করেছে। একসঙ্গে ভোট লুঠ না হলে বিজেপি আরও ভাল ফল করতে পারত।'

অবশ্য আসন্ন পুরভোটে উপনির্বাচনের ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না বলে অভিমত গেরুয়া শিবিরের। এক নেতার কথায়, 'উপনির্বাচন আলাদা, পুরভোট আলাদা। পুরভোটে বিজেপি ভাল ফল করবে। এখন থেকেই কোমর বেঁধে নামতে হবে। তবে সব নির্বাচনে একরকম প্রভাব পড়ে না। যেমন উপনির্বাচনে সারদার কোনও প্রভাব পড়েনি। কারণ কৃষ্ণগঞ্জ ও বনগাঁয় সারদার কোনও প্রতারিতরা ছিলেন না। কিন্তু অন্য জেলাতে তো আছেন। সেখানে এর প্রভাব যে পড়বে না, তা কে বলতে পারে?' পাশাপাশি ওই নেতার আরও মন্তব্য, 'বিজেপি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। এরপর আরও অনেক তৃণমূল নেতা বিজেপিতে আসবেন।'

বাম পরিবারের অল্পবয়স্করা আকৃষ্ট হচ্ছে বিজেপি'র প্রতি

সিপিএম ও যুব সংগঠনের রিপোর্টে ভিন্ন তথ্য

পূর্ব মেদিনীপুর: সাধারণ আম-আদমি নয়, এবার কট্টর বাম সমর্থক পরিবারেও বিজেপি'র প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। তবে প্রবীণরা নন, অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীরা গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে রাখছে। এমন চাঞ্চল্যকর এক রিপোর্ট তুলে ধরা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএমের প্রতিবেদনে। আর এই গোপন তথ্য নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কিত জেলা থেকে রাজ্যস্তরের সিপিএম নেতৃত্ব। গত রবিবার থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএমের সম্মেলন শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলন হচ্ছে হলদিয়ার সুতাহাটাতে।

গত রবিবারই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে বিজেপি-ভীতি চরমভাবে সিপিএমকে গ্রাস করেছে বলে অনেকে মনে করছেন। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা ভোটের পরবর্তী পর্যায়ে বিজেপি'র ভিত ক্রমশ শক্ত হচ্ছে এরাজ্যে। রাজ্যজুড়ে তৃণমূলকে ঠেকাতে বামেদের বিকল্প হিসেবে বিজেপি'কে নির্ভর করতে শুরু করেছেন অনেকেই। জেলা সিপিএম সূত্রে অবশ্য দাবি করা হচ্ছে যে, জনবিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তাই পার্টি ক্ষয়ের মূল কারণ। দীর্ঘদিন বাদে শাসন ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পরে তৃণমূলস্তরে যোগাযোগ কমেছে সিপিএম নেতাদের। সে কারণে, বহু সিপিএম নেতা-কর্মী দল বদল করেছেন। জেলা পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সিপিএমে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের পরিবারের তরুণ-তরুণীরা বিজেপি'র প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, যা খুব ভাবার বিষয় বলেও প্রতিবেদনে ইঙ্গিত মিলেছে।

এদিকে সিপিএম যখন অল্পবয়সীদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তখন অন্য তথ্য তুলে ধরেছে তাদের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। যুব সংগঠন সূত্রে আগাম পরিসংখ্যান মারফত জানানো হয়, রাজ্যে ডিওয়াইএফআই'র সদস্য কমলেও এই জেলায় ২৯ হাজার সদস্য বেড়েছে। পার্টি তা তার যুব-সংগঠনের তথ্যের এই ফারাক বেকায়দায় ফেলতে পারে উভয়কে। যদিও এ বিষয়ে নিজেদের তথ্য নির্ভুল বলে দাবি করেছেন যুব-সংগঠনের এক নেতা। তবে জনবিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তাই যে সিপিএমকে ক্রমশ কোণঠাসা করে দিচ্ছে, তা অবশ্য মেনে নিয়েছেন ওই যুব নেতা। জনবিচ্ছিন্নতা ঠেকাতে সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীদের তৃণমূলস্তরে যোগাযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, নিষ্ক্রিয় পার্টিকর্মীদের এখনই অব্যাহতি দেওয়া হবে বলে সিপিএম সূত্রে দাবি করা হচ্ছে। নিষ্ক্রিয় পার্টি সদস্য সংখ্যা যে বিপুল, তার নেপথ্যে নাকি 'বহিষ্কৃত' সিপিএম নেতা লক্ষ্মণ শেঠ। কারণ তাঁকে বহিষ্কারের পর পার্টিকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই বলে মানছেন জেলা সিপিএমের একটা বড় অংশ। এনিয়ে অবশ্য জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর কোনও সদস্য প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ।

সৌজন্যে—দৈনিক স্টেটসম্যান

দশ বছর ধরে প্রেম, জানতেই দেননি শ্রেয়া ঘোষাল

প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত

দশ বছর আগে যেন তাঁর হবু স্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, কাকতালীয় ভাবে সেই তারিখেই বিয়ে করলেন তিনি।

৫ ফেব্রুয়ারি। সন্ধেবেলা। বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স-এর এক ফরাসি হোটেল চেন-এর বলরুম।

কনের পরনে লাল বেনারসি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সোনার জড়োয়া সেট। পাত্র পোশাক নিয়ে একটু খুঁতখুঁতে। পাঞ্জাবি পছন্দ না হওয়াতে বলরুম থেকে পাল্টে অন্য একটা আনিয়েছেন।

এ কোনও রিয়েলিটি শো-এর শুটিং নয়। কোনও বলিউডি চিত্রনাট্যও নয়। সাত পাকে বাঁধা, সিঁদুর দান সব নিয়ম মেনেই বিয়ে করলেন শ্রেয়া ঘোষাল। পাত্র শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়। মুম্বইনিবাসী। পেশায় ব্যবসায়ী। 'রেজিল্যান্ট টেক'-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। হিপব্যাঙ্ক আর পয়েন্টেশেলস্ বলে দুটো অ্যাপ তৈরির কোম্পানির সঙ্গেও যুক্ত।

বছর দশেক ধরেই শ্রেয়ার আলাপ শিলাদিত্যর সঙ্গে। "আমি যখন মুম্বইতে এসেছি, তখন থেকেই তো শিলাদিত্যকে চিনি। জানতাম শ্রেয়ার জীবনে ও খুব স্পেশাল। একসঙ্গে কলেজে পড়ত দুজনে। শ্রেয়া তখনও এত সাফল্য পায়নি। সে সময় থেকেই ওদের প্রেম। ওদের বোঝাপড়াটাও খুব ভালো," বলছেন সুরকার শান্তনু মৈত্র।

এত বছরের প্রেম। কিন্তু মিডিয়াতে কোনও দিন একটা শব্দও বলেননি কেন? "শ্রেয়া মানুষটাই অন্য রকম। তাই ওকে কিছু বলেননি। আমরাও যারা ব্যাপারটা জানতাম, কিছু বলিনি। তবে এক সময় আমি ওদের বলেছিলাম অনেক তো হল, এ বার বিয়েটা করে ফেলো। আমার মনে হয় এক বছর আগে থেকেই ওরা বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলেছিল," জানান শান্তনু।

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যে পরিচালক নেই যাঁর ছবিতে শ্রেয়া গান করেননি। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেন একমাত্র তিন বাঙালি সঙ্গীত পরিচালক। মুম্বই থেকে বিয়েবাড়িতে পৌঁছে গেলেন সস্ত্রীক শান্তনু আর জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে উড়ে গেলেন সঙ্গীত পরিচালক জয় সরকার। বলিউডে এত সেলিব্রিটির ভিড়েও মাত্র তিন জন সুরকারকে বেছে নিলেন শ্রেয়া। উত্তরে জয় বলছেন, "সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নয়, ব্যক্তিত সম্পর্কের জোরেই শ্রেয়া আমাদের ডেকেছেন। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় ১৯৯৯ থেকে। তখন ও স্কুলে পড়ত। শ্রেয়াকে বিয়েতে একটা ঘড়ি দিলাম। শিলাদিত্যকে একা কলম।" জিৎ বলছেন, "দু'বছর আগে শ্রেয়া ওর ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশে ঘনিষ্ঠদের ডেকেছিল। ওই অনুষ্ঠানেও শিলাদিত্য এসেছিল। দু'জনকে একসঙ্গে মানিয়েছে দারুণ। ওদের ঘড়ি উপহার দিলাম।"

এই গোপনীয়তাই কি সেলিব্রিটি বিয়ের নতুন ট্রেন্ড? বিদ্যা বালনের বিয়ের সময় রেখা ছাড়া আর তেমন কোনও কেউকেটা আমন্ত্রণ পাননি। জন আব্রাহাম তো সুদূর আমেরিকাতে গিয়ে বিয়ে করে তারপর খবরটা টুইটারে ফাঁস করেছিলেন। রানি মুখোপাধ্যায়ও কম যান না। ইতালিতে গিয়ে আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে বিয়েটা সেরে ফেললেন। কর্ণ জোহর আর বৈভবী মার্চেন্ট ছাড়া তেমন কাউকেই দেখা যায়নি সেই বাঙালি বিয়েতে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে দিয়া মির্জা আর সোহা আলি খানের বিয়ের ক্ষেত্রে। এমনকী টলিউডের সুদীপ্তা চক্রবর্তীও নিজের বিয়ের খবরটা জানিয়েছিলেন ফেসবুকে। গোপনীয়তা রেখে ঘনিষ্ঠদের সামনে বিয়ে করার রেওয়াজে নতুন সংযোজন শ্রেয়া ঘোষাল।

এঁদের সবারই একটা ইচ্ছে। মূল অনুষ্ঠান থেকে যেন নজরটা না সরে যায়। পেশার খাতিরে লাইমলাইটে বাসে যেতে অভ্যস্ত এঁরা। কিন্তু জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটিকে তাঁরা পর্দানশিন করে রাখতে চান। আত্মীয়স্বজন আর পেশাগত জীবনের হাতে গোনা কিছু মানুষ ছাড়া আর কারও সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে না। কেউ কেউ বিয়ের কিছু পরে গোটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা রিসেপশন দিয়ে থাকেন। যেমনটা হয়তো করবেন শ্রেয়াও।

গত ৩০ জানুয়ারি শ্রেয়া অবশ্য একটা হাল্কা আভাস দিয়েছিলেন ফেসবুকে। লিখেছিলেন, "জানি না, আমি সুপার-নার্ভাস না সুপার এক্সাইটেড। এ রকম এর আগে কোনও দিন অনুভব করিনি। কী করতে চলেছি, তা আপনাদের পরে জানাব। আপনাদের শুভেচ্ছা চাই...।" সাত পাক ঘুরে শুক্রবার টুইটারে খবরটা দিলেন নিজেই। সঙ্গে বিয়ের ছবি।

বাঙালি মতে মন্ত্র পড়ে বিয়ে। শ্রেয়ার বাবা-মা-ভাই ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাঁর দিদিমা-কাকা-জ্যাঠা-মামা-মামি। ছিলেন ঘোষাল পরিবারের বন্ধুবান্ধব। ছিমছাম অনুষ্ঠান। কোনও বলিউডি আদবকায়দা নেই সেখানে। এমনকী যে শ্রেয়ার কণ্ঠে বলিউড মেতেছে রোম্যান্টিক গানে, তাঁর বিয়েতে বাজেনি একটাও হিন্দি গান। শোনা যায়নি 'ডোলা রে' কিংবা 'জাদু হ্যায় নশা হ্যায়' বা 'যাও পাখি'। বসার ঘরে বাজেনি 'ও সাথিয়া'।

শুধু উলুধ্বনি, শঙ্খে ফুঁ, সানাইয়ের মায়াবী সুর।

কিন্তু শ্রেয়া থাকলে সঙ্গীতের ছায়াকে কি একেবারে অস্বীকার করা সম্ভব? বিয়ের আগে শ্রেয়াকে বসানো হয়েছিল একটা ঘরে। আর অন্য ঘরে ছিলেন শিলাদিত্য। কিন্তু বিয়ের মণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার আগে বেশ খানিকটা অপেক্ষা করতে হচ্ছিল শ্রেয়াকে। ইয়ার্কি করে শ্রেয়া তখন নাকি বলেন, 'কত বড় মুখড়া! গানটাই শুরু হচ্ছে না!'

পান পাতা দিয়ে মুখ ঢাকার আগেও সেই ঠাট্টা। শ্রেয়ার হাতে চারটে পান পাতা। মুখ ঢাকার আগে শ্রেয়া নাকি হেসে বলেছিলেন, 'রিহার্সাল চাই!' ঠিক যেমনটা করে থাকেন গান রেকর্ডিংয়ের আগে। রেকর্ডিংয়ের আগে যে ভাবে ওয়ান, টু, থ্রি... বলে গান শুরু হয়, ঠিক সে ভাবেই শান্তনু 'কিউ' দিলেন। তারপরই পিঁড়ি ধরার গুরু দায়িত্ব পড়ল শান্তনু, জিৎ আর জয়-এর উপর। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন শ্রেয়ার কাকা আর ভাই। চার পাক ঘুরিয়ে শান্তনু ক্লান্ত। আর শেষ অবধি পিঁড়ি ধরে থেকে থাম করিয়ে ফেললেন জিৎ আর জয়। তখন প্রায় মধ্যরাতের কাছাকাছি। পাশ থেকে এক আমন্ত্রিত বলে বসলেন, "এত দিন সুরকাররা শ্রেয়াকে দিয়ে খাটিয়ে খাটিয়ে গান রেকর্ড করেছে। বিয়ের পিঁড়িতে বসে শ্রেয়া সব খাটনি উসুল করে নিল।" মোবাইল ক্যামেরা ছিল। কিন্তু তিন জনেই সমস্বরে বললেন, "উৎসবের পরিবেশটাকে সম্মান জানিয়ে আমরা একটাও ছবি তুলিনি।"

বিয়ের অনুষ্ঠানের পর আবার পুরোদস্তুর বাঙালি মতে ভুরিভোজ। মাছ, মাংস, মিষ্টি। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে প্রায় ভোর। শুক্রবার সকালে শ্রেয়া চলে গেলেন শিলাদিত্যর সান্তাক্রুজের ফ্ল্যাটে। মুম্বই থেকে ফিরে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ কলকাতা এয়ারপোর্টে জয়ের সঙ্গে দেখা সুনিধি চৌহানের। "ওকে বললাম যে, শ্রেয়ার বিয়ে থেকে ফিরছি। ও বেশ আশ্চর্য। বলল, সবে টুইটারে খবরটা জেনেছে," হেসে বললেন জয়।

হনিমুনে শ্রেয়া আর শিলাদিত্য যাচ্ছেন ইউরোপ। আগামী এক মাস কোনও কাজ রাখছেন না। "ওকে বলেছি এই সময়টা এনজয় করতে। ও সেটা ভালোবেসেই মানছে," বলছেন শান্তনু।

কোনও রেকর্ডিং নয়। কোনও শো নয়। কিছু দিন মন দিয়ে শ্রেয়া ঘরকন্না করবেন যে!

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

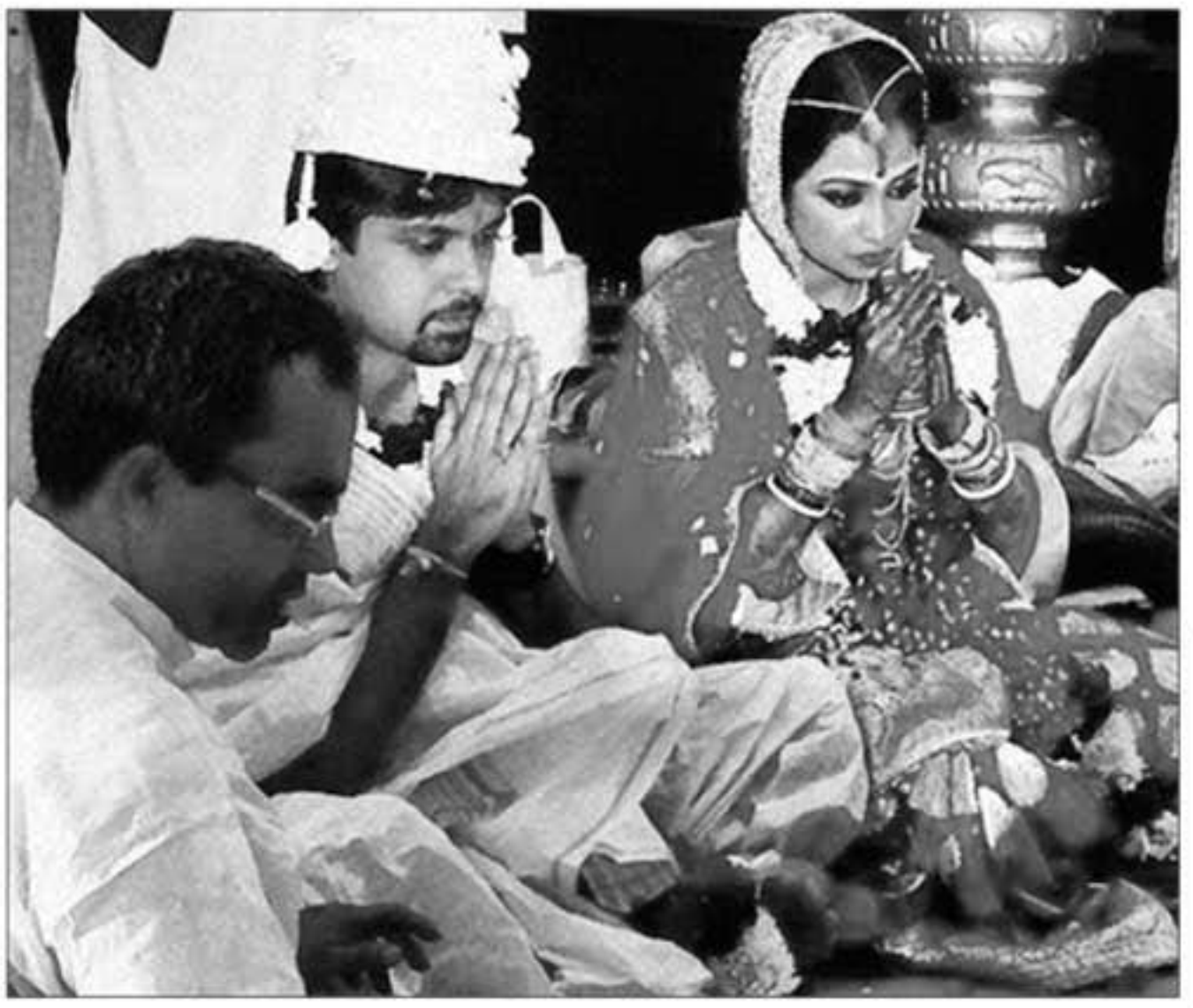

NOTICE

ANY EX-STUDENT OF SCOTTISH CHURCH GOLLEGIATE SCHOOL MAY CONTACT EX-STUDENT OF THE SCHOOL PAROM BONNERJEE AT parombonnerjee@aol.com.

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: _____
Spouse's Name: _____
Address: _____
City: _____ State: ____ ZIP _____
Phone #: _____ E-mail: _____

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): S ____

Signature : _____ Date: _____

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:

NEW MEMBER: ☐
RENEWAL: ☐

RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana
Our New partner Gulf Airlines
Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa
Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B
Houston, TX 77099-1273
Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000
Fax: 281-530-3798
Email: camdentravel@aol.com

Alliance invited for Bengali Brahmin Boy, 25 Yrs/5'8". Masters in Elec. & Compt. Eng. from elite US Univ. Working in MNC in USA. Only son of parents working and living in US. Girl studying / working in USA.
Contact: **roypa404@gmail.com**

FLAT FOR SALE IN BHOWANIPUR, KOLKATA

1000 sq. ft. FURNISHED FLAT ON 1ST FLOOR

GROUND FLOOR GARAGE, 3 BED ROOMS, ONE ATTACHED BATH (SHOWER DOOR) WITH BEDROOM, 2ND BATH ATTACHED WITH LIVING ROOM.
MODULAR KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, MARBLE FLOORS, GLASS SLIDING DOOR, LR AND DINING HALL ARE ATTACHED,
3 AIR CONDITIONERS, ONE IN BED ROOM, TWO IN LIVING ROOM.

ALL FOR ONLY 60 LAKHS

PLEASE CONTACT –
UTTAM BARMAN PHONE NO – 98367-36458.(INDIA)
MANJU CHATTERJEE – 815-353-0087 (USA) ; EMAIL: mchatt@gmail.com